পৃথিবী শুধু বিবাহিত পুরুষদের জন্য

জ্যাকি কলিন্স

জ্যাকি কলিনস

পৃথিবী শুধু বিবাহিত পুরুষদের জন্য

কঠোরভাবে প্রাপ্তমনস্কদের জন্য

পরিবেশক
এ পি পি
১১৭ কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

THE WORLD IS FULL OF MARRIED MEN

Jackie Collins

ভাষান্তর : সৌম্য রায়

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর '৮৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

এ কে দাস কর্তৃক ১১৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও
ভুবনেশ্বরী এন্টারপ্রাইজ, ১৪।২, সুবলচন্দ্র লেন কলিকাতা-১ হইতে মুদ্রিত।

কুড়ি টাকা

ডেভিড কুপারের জীবনে এসেছিল দুই সুন্দরী আর যৌবনোচ্ছল নারী। একজন তার স্ত্রী লিণ্ডা কুপার। অপরজন তার প্রেমিকা ক্লডিয়া পার্কার। কিন্তু দুজনের কেউই তার জীবনে স্থায়ী হতে পারলো না। প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যে সবশেষে এলো তার কাছে আর এক নারী। রূপহীনা, কুশ্রী, দেহে যৌবনের কৃপণতা। ডেভিডের কাছে ঘৃণার পাত্রী। ওরই অফিসের কর্মচারী হ্যারিয়েট ফিণ্ড। কিন্তু অদ্ভুত একটা নেশায় পেয়ে বসলো ডেভিডকে। তীব্রতম যৌন উন্মাদনা। সেই উন্মাদনার ঘোরেই হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করলো ও, কখন যেন ওরই অজান্তে ওর চারদিক ঘিরে নেমে এসেছে একটা ভয়ংকর ফাঁদ। বেরোনোর পথ নেই……।

পরম বন্ধু সোমেন চট্টোপাধ্যায়কে

এক

'আমার যখন ঠিক পনেরো বছর বয়েস, তখন আমি ছিলাম একেবারে পুতুলের মতো। বলা যায় পুতুলই। মা আমাকে একলা কোথাও ছাড়তোনা। মায়ের ভয় ছিল, তার এই পুতুল-পানা মেয়েটা বুঝি কোথাও পেট করে আসবে কিংবা ঐরকমই কিছু একটা করে বসবে।'

কথাগুলো ক্লডিয়া পার্কারের। শ্রোতার নাম ডেভিড কুপার। বিছানায় শুয়েছিল ক্লডিয়া। দেখতে রীতিমতো রূপসীই। মাথায় সুদীর্ঘ ছাইরঙা সোনালী চুল। মুখের গড়ন নিখুঁত। ছোট্ট খাড়া নাক। লোভনীয় ঠোঁট। সবুজ আর উজ্বল একজোড়া চোখ। ওর নরম দেহটা বিছানা জুড়ে। কোনো মেকআপ নেই, নেই একচিলতে পোষাকও। শুধু পাতলা একটা সিল্কের চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা।

বিছানার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছিল ডেভিড। সুঠাম পুরুষালি চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছে। একমাথা কালো চুল। কোঁকড়ানো সামান্যই। মুখের গঠনে স্মার্টনেসের ছোঁওয়া, চোখে চশমা সবটা মিলিয়ে বলিষ্ঠই। এই বয়সে যৌন আনন্দ উপভোগ করেছে অসংখ্যবার। আবার ক্লডিয়ার কথায় আসি। বলছিল ক্লডিয়া, 'যা বলছিলাম, শেষ পর্যন্ত বাড়ী থেকেই আমি পালিয়ে এলাম। এরকম একটা দমবন্ধ পরিবেশ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শেষমেষ বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে একদিন রাতে। ঠিকই করেছিলাম আর ফিরবোনা। দেখাও পেয়ে গেলাম ঐ চমৎকার ছেলেটার। অভিনয় করতো। ওর সঙ্গে সোজা চলে এলাম লণ্ডনে।'

একটানা বলে হাই তোলে ক্লডিয়া। শরীর জুড়ে অবসাদ। গরম চাদরের নীচে ওর নরল শরীরটা নড়ে ওঠে একবার। ডেভিডের দিকে তাকায় ও। তারপর আবার বলে, 'এই একটা সিগারেট দাওনা, ডর্লিং।'

ডেভিডের পরনে ড্রেসিং গাউন। তারই পকেট থেকে বের করে সিগারেটের একটা প্যাকেট। ওর ভেতর থেকে একটা ক্লডিয়াকে দেয়। ফিলটার টিপ দেওয়া। ধরিয়ে জম্পেস করে একটা টান দেয় ক্লডিয়া। সুখটান আর কি। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে, 'আমার ভয়ংকর অতীতের কথা আরো শুনতে চান নাকি?'

ডেভিড তাকায় ওর দিকে। বলে ওঠে, 'তোমার সবকিছুই জানতে চাই।'

—'তুমি সত্যিই খুউব ভাল। একদম কাঠখোট্টা নও। আচ্ছা আমাদের প্রথম দেখার ব্যাপারটা মনে আছে?' তখন কিন্তু আমার একঘেঁয়ে লাগতো। কিন্তু এখন ভাবি ধারণাটা ভুল ছিল। আর এখনতো আমি তোমার জন্যে পাগল।'

কথা শেষ করেই ডেভিডের দিকে ঝুঁকে আসে ক্লডিয়া। শরীরের আবরণও যায় সামান্য সরে। নরম দুখানা হাতে ডেভিডের গলাটা জড়িয়ে ধরে ও। তারপর ওর আকাঙ্খিত পুরুষের কানের একেবারে নরম প্রান্তে ওর নিজের নরম ঠোঁটটা বারবার ছোয়ায় খানিকক্ষণ। তারপরই ডেভিড ওকে মৃদুভাবে ঠেলে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয়। একপ্রান্তে ছিটকে গিয়ে ক্লডিয়া নীচুস্বরে বলে ওঠে, 'তুমি আমাকে চাওনা? ভীষণ ভাবে···?'

ডেভিড মাথা নেড়ে সায় দেয় সে কথায়। চোখে মোহময় দৃষ্টির আভাস। হঠাৎ ক্লডিয়া বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। বলে ওঠে, 'ডর্লিং এখন আর নয়, পরে আবার।'

সামান্য থেমে আবার বলে, 'এখন বিশ্রাম চাই। তারপর আবার···।'

বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে ক্লডিয়া। সামান্য দম নিয়ে আবার বলে ওঠে, 'এখন আমি স্নান করবো। তারপর আমরা বাইরে কোথাও লাঞ্চ সেরে নেবো কেমন। ফিরে এসে আবার সারা রাত ধরে আমরা…।'

কথাটা শেষ না করেই বাথরুমে অদৃশ্য হয়ে যায় ক্লডিয়া। ডেভিডের কানে ভাসতে থাকে শুধু জল পড়ার শব্দ। ক্লডিয়া স্নান করে আর ডেভিড ঘরের মধ্যে একভাবে বসে থাকে। মনে পড়ে ক্লডিয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা। সেই দেখা হবার পর মাত্র তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। সেদিন অফিসের নানা ঝামেলার মধ্যে ডুবেছিল ও। এখন যে সময় চলে গেছে খেয়াল ছিলনা। তখন ছটা বাজে। বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ডেভিড ঠিক তখনই অফিসে ঢোকে ফিলিপ অ্যাবটসন। ডেভিডকে জানায়, 'শোনো ডেভ নীচে একটু স্টুডিওতে চলোতো। একটু সময় না হয় যাবে। একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াটাতো প্রয়োজন। 'বিউটি মেড সোপ' প্রডাক্টের টেষ্টিং-এর জন্য দুটো মেয়ে আমরা পেয়েছি। ব্যাপারটা আমাদের কাছে বিরাট। আমি রীতিমতো উত্তেজিত। কিন্তু ব্যাপারটা হল আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা।' অনেকটা বিরক্ত মেজাজ নিয়েই নীচের তলায় নামে ডেভিড। সঙ্গে ফিলিপ। এখানে কুপার টেলর বিজ্ঞাপন সংস্থা। এই সংস্থার মালিক ওরই কাকা আর পি কুপার। কাকার দুই ছেলে। কিন্তু অপর মালিক স্যানফোর্ড টেলরের কোন ছেলেপেলে নেই। এক জামাই শুধু। সে কারণে ডেভিড বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে আছে। গুরুত্ব অনুযায়ী ছ'নম্বর জায়গা ওর নাম। ডেভিড টি ভি বিভাগের দায়িত্বে। 'বিউটি সোপ' সাবানের বিজ্ঞাপন টিভিতে দেখানো হবে। খসড়াও তৈরী। আর সেজন্যেই একটি দক্ষ যুবতীর প্রয়োজন। সাধারনত ফিলিপই এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত ডেভিড ওর কোন কাজে অসংগতি দেখতে পায়নি।

স্টুডিওর মধ্যে প্রবেশ করে ওরা, ঢোকা মাত্রই ডেভিডের চোখদুটো চলে যায় ক্যানভাসের চেয়ারে বসে থাকা এক যুবতীর দিকে। পাশেই আরও এক যুবতী। কিছুক্ষণ দেখার পর ডেভিড ফিলিপকে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ওদের আরম্ভ করতে বলো।'

ফিলিপ প্রথমে দ্বিতীয় যুবতীকেই শুরু করার নির্দ্দেশ দেয়। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। ছোট্ট একটা সেটের দিকে এগিয়ে যায়। ওটা একটা বাথরুমের সেট। একটা দৃশ্যের স্যুটিং হলো ওকে নিয়ে। এরপর আরম্ভ করে প্রথম মেয়েটি। যথারীতি তার স্যুটিং শেষ হয়ে যায় কিছুক্ষনের মধ্যে। মোটামুটি ডেভিড প্রথম মেয়েটিকেই নির্বাচিত করে। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। ছটফটে আর স্মার্ট, সাদা পোশাকে রীতিমতো আকর্ষনীয়া। হাসিটা ওর খুবই মিষ্টি। সহজেই ভাল লেগে যায়।

এরপর সেট ছেড়ে চলে যাবার সময় ডেভিডের চোখ পড়ে মেয়েটির দিকে। হ্যাঁ, ঐ মেয়েটির নামই ক্লডিয়া পার্কার। ডেভিডের দিকে চোখ পড়তেই ক্লডিয়া মৃদু হাসে। সেই হাসিতে যেন কিসের এক প্রতিশ্রুতির আভাস। নিজের অফিসে ফিরে আসে ডেভিড, কিছু কাগজপত্র মুড়ে নিয়ে লিণ্ডাকে বাড়ীতে ডিনার খাবার কথা বলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্লডিয়া বাইরে অপেক্ষা করছিল। ডেভিডকে দেখেই মৃদু হাসলো ক্লডিয়া, 'হ্যালো।'

ডেভিড দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ নানা ধরণের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে দুজনে।

তারপর একসময় ডেভিড ওকে ডিনারে আমন্ত্রন জানায়। ক্লডিয়ার মৃদু হেসে সম্মতি জানানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা।

ওখান থেকে ওরা গেল চেলসীতে একটা ছোট্ট ইতালীয়ান রেস্তোরাঁতে। এখানে ডেভিড একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। লিণ্ডার কোনো পরিচিতদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই এখানে। ওর নিজেরও তেমন একটা বন্ধুবান্ধব এখানে নেই। হঠাৎ কি মনে হতেই লিণ্ডাকে ও ফোন করে প্রাথমিক ক্ষমা চাওয়ার

কাজটা সেরে নিল। মনে হলো লিণ্ডা কিছুটা দুঃখ পেয়েছে। তবে ব্যাপারটা বুঝেছে নিশ্চয়ই। ওদিকে ক্লডিয়াও ফোনে ওর এক বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা তখনকার মতো বাতিল করে দিলো। তারপর আরম্ভ হলো ডেভিড আর ক্লডিয়ার পারস্পরিক আলাপ। ক্রমশ তা এগোয় হাতে হাত রাখায়। তারপর, হ্যাঁ, সেই থেকে শুরু…।'

ডেভিডের চিন্তায় ছেদ পড়ে। বাথরুম থেকে ফিরলো ক্লডিয়া। মিষ্টি হেসে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো একবার, 'ডার্লিং এতক্ষণ কি করছিলে তুমি?'

ডেভিড ওকে আচমকাই কাছে টেনে নেয়। সোজা নিয়ে যায় বিছানাতে। তারপর জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি আমাকে কেমন করে কাছে টেনেছ সেই কথা।'

ক্লডিয়া হেসে বলে, 'ধ্যাৎ বাজে কথা।' সামান্য থেমে আবার বলে, 'তুমি আমার স্নান করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভাবছিলে। তাই না।'

ডেভিড ওকে আরো চেপে ধরে। ক্লডিয়া সামান্য কেঁপে ওঠে ওর আবেষ্টনীর মধ্যে। ঠিক তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। ক্লডিয়া খিল খিল করে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে ওঠে, 'ফোনটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিলো শেষপর্যন্ত।'

ডেভিডের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ক্লডিয়া গিয়ে ফোনটা ধরে। টেরিক্লথের সাদা রঙের গাউনে ওকে মোহময়ী মনে হচ্ছিল। ফোন করছে ক্লডিয়ার এক এজেণ্ট।

ইতিমধ্যে ডেভিড ধীরে ধীরে পোশাক পরে নেয় কিন্তু ক্লডিয়ার ওপর থেকে চোখটা একবারও সরায়নি। ক্লডিয়া এতক্ষণে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলে ক্লডিয়া, 'ডার্লিং, এরই মধ্যে পোশাক পরে নিয়েছো। কিন্তু একটা চমৎকার খবর আছে। কালকে কনরাড লীর সঙ্গে আমার একটা ইণ্টারভিউ আছে। উনি ওর নতুন ফিল্মের জন্যে একটা নতুন মেয়ে খুঁজছেন। সে ব্যাপারেই এখানে আসা। কালকে অবশ্যই

দেখা করতে হবে আমাকে। প্লাজা কার্লটনে একটা স্যুইটে উঠেছেন। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ যাবো। খবরটা দারুণ। তাই না?'

ওর দারুন স্বরে ডেভিডকে খুশী মনে হলোনা। ভুরুটা কুঁচকে বলে উঠলো ডেভিড, 'রাতের বেলা কেন? দিনে যে কোনো সময় দেখা করলেইতো চলতো?'

ক্লডিয়া ডেভিডের কথায় সামান্য অবাক। ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে ওকে। ঐ নিয়ে কিছুটা কথা কাটাকাটিও ঘটে গেল ওদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিজের মেক-আপ ঠিক করতে করতে ক্লডিয়া নরমস্বরে বলে ওঠে, 'তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার একেবারেই ভাল লাগেনা। তাছাড়া আমিতো তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই যে, সব কথা শুনবো।' ক্লডিয়ার উচ্চস্বরে একধরণের নিস্পৃহ ভাব। ডেভিড চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে ক্লডিয়া নীরবতা ভেঙ্গে বলে ওঠে, 'আমার এখন খুব খিদে পেয়েছে। কি করবে?'

অগত্যা সেই ছোট ইতালীয়ান রেস্তোরাঁয় যায় ওরা। সেখানে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওরা। তারই মাঝখানে ছোট-খাটো কথাবার্তা। আগেকার সেই মনের দূরত্ব আবার কিছুটা যেন কমে এসেছে। খাওয়া শেষ হতে ওরা ঠিক করে একটা ফিল্ম দেখবে। গাড়ীতে ওঠে ওরা। গাড়ী এগোতে থাকে 'ওয়েষ্ট এন্ড' এর দিকে।

ডেভিড কথাবার্তার ফাঁকে ক্লডিয়াকে লক্ষ্য করে বারবার। এর আগেও ডেভিড অনেক মেয়ের সাথে মিশেছে। প্রেমও করেছে কিন্তু এখনকার অনুভূতির ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এর স্বাদ আগে কখনোও পায়নি। ক্লডিয়া সত্যিই সুন্দর। শুধু দেহের দিক থেকে নয় মনের দিক থেকেও। গাড়ী খুব তীব্র-বেগে এগোচ্ছিল। হঠাৎ ক্লডিয়া বলে ওঠে, 'কি বিরক্তিকর, এরা কাজকর্ম না করে সবসময় মিছিল করে সময় নষ্ট করছে। আমি বুঝতে পারিনা কেন—?'

ডেভিড রাস্তার দিকে তাকায়। একটা বিরাট মিছিল 'ট্রাফলগার স্কোয়ারের' দিকে এগিয়ে চলেছে। ততক্ষণে ক্লডিয়া ডেভিডের আরো কাছে সরে এসেছে। একসময় ডেভিডের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলে ওঠে ক্লডিয়া, 'দূর, সিনেমা দেখার দরকার নেই। তার চেয়ে চলো বরং বাড়ীতে ফিরে যাই। ওখানে…।'

ক্লডিয়ার হাতটা ধীরে ধীরে ডেভিডের ঘাড়ের ওপর আলতো করে চেপে বসে।

দুই

ভদ্রমহিলার চেহারার বাধুনি আছে। আকর্ষনীয়া বলতে হয়। পেছনে একটা ব্যানার আটকানো। তাতে লেখা, 'বোমা নিষিদ্ধ কর।'

ভদ্রমহিলার পাশেই একজন যুবক। মুখজুড়ে একটা লম্বাটে গোঁফ। ওর পেছনেও একটা পোষ্টার, লেখা, 'সর্বত্র শান্তি চাই।'

ওদের পাশাপাশি আরো একজন মহিলার পাশে দুটো বাচ্চা। মহিলার হাতেধরা বড় একটা কার্ডবোর্ডের পোষ্টার। বড় অক্ষরে তাতে লেখা, 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বন্ধ কর।' বেশ কয়েকশো মানুষের একটা এরকম মিছিল ধীরে ধীরে ট্রাফালগার স্কোয়ার এর দিকে এগোচ্ছিল। মিছিলের মুখটা এতক্ষনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অসংখ্য মানুষের ভীড়। তার মধ্যে লিণ্ডা কুপারও হাজির। এক দল পুরুষ আর মহিলার মাঝখানে ও হিমসিম খাচ্ছিল রীতিমতো, চারদিকে তাকাচ্ছিল লিণ্ডা। ডেভিডকে ছাড়াও এই ভীড়ের মধ্যে রয়েছে এটা ভাবতেই পারছিলনা ও। অদ্ভুত লাগছিল তার। এরকম ধরণের সময় খুবই কম মেলে। এখন ও যা খুশী করতে পারে, যেখানে মন চায় যাবার কোনও বাধা নেই একেবারে মুক্ত। হঠাৎ ওর মনে একটা অদ্ভুত চিন্তা ভর করে।

ওর এখন বেরিয়ে আসাটাই ঠিক। আন্তরিকভাবে ও একটা পরির্বতন চায়। তার জন্য একটা নতুন কিছু করা দরকার।

সপ্তাহ শেষ ওর বাচ্চারা দেশে গেছে। ওর বাবা আর মা সেখান থাকেন। একসময় ওরও থাকার ইচ্ছে হয়েছিল। ডেভিড প্রথমে বলেছিল বাড়ীতেই থাকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোথায় যেন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। ওর নিজেকে খুব একা মনে হয়। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে। সারাটা দিন একা বাড়ীতে বসে কাটানো ওর পক্ষে অসম্ভব। অনেক ভেবে ও ফোন করলো জ্যাক আর মনিকাকে। ডেভিডের অনেক দিনকার বন্ধু ওরা। বলা যায় বিয়ের আগে থেকেই। লিণ্ডার ফোন করাতে ওরাতো বেজায় খুশী। খাওয়ার নেমন্তন্ন করলো ওকে। ওরা ফোনটা ছেড়ে দেবার পরেই লিণ্ডার মনে হলো, ব্যাপারটা ভুল হলো। যাইহোক এখন তো কিছু করা যাবেনা। শিষ্টতা বজায় রাখতেই ওদের ফ্লাটে গিয়ে পৌঁছোলো লিণ্ডা। ঘণ্টা দেড়েক মতো ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাল ও। তারপর খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠে পড়লো। ওদের জানালো, বাচ্চারা বাড়ী ফেরার আগেই ওর কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম আছে। সুতরাং যাওয়াটা একান্তই দরকার।

গাড়ী চালিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরছিল লিণ্ডা। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে এই বিরাট মিছিল। প্রায় প্রত্যেকের হাতে ব্যানার কিংবা পোষ্টার। মানুষের ভিড়। এই অবস্থায় এগোনো অসম্ভব, গাড়ীটাকে একপাশে দাঁড় করলো ও। তারপর হেঁটে 'ট্রাফালগার স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। সাধারনতঃ এখানেই মানুষেরা জমায়েত হয়। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে অনেকবার ভেবেছে। এই মিছিলেও অংশ নেবার ইচ্ছেটা প্রায়ই ওর মনের কোনে উঁকি মেরেছে। এতক্ষণে ও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। এক ভদ্রলোক ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবে ভদ্রলোক বলে ওঠে, 'এখন তিনটে বাজে।'

লিণ্ডার চোখ দুটো তখন সামনের দিকে। তখন সেখানে একটা প্রান্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সবাই চীৎকার করছে প্রচণ্ড একটা হট্টগোল সারা জায়গাটা জুড়ে। একদল লোক হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে দৌড়ে গেল তারপর সোজা গিয়ে বসে পড়লো ট্রাফিকের সামনে। সেই ভিড়ের ধাক্কায় লিণ্ডাও বেশ খনিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষন এভাবে এগোনোর পরে ওর হঠাৎ খেয়াল হলো যে, পাকা রাস্তার একেবারে প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে ও, জায়গাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পুলিশ। বসে পড়া লোকগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের বাহিনী ওদের ট্রাফিকের সামনে থেকে জোর করে তুলে দিতে লাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই আরো কিছু লোক এসে ট্রাফিকের সামনে অবরোধ করে বসে পড়ে। পুলিশ বাহিনী রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যাবার যোগাড়। মিছিলে অংশগ্রহনকারীদের কণ্ঠে নানারকম শ্লোগান সমবেত উল্লাসধ্বনিতে জায়গাটা মুখর। অনেকেই পুলিশবাহিনী উদ্দেশ্য করে নানারকম বিদ্রূপ করছিল। বিরাট আকারের একটা নীলচে রঙের পুলিশভ্যানে অবরোধকারীদের অনেককেই তোলা হলো। গাড়ীটার মধ্যে আর তিল ধারণের জায়গা ছিলনা কিন্তু অবরোধকারীদের সংখ্যা কিছুতেই কমানো গেলনা। একদল গ্রেফতার কবার পরই আর একদল এসে জায়গাটা পূরণ করে নেয়। সে এক অদ্ভুত অবস্থা।

লিণ্ডার এখন সারা শরীরে কাঁপন। একটা তীব্র রোমাঞ্চ জাগে ওর মনে। 'সবাইকে অবাক করে হঠাৎ ও নিজেই একসময় চীৎকার করে ওঠে, 'বোমা নিষিদ্ধ কর।' মনে হলে, বোমার ব্যাপারে প্রতিবাদ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর এক স্বার্থের ও যেন নিজেও এক অংশীদার। যেন নিজের সন্তানদের ভবিষ্যত রক্ষা করার এক শপথ। সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে উত্তেজনাকর। একটা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা। ওর আশে পাশে সমস্ত মানুষ চীৎকার করে উঠলো, 'বোমা নিষিদ্ধ করো।'

—'একেবারে দাঁড়িয়োনা। চলে এসো।' হঠাৎ এক যুবক এসে ওর হাতটা চেপে ধরলো। মাথায় একরাশ কালো চুল। বিশৃংখল জনতার মাঝখান দিয়ে ওরা দুজনে এগোতে লাগল। বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। ওরা তার সামনেই বসে পড়লো। বিরক্ত হল ড্রাইভার। বিড়বিড় করে বলে উঠল কিছু। সম্ভবতঃ গালাগালি। আর ঠিক তখনই গোলাপি মুখো একটা কনস্টেবল লিণ্ডার একটা হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার ধারে নিয়ে গেল। লিণ্ডা হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে আর একজন পুলিশ এগিয়ে এসে ওর পা দুটো সজোরে চেপে ধরলো। রীতিমতো বীভৎস ব্যাপার। স্কার্টের নীচের দিকটা একেবারে ওপরে উঠে গেছে তখন। রাস্তার একেবারে ধারে নিয়ে এসেছে পুলিশ দুটো। লিণ্ডার সৌভাগ্যই বলতে হবে, ওরা ওকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে দিল। হঠাৎ খেয়াল হোল ওর পায়ে জুতো নেই, কখন হারালো কে জানে। পরনে উড়নি-টাও অদৃশ্য। মাথার চুলও এলোমেলো। কালো চুলের সেই যুবক ততক্ষনে ওর কাছে এসে পৌঁছেছে। বলে উঠল যুবক, 'তোমাকে একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।'

লিণ্ডা তাকালো ওর দিকে। বিব্রত ভাবে হাসার চেষ্টা করলো একবার। ঠিক তখনই এক যুবতী এগিয়ে এসে যুবকটির হাত ধরে বলে উঠলো, 'এই পল, চলে এসো।' ছোটখাটো চেহারা। আলাদা একটা শক্তি আছে মেয়েটির। মাথার চুলগুলো হলদেটে। কম-বয়েসীই বলে উঠলো, 'শোনো তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো। তাহলে আমাদের একজন সাথী বাড়বে। বলা যায়না জুতজোড়াও পেয়ে যেতে পারো।'

লিণ্ডা অস্ফুট ভাবে বললো, তাই নাকি?'

সেই যুবতী অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলো, 'পল, চলে এসো তাড়াতাড়ি।'

লিণ্ডা ঠিক করল ওদের সঙ্গে যাবে। অবশেষে তিনজন মিলে ভীড় ঠেলে এগোতে আরম্ভ করলো। পল একটা হাতে লিণ্ডার কব্জী

চেপে ধরে আছে। সমস্ত এলাকা জুড়ে জন অরণ্য। তারই ভেতর দিয়ে কোনোরকম এগোচ্ছিল ওরা একটা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থামলো ওরা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। পল লিণ্ডাকে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার নাম পল বেলফোর্ড। কিন্তু তোমার নামটা কি?'

লিণ্ডা তাকালো পলের দিকে। বেশ লম্বাটে বলতে হয়। চোখ জোড়া শ্লেটরঙা। লিণ্ডা অনুমান করলো পলের বয়স সম্ভবতঃ বাইশ তেইশের কাছাকাছি। সবকিছু মিলিয়ে পলকে বেশ সুন্দর দেখতে। লিণ্ডা মৃদু হেসে জবাব দিলো, 'আমি মিসেস কুপার।' পলের দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত। বলে উঠল, 'ঠিক আছে মিসেস কুপার।'

লিণ্ডার পায়ে শুধুই মোজা। ভীষন ঠাণ্ডা লাগছিল। কঠিন রাস্তায় চলতেও অসুবিধে হচ্ছিল ওর। তবুও কোনোরকমে এগোচ্ছিল। হঠাৎ লিণ্ডার খেয়াল হলো যে, ও গাড়ীর দিকেই এগোচ্ছে। ট্রাফালগার স্কোয়ার-এর ঠিক বিপরীত।'

পলকে উদ্দেশ্য করে একবার বলে উঠলো, 'শোনো পল, কাছেই আমার গাড়ীটা পার্ক করা আছে। ওখানে যাওয়াটাই ভালো। ওখানে জুতোরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

কিন্তু ততক্ষনে ওরা সবাই নিউপোর্ট ষ্ট্রীটে গিয়ে পৌঁচেছে। রাস্তার ধারে একটা দরজায় গিয়ে টোকা মারলো পল। দরজা ভাঙ্গা। লিণ্ডাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো একবার। তোমার হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে নাও এখানে। তারপর না হয় তোমাকে গাড়ীতে পৌঁছে দেবো।'

লিণ্ডা হাসিমুখে বলে উঠলো। 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

খানিকক্ষন সময় কাটলো। ইতিমধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক যুবতী। মুখে কোনোরকমের মেকাআপ নেই। চুল কালো। গায়ে একটা চাউনিজ হাউজকোট। সেইসঙ্গে ফারের একটা সাদা স্লিপার। পলকে দেখা মাত্রই যুবতী হাসি মুখে বলে উঠলো, 'আরে এসো।' লিণ্ডার দিকে তাকালো একবার। তারপর আবার বললে, 'ওপরে চলো আমার সঙ্গে।'

যুবতীকে অনুসরণ করে ওরা সবাই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আরম্ভ করলো। অবশেষে একটা হলঘরে ঢুকল সবাই। পুরো ঘরটাই কালো রঙ করা। এক কোণে বড়ো একটা বিছানা। চারিদিকে ছড়ানো বেশ কিছু বই পত্র। একটা রেকর্ড প্লেয়ার বাজছিল ঘরে। পল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'গেলো কোথায় বুড়োটা ?'

মেয়েটা জবাব দিলো, 'জমায়েতে গেছে।'

—যাকগে, আমাদের এখন খিদে পেয়েছে। পল বলে উঠল ব্যগ্রভাবে। সামান্য থেমে লিণ্ডার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে উঠলো আবার, 'ইনি মিসেস কুপার। ভিড়ের মধ্যে হাতে চোট লেগেছে। জুতো জোড়াও হারিয়েছেন।'

মৃদু হাসলো মেয়েটি। ইতিমধ্যে পল লিণ্ডাকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো, 'মিষ্টার কুপার কোথায় ?'

লিণ্ডা স্থির চোখে পলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ব্যবসার কাজে হয়তো কোথাও গেছে।'

—'তোমার নামটা কি ?' পলের চোখ দুটোয় রীতিমতো কৌতূহল। লিণ্ডা সামান্য চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'আমার নামে কি দরকার ?'

—'না এমনিই···।'

লিণ্ডা তাকালো একবার ওর দিকে। তারপর মুখটা নীচু করলো। ঘরের মেঝেটা দারুণ ঝকঝকে। পলকে ওর রীতিমতো আকর্ষনীয় লাগছিল। কিন্তু ডেভিড? না, ওর এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত। ওর চোট লাগা হাতে একটা ইলাষ্টোপ্লাষ্ট লাগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এই প্রথম জমায়েতে এসেছিলে ?

লিণ্ডা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল। তারপরই ব্যস্ত হয়েই যেন বলে উঠলো, 'আমি এখন আমার গাড়ীতে যাব। আমি ঠিক সময়ে না ফিরলে ওরা চিন্তা করবে।'

পল হেসে জবাব দিলো, 'ঠিক আছে। তোমাকে এগিয়ে দেবো আমি।'

এখান থেকে তুজনে আবার সেই ঘরে ফিরে এলো। কালো রঙের বড় হলঘর। কেমন যেন অদ্ভুত। ইতিমধ্যে সেই যুবতীর হাতে বিয়ারের একটা গ্লাস দেখলো ওরা। পল ঢুকতেই ও উঠে দাঁড়লো। এগিয়ে গেল ওর দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'বিয়ার খাবে।'

উত্তরে পল জানালো, 'না। আমি এখন বিয়ার খাবোনা। এক্ষুনি ফিরবো। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

কিন্তু পলের কথাবার্তা মেয়েটির পছন্দ হলো বলে মনে হলোনা। কিন্তু তেমন একটা রাগও দেখালনা। পল ওর প্রতি বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে লিণ্ডা। পল ওর হাতটা ধরতে চাইলো একবার কিন্তু লিণ্ডা আপত্তি জানিয়ে বললো, 'না, হাত ধরাটা আমি ঠিক পছন্দ করিনা।'

পল মৃত্যু হাসলো একবার। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি পছন্দ করো ?'

ঐ প্রশ্নের কোন জবাব দিলোনা ও। তুজনে মিলে নীরবে এগোতে লাগলো লিণ্ডার গাড়ীটার দিকে। পৌঁছে ঢুকে পড়ল গাড়ীতে। পল ওকে সাহায্য করলো বন্ধুর মতো। স্টার্ট দেবার আগে জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'তুমি থাকো কোথায় ?'

– 'ফিঞ্চলে। ওখানে আমাদের একটা বাড়ী আছে।' লিণ্ডা হাসিমুখে জবাব দিলো। পল সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'যদি কিছু মনে না করো আমাকে একটু ওখানে পৌঁছে দেবে ?'

—'কিন্তু তোমারতো ঐ বান্ধবীর কাছে ফিরে যাবার কথা।'

লিণ্ডা খানিকটা বিস্মিত কণ্ঠে বললো। এই মুহূর্তে ও ভাবছে পলের কাছ থেকে চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু কোথায় যেন একটা তুর্বলতা ওকে কিছুটা নরম করে দিলো। পল ওর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে।'

বলে পাশের দরজা দিয়ে গাড়ীর ভেতর গিয়ে বসলো। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো এবার। লিণ্ডার মস্তিস্কে তখন ভাবনা। পলকে হয় দ্রুত সরিয়ে দিতে হবে আর তা না হলে বুঝিয়ে দিতে হবে ও নিজেও ওর ওপরে সমান উৎসাহী। গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে লিণ্ডা একভাবে চিন্তা করতে লাগলো। দ্রুত বেগে ছুটছিল ওর গাড়ীটা ঝকঝকে রাস্তার বুকে চিরে।

দুজনেই নীরব। গাড়ী চলছে দ্রুত বেগে। এরই মধ্যে লিণ্ডা মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হ্যাম্পস্টাডে গিয়ে পলের নেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর গুডবাই জানিয়ে দ্রুত বিদায় নেবে। আবার দেখা করতে বলার সুযোগ ওকে দেবেনা। স্বাভাবিক নারী মন দিয়েই ও বুঝতে পারছিল, পল ওটাই করবে। পল হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠলো, 'ভিড়ের মধ্যেই তোমাকে প্রথম দেখি। তুমি মিছিলে অংশ নিতে চাইছিলে, কিন্তু পারাটা তোমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলনা। আর সেটা ভেবেই তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম।'

লিণ্ডা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি বলতে চাইছো?'

পল জবাবে একবার মৃদু হাসল। আরপর বললো, 'আমি কি বলতে চাইছি, তুমি বুজতে পারছনা? তোমার স্বামী সন্তান ওরা সব কোথায়?' তোমার স্বামীর তো অনেক বয়েস।' লিণ্ডা বিবর্ণ মুখে বলে উঠলে, 'তুমি এসব জানলে কি করে?'

—'ব্যাপারটা খুবই সোজা। তোমাকে দেখেই সব বুঝতে পেরেছি। বছর দশেক সম্ভবতঃ তোমার বিয়ে হয়েছে। একটা ছোট ছিমছাম বাড়ীও আছে তোমাদের। তোমার স্বামী প্রায়ই ব্যবসার কাজে বাইরে যায়। এখন বাচ্চারা তোমার কাছে নেই। তাই না?'

পলের মুখে এসব শুনে লিণ্ডার একটা প্রতিক্রিয়া হলো। সেটাকে বলা যায়, একধরণের ক্রোধ। গাড়ী সবেগে চলছিল। ইচ্ছে হলো এই মুহূর্তে গাড়ীটাকে থামায়। তারপর ওকে কঠিন

গলায় নেমে যেতে বলে। কিন্তু কিছুই না করে নিস্তব্দ হয়েই গাড়ীটা চালাতে লাগল। এই যুবকটা প্রায় সত্যি কথাগুলোই বলছে। আরো কিছু বলে কিনা সেটাই দেখতে চায় ও। তেমন ক্ষতির তো আর আশংকা নেই। কিন্তু পল এতো সব কথা জানলটাই বা কি করে? কিছুক্ষন চুপ করে রইল লিণ্ডা। তারপর বলল, 'তুমি যা বলছ সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ। তোমার মুখ দেখেই অনেক কিছু বলা যায়।' মৃদু হেসে বলে উঠলো পল। ইতিমধ্যে গাড়ী হ্যাম্পস্টাডে পৌঁছে গেছে। লিণ্ডা নিস্পৃহভাবে বললে, 'আমরা হ্যাম্পস্টাডে পৌঁছে গেছি। তোমার কথাগুলোর জন্যে ধন্যবাদ। আমার ধারনা, ব্যাপারটা তোমার কাছে মজার। ডেভিড ও এসব বলে মজা পেতো। আচ্ছা বিদায়…।'

পলের দিকে একবার তাকালো লিণ্ডা। ভাবলো এবার ও নামবে। কিন্তু পলের নামবার কোন লক্ষনই দেখা গেলনা বরং বলে উঠলো, 'আবার কবে তোমার দেখা পেতে পারি?' ওর কথায় লিণ্ডা কিছুটা বিস্মিত। পল ওর দিকে একভাবে তাকিয়েছিল। লিণ্ডা মৃদুস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের আর দেখা হওয়া সম্ভব নয়। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি। সন্তান আছে আমাদের। আমাদের সাংসারিক জীবন ভীষণ আনন্দের…।'

সামান্য থামলো লিণ্ডা। তারপর আবার বললো, 'ধন্যবাদ, এখন তুমি গাড়ী থেকে নামলে আমি বাধিত হবো।'

—'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' পল লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে সরাসরি বলে উঠলো। তারপর গাড়ীর দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। জানালার কাছে হাত রেখে আবার বললো পল। 'আমার মনে হয়, আমার মতো কাউকে তোমার প্রয়োজন। যাই হোক, আমি তোমার কাছাকাছিই থাকব। মত যদি পাল্টাও নিশ্চয়ই আমাকে পাবে। চলি।'

আর দাঁড়ালো না পল। দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ও

চোখের সামনে থেকে। রোগাটে চেহারা পলের চালচলন হিপির মতো। একভাবে তাকিয়েছিল ওর দিকে! বয়েস খুব কম। বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন যুবক। বিছানায় যাওয়া যেতে পারে ওর সঙ্গে। ব্যাপারটা ভাবা মাত্রই চমকে উঠলো ও। এসব কি ভাবছে। অবশ্য বিয়ের আগে অনেক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গেও শুয়েছে, কিন্তু সেগুলো অতি সাধারণ ঘটনা। স্বামী হিসেবে ডেভিড অত্যন্ত ভাল।

লিণ্ডা সামনের দিকে তাকালো একবার। নানারকম ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করছিল। ডেভিড প্রেমিক হিসেবেও চমৎকার। কিন্তু ইদানীং ও কেমন যেন হয়ে গেছে। তেমন আর আদরই করেনা। মাঝে মধ্যে হয়ত এক আধবার মনে হয় লিণ্ডাকে আদর করার কথা। জীবন থেকে যেন আনন্দ কমে যাচ্ছে ওর। হাই উঠলো লিণ্ডার। খারাপ হয়ে গেল মনটা। কোথায়, একটা তীব্র বেদনা হচ্ছিল। গাড়ী তখন দ্রুতবেগে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

*　　　*　　　*

বাড়ী একেবারেই ফাঁকা ছিল। বাচ্চারা কেউ নেই। পোষা কুকুরগুলোও অদৃশ্য। লিণ্ডার ভেতর থেকে একটা কান্না যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। শোবার ঘরে ঢুকে চালিয়ে দিলো টিভিটা। ঘড়িটা দেখল, সবেমাত্র ছটা।

ডেভিডের বাড়ি ফিরতে অন্তত রাত নটা হবে। ফোনেই জানিয়েছে তার অর্থ, এখন এই ঘণ্টা তিনেক সময় একাই কাটাতে হবে। একবার ভাবলো ওর মাকে ফোন করে। দিদিমার কাছে জেন আর স্টিফেন কেমন আছে জানলে হয়। খানিকক্ষন ইতস্তত এরার পরই মাকে ফোন করলো লিণ্ডা। অপর প্রান্তে মায়ের কণ্ঠস্বর। হাসি মাখানো উত্তর, 'চমৎকার আছে ওরা লিণ্ডা। একটু ধর, স্টিফেন কথা বলবে।'

সামান্য সময় চুপচাপ। তারপরই রিসিভারের অপর প্রান্তে থেকে স্টিফেনের সরু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। উত্তেজিত রীতিমতো।

বয়েস সবেমাত্র আট ওর। স্টিফেনের কথা শুনছিল লিণ্ডা, 'মা তুমি ভালো আছো। দিদিমা অনেক কেক তৈরী করেছে। চা দিয়ে খাওয়া হবে।'

লিণ্ডা জিজ্ঞেস করলো, 'জেন কোথায় স্টিফেন?'

'ও কাঁদছে মা। কেকগুলো সব এক সঙ্গে খেয়ে নেবে বলছিল। আমি বকেছি।'

খানিকক্ষণ মা আর ছেলের এরকম কথাবার্তা চলার পরে আবার ফোন ধরলো ও, 'বাচ্চাগুলো তোমার কাছে রাখার জন্যে ধন্যবাদ মা, জেনকে আমার চুমু দিও···।'

বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো লিণ্ডা। ভাবলো, এবার ও কি করবে? হঠাৎ ওর মনে হলো, ভীষণ খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো ও। নিজের জন্যে রান্না করতে একেবারে খারাপ লাগে। অনেক ভেবেচিন্তে ও একটা চীজ স্যাণ্ডউইচ খেলো। খাওয়া শেষ হতে শোবার ঘরে গেল লিণ্ডা। এখন বিছানায় শুয়ে ডেভিডের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ডেভিডের মুখটা ভেসে উঠলো একবার। ঠিক তখনই একটা চিন্তা মনে এলো ওর। মনে হতেই ও ছুটে গেল ওয়ার-ড্রোবের কাছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল জায়গাটা। অবশেষে পাওয়া গেল পোষাক। কেনাই হয়েছিল পরা আর হয়ে ওঠেনি। লম্বাটে ধরণের গাউন। প্যারিস থেকে কেনা। ওটা নিয়ে সোজা চলে এলো রান্নাঘরে। মনে মনে ভাবলো স্বামীর উপেক্ষার জবাব দেওয়াটা প্রয়োজন। এই পোষাকে যৌন আবেদনময়ী হয়ে উঠবে ও।

কিন্তু তার স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার। বাথরুমে গিয়ে একেবারে নগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম জলে স্নান করলো লিণ্ডা। স্নান সবে শেষে হয়ে এসেছে ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। তোয়ালেটা দেহে জড়িয়ে নিয়ে রিসিভারটা ধরলো ও, বললো, কে?

—আমি পল বেডফোর্ড।

পলের কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে গেল লিণ্ডা। ওপ্রান্তের শব্দ তখন নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পরে আবার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, 'শোনো তুমি ডেভিড আর ফিঞ্চলে এই শব্দ দুটো বলেছিলে। মনে আছে? ডাইরেক্টরীতে সেজন্যে তোমাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হলোনা। আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি। করবেন তো?'

লিণ্ডা পরিস্থিতি অনুভব করে বলে উঠলো, 'ক্ষমা করার মতো কিছু নেই। আমি বিরক্ত হইনি।'

শান্ত স্বরে এই কথাগুলো বলে পলের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো লিণ্ডা। পলের খুশীমাখা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ঠিক আছে। তুমিতো জানো যে, আমি মানুষকে কখন পছন্দ করি। আমি সব সময়েই মানুষকে জ্বালাতন করি। ইচ্ছে না থাকলেও ব্যাপারটা ঘটে যায়।'

বলে সামান্য একটু থামলো পল। তারপর আবার বললো, 'শোনা আমার এক বন্ধু আজ রাতে পার্টি দিয়েছে। তোমার কাছাকাছিই সে থাকে। আমি মনে করি তুমি আসতে পারো।'

লিণ্ডা দ্রুতস্বরে একটু কঠিন হয়ে জবাব দেয়, 'যেতে পারছিনা বলে আমি দুঃখিত।' পল জবাব দিলো, 'ভালো। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই নিশ্চয়ই। তবে অন্য সময়ও হতে পারে।'

লিণ্ডা আবার বললো, 'আমি এখন স্নান করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। ধন্যবাদ পল।'

পল ওপ্রান্ত থেকে বলে উঠল, 'তোমার স্নানের ব্যাঘাত ঘটানোয় আমি দুঃখিত। দশটার আগে অবশ্য পার্টি শুরু হবেনা। সুতরাং ভাবার এখনো অনেক সময় আছে তোমার। আমার নাম্বার হ্যাপ ষ্ট্রীট ০৯৯১১। বিদায় লিণ্ডা।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনলো লিণ্ডা। শূন্য চোখ মেলে একবার তাকালো সংখ্যাটিকে মনে রাখা বেশ সহজই। একবার কেঁপে উঠল দেহটা। দ্রুতপায়ে ও স্নানের ঘরে ফিরে

এলো আবার। খানিকবাদে স্নান শেষ হলো ওর। পল শেষ পর্যন্ত তাহলে ফোন করেছে! মনের মধ্যে একটা তীব্র সুখ অনুভব করলো ও। ক্ষীণ আকাঙ্খা জাগলো মনে। এইরকম অনুভূতি দীর্ঘদিন ওর হয়নি। আজকের ব্যাপারটা একেবারেই অন্য রকম। ডেভিডকে বুঝিয়ে দেবে এবার যে, ওর প্রথম দিনের সেই রোমান্টিকতা এখনো মরেনি। আগের সেই মধুর রোমান্স এখনো রয়েছে। দুজন নারী পুরুষের বিবাহিত সম্পর্কের পরেও তা শেষ হয়ে যায়না। লিণ্ডা গুনগুন করে একটা গানের কলি গেয়ে ওঠে। মনে ভাবলো ও, ওর বয়েস এখন তেত্রিশ। কিন্তু দেহে-মনে এখনো ও পরিপূর্ণা যুবতী। ভাল করে স্নান সেরে এসে আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো লিণ্ডা। ওর সৌন্দর্য্যময়ী দেহটা একেবারে নগ্ন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে ও। সুডৌল পা দুটো। উরুর কাছটা অবশ্য সামান্য ভারী ভারী হয়ে এসেছে। কিন্তু কোমর এখনও সরু। স্তনযুগলও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। একটু ভারী হয়ে গেলেও আকর্ষণ কমেনি। এখনো ঋজু। সারা অঙ্গ জুড়ে যৌবনের দীপ্তি। এককথায় যৌন আবেদনময়ী দেহটা ওর। কোনো পুরুষই অবহেলা করতে পারেনা ওকে। কিন্তু ডেভিড ···। কালো রঙের গাউনটা ধীরে ধীরে পরলো লিণ্ডা। দেহের সঙ্গে একেবারে আঁটোসাঁটো তারপর সামান্য একটু মেকাপ। সবশেষে সোজা নীচে লাউঞ্জে গিয়ে পৌছোলো ও। ওখান থেকে গ্রামোফোনটা নিয়ে সোজা চলে এলো বেডরুমে।

নাট্যমঞ্চ প্রস্তুত। রেকর্ড প্লেয়ার চলছে। সুরে ভেসে যাওয়া ঘরের মধ্যে একটা বোতল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল লিণ্ডা। মদের বোতল ওটা। এই ভাবে কেটে গেল একটা ঘণ্টা। বোতলটা ততক্ষণে একেবারে শেষ। রেকর্ডটাও প্রায় শেষ পর্যায়ে। টিভিতে তখন একটা ক্রাইম ধরণের ছবি হচ্ছে। দেখছিল ছবিটা লিণ্ডা। মদটা একটু বেশীই খাওয়া হয়ে গেছে। এতো আয়োজন

সত্বেও সারা ঘর জুড়ে কোথায় একটা যেন শূন্যতা। সেই নিঃসীম শূন্যতা ওকে ক্রমশঃ গ্রাস করছিল। ডেভিডের কথা মনে হলো হঠাৎ। নটা নাগাদ ওর ফেরার কথা। দেরী হলে নিশ্চয়ই ও ফোন করে জানাতো। এসব ব্যাপারে ডেভিড নিখুঁত। দায়িত্ববান। হঠাৎ একটা খারাপ সম্ভবনার কথা মনে এলো ওর। তবে কি গাড়ীর কোন অ্যাক্সিডেন্ট···?

ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে ওঠলো ফোনটা, রিসিভারটা তুলে নিতেই কিছুক্ষণ পরে ভেসে এলো ডেভিডের কণ্ঠস্বর। লিণ্ডার মনে হলো ডেভিড যেন ব্যস্ত। ডেভিড লিণ্ডাকে বলছিল, 'শোনো লিণ্ডা, আমি এখানে আটকে গেছি। আজ রাতে আর ফিরবোনা। কাল সকালেই বরং যাবো। আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছবো। ভেবোনা।'

লিণ্ডা জানালো, 'কিন্তু ডেভিড, তোমার আশাতেই যে আমি বসে আছি।' কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো ও। বললো আবার, 'রাতে আসবেনা আগেই জানালে পারতে। আমি···।'

—'শোনো লিণ্ডা, ব্যাপারটা এখন তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবোনা। কাল সকালে বাড়ী ফিরে সব বলবো।'

ডেভিডের এই কথায় লিণ্ডার মেজাজটা তখন প্রায় সপ্তমে। বললো, 'তোমার কাল আসার ব্যাপারে আমি গ্রাহ্য করিনা। সপ্তাহের দুটো দিন আমার এমনিতেই বিশ্রী কেটেছে। আজ রাতে আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। অনেক আগেই তোমার ফোন করা উচিৎ ছিল। তাহলে আমি নিশ্চিয়ই একটা ব্যবস্থা করে নিতাম। চলে যেতাম কোথাও। সত্যিই তুমি নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝোনা ডেভিড···।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর আবার শোনা গেল ডেভিডের কণ্ঠস্বর। নিস্পৃহ এবং আবেগহীন। বললো ও, 'আমি এখন ব্যস্ত। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। শুভরাত্রি···।'

রিসিভার রেখে দেবার শব্দ হলো। এ'প্রান্তে লিণ্ডা রিসিভার হাতে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মতো লাগছিল ওকে। সারাটা বুক জুড়ে গুমরে উঠছে একটা তীব্র হতাশা। সেটাকে কোনরকমে চাপবার চেষ্টা করলো ও।

তিন

চারটের সময় ডেভিডকে নিয়ে ক্লডিয়া এলো নিজের ফ্ল্যাটে। নাইটস ব্রীজের ঠিক পেছনেই ওর ফ্ল্যাটটা। সবশুদ্ধ ছটা ঘর সব কটাই নতুন ধরণের আর আধুনিক। একেবারে ওপরেরটা ক্লডিয়ার নিজের। তার পরই ছাদ। ওর ব্যবহার করার কোনো অসুবিধে নেই। ডেভিড ভেবেই পেলোনা যে, এখানে ও কি ভাবে থাকতে পারে। সারা ঘরটা জুড়ে নতুন নতুন সব আসবাবপত্র। বোঝাই যাচ্ছে দামী। পোশাক আশাক রাখার বিরাট একটা ওয়্যারড্রোবও দেখা যাচ্ছে। ডেভিড অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পেলোনা যে, ক্লডিয়ার এরকম বিলাসী জীবন কাটানোর খরচ আসে কোথা থেকে। তবে কি পেছনে কোনো ধনী পিতা আছে। হয়তো বা। কিন্তু ওর অতীত ইতিহাসতো একেবারে অন্যরকম। বছর পনেরো বয়েসে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা এসেছিল লণ্ডনে। এখন ওর বয়েস কুড়ি। একমাত্র লক্ষ্য ছিল অভিনেত্রী হওয়া। দেখতে ও সুন্দরী। মদের যে মদিরতা তা আছে ওর চোখে। দেহতো বটেই। ডেভিডের সঙ্গে ওর পরিচয়টা মাত্র সপ্তাহ তিনেকের। ক্লডিয়া ইতিমধ্যে জেনেছে যে ও বিবাহিত। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে ও কোনোরকম গোলমাল করেনি। কোনদিনও তার কাছে অর্থের প্রসঙ্গ তোলেনি। ডেভিড ওকে বিউটি মেড এর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কাজ করতে

দেখেছে। এছাড়া ও অন্য কিছুতো করে বলে মনে হয়না। ডেভিড মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, ওর সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন ওর হতেই পারে। সে ব্যাপারটা হয়ত ও লজ্জাতেই বলতে অপরাগ। প্রসঙ্গটা সামান্য তোলা উচিত।

অবশেষে একসময় সত্যিই কথাটা তুললো ডেভিড। শুনেই ক্লডিয়া হেসে উঠলো খিলখিল করে! দুচোখে যেন রহস্য মাখা। এক দিকে ডেভিডও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ডেভিড জরীপ করলো ওকে। তারপর বলে উঠলো, 'তুমি কি চাও বলো। আমরা কালকে মার্কেটিং এ বেরোবো।'

আবার হেসে উঠলো ক্লডিয়া। তারপর বললো, 'আমি দামী জিনিস চাই। তুমি দিতে পারবেতো?'

—'বলো, তুমি কি চাও?' ডেভিডের চোখজোড়া ক্লডিয়ার মুখের ওপর স্থির। ক্লডিয়া ডেভিডের দিকে তাকালো। দু'চোখে হাসি মাখা। সারা মুখের ওপর জুড়ে রহস্যময়তার আভাস। বললো ও, 'আমি চমক পছন্দ করি। উত্তেজনা চাই।'

—'ঠিক আছে।' ডেভিড জবাব দিলো ততক্ষনাৎ।

কয়েকমুহূর্ত কেটে যায়। পাশাপাশি ওরা বিছানায় শুয়েছিল। ক্লডিয়া একবার আবেগে বলে উঠলো, 'কখন যাবে ডেভিড?'

—'রাত আটটা নাগাদ বেরোবো?'

ডেভিডের একটা হাত ক্লডিয়ার মাথার চুলের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবেগে বিভোর ক্লডিয়া। পারস্পরিক আশ্লেষে বেশ কিছুক্ষণ সময় বয়ে যায়। ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো ডেভিড। অনেকক্ষণ নটা বেজে গেছে। অবাক হয়ে গেল ডেভিড। ক্লডিয়ার দীর্ঘ চুলের বেশ কিছুটা ডেভিডের মুখের ওপরে এসে পড়েছিল মুখের মেকআপটা এখন অনেকটা ফিকে। ডেভিডের মনে হচ্ছিল ক্লডিয়া যেন এক তন্বী যুবতী, ঘরের চারদিকে পোশাকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ক্লডিয়া তাকালো। হাই তুললো, 'তুমি ঠিক একটা বেড়ালের মতো। মাঝে মাঝে তোমাকে আমার অদ্ভুত লাগে।

—'আমি তোমার কাছে এটাই আশা করেছিলাম।' ক্লডিয়া হাসিমুখে বলে উঠলো। ইতিমধ্যেই ডেভিড ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছে। ওর হাতটা মৃদু ভাবে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'কোনো পুরুষের পক্ষে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া খুবই সোজা। সবসময়ই তারা নিরাপদ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনো পুরুষ যখন দ্বিতীয় বিয়ে করে অথচ তার প্রথম স্ত্রী ব্যাপারটা একেবারেই জানতে পারেনা।' ক্লডিয়ার এই কথায় ডেভিড সামান্য রেগে গেল। গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো, 'আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স করবো।'

—'আমার জন্যে…?' ক্লডিয়া বলে উঠলো। ডেভিড ওর প্রশ্নে একেবার তাকালো। তারপর ক্লডিয়াকে দুহাত দিয়ে সবলে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলো, 'জানিনা। কিন্তু আমি আর শিশুতো নই। মাঝখানে আমাদের সন্তান আছে। তাদের কথাতো ভাবা উচিত।'

বলে সামান্য থামলো ডেভিড। তারপর বলে উঠলো আবার, 'কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার ভার আমি নিতে চাই আমার সন্তানেরা যখন বড় হবে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে। আমি চাইনা, তুমি কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামো। তোমার ভার আমিই নিতে পারবো। তোমার কোন-রকম কাজ করার দরকার নেই।'

ডেভিড থামতে ক্লডিয়া তাকালো ওর দিকে। দীর্ঘায়ত চোখে কটাক্ষের ছোঁয়া। মৃদু হেসে বললো ক্লডিয়া, 'তোমার কথা শুনে আমার ভয়ই করছে।'

ক্লডিয়ার একটা হাত তখন ডেভিডের পিঠের ওপরে। সারা দেহটা ধীরে ধরে কামনায় ভরপুর হয়ে ওঠে। ডেভিড আরো ঘনিষ্ঠভাবে ওর দিকে এগিয়ে আসে। ঠিক তখনই ক্লডিয়া খিল-খিল করে হেসে উঠে বলে, 'আমার একটাই সমস্যা। আমার পক্ষে বিয়ে করাটা সম্ভব নয়।'

বলেই দ্রুতবেগে বিছানা ছেড়ে নেমে এলো ও। একেবারে নগ্ন দেহ। ডেভিড একদৃষ্টে ওর যৌন আবেদনময়ী চেহারার দিকে তাকিয়েছিল। ক্লডিয়া সেই অবস্থাতেই ডেভিডকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'আমি যা বলি তাই করি। কোনো বন্ধন কিংবা শেকল পরার ইচ্ছে আমার নেই। বিয়েটা আমার কাছে সোনার শেকল। ওর মধ্যে আমি নেই। কিন্তু এই মুহূর্ত হতে আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আগামীকাল কি ঘটবে কে জানে। আসলে আমি যা নই তা হবার ভান আমি করতে পারিনা। চাইও না। আমি চাই, তুমিও সেটা করো।'

ক্লডিয়ার ওপরে ডেভিড একটা তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিল। এই মুহূর্তে তা ওর পক্ষে সংযত করা একেবারেই অসম্ভব। উঠে গিয়ে ক্লডিয়াকে আবার বিছানায় নিয়ে এলো ও। ক্লডিয়া মুক্ত হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ডেভিডেয় বেষ্টনীকে ছাড়ানো ওর পক্ষে অসম্ভব। ধীরে ধীরে ডেভিডের সাহচর্যে কামনার তুঙ্গে উঠল ক্লডিয়া। মিশে গেল অতঃপর দুটো দেহ এক তীব্র সুখানুভূতির মধ্যে।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেছে। দুজনেই এখন অনেক শান্ত। দুজনের চোখেমুখে একটা পরম পরিতৃপ্তির ছাপ। ক্লডিয়া নীরবতা ভঙ্গ করলো, 'আচ্ছা, ডার্লিং, বলোতো কিজন্যে তোমার স্ত্রীর থেকে আমাকে বেশী যৌন আকর্ষণীয় মনে হয়?'

অপেক্ষা না করে নিজেই আবার জবাব দিলো ক্লডিয়া, 'যেহেতু আমি নতুন, আর একটু বেশী যুবতী। আচ্ছা আমি কি সুন্দরী?'

—'হ্যা, লিণ্ডার চেয়ে তুমি বেশী সুন্দরী।' ডেভিড জবাব দিলো। এরপর ক্লডিয়া রসিকতা করে বলে উঠলো, 'আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই গোপন অভিসারের কথা বলবো।'

কথাটা শোনামাত্রই ডেভিড সজোরে হেসে উঠলো। ডেভিড মিষ্টি করে বলে উঠলো, 'তুমি একটি নারী শয়তান। সেইজন্যে তোমাকে এতো ভালোবাসি।'

—'না।' বলেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো ক্লডিয়া তারপর আবার বললো, তুমি নিজেই ভালভাবে জানো, কেন আমাকে ভালোবাসো। যাই হোক এখন একটু যাবার ব্যবস্থা করা দরকার।'

বলে উঠে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল ও। এদিকে ডেভিড একাই ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। মনের মধ্যে একটাই চিন্তা, অর্থকরী ব্যাপারটাকে ওর কাছে কি করে তোলা যায়। ক্লডিয়া ওকে বিয়ে করতে চায়না। কিন্তু ডেভিড সিদ্ধান্ত নিলো, ও নিজে থেকেই এমন আচরণ করবে এবার যেন বিয়েতে ওরও ইচ্ছে নেই। বেশ খানিকক্ষণ সাত পাঁচ ভাবনার পর হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল লিণ্ডাকে। ঠিক তখনই ওর মনে হলো, লিণ্ডাকেও পরিত্যাগ করতে চায়না। নিজের মতো করেই ওকে ভালবাসে ও। অবশ্য বিয়ের পরই লিণ্ডার যৌন আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গেছে। এরই ক্ষতিপুরণ দিতে ও এক নাগড়ে নিজেকে অন্য কাজে ডুবিয়ে রেখেছে।

লিণ্ডা কিন্তু এখন একজন পরিপূর্ণ গৃহিনী। একজন চমৎকার ধরনের অতিথিবৎসল মহিলা আর সন্তানের মা। লিণ্ডাকে ছাড়া ওর পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। এরকম অকৃতজ্ঞ ভাবনার জন্যে ওর অবশ্য সামান্য অনুশোচনাও হচ্ছেনা। লিণ্ডাও তো অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারে। কিন্তু তাতো হয়নি।

এদিকে রান্নাঘরে ক্লডিয়া রীতিমতো ব্যস্ত। পরনে এখন ওর একটা গোলাপী কিমোনো। চুলগুলো টেনে পেছনদিকে বাঁধা। হঠাৎ ডেভিড রান্নাঘরে এলো। ক্লডিয়াকে দেখেই মৃদু হেসে বলে উঠলো ও, 'তোমাকেতো এখন পনেরো বছরের মেয়ে মনে হছে।'

ক্লডিয়া কাজ করতে করতেই পাল্টা জবাব দিলো, 'তোমাকেতো পঞ্চাশ বছর লাগছে। কিন্তু তোমাকেতো চিন্তিত মনে হচ্ছে? তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছি বলে?'

ডেভিড বলে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। যাও খাবার নিয়ে এসে আমার সামনে বোসো।'

ক্লডিয়া ডেভিডের কথা মতোই কাজ করলো। ডেভিড ওর সামনে বসলো। তারপর বললো। 'শোনো ডার্লিং তোমার জন্যে আমি অনেক কিছু ভেবেছি।'

ক্লডিয়া খিলখিল করে হেসে বলে উঠলো, 'আমি সেটাই আশা করেছিলাম।'

ডেভিড আবার বললো, 'দেখো ক্লডিয়া ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, তোমার অর্থকরী দিকটা নিয়ে আমি চিন্তিত। আমি বলতে চাইছি যে, ধরো এই ফ্ল্যাট-এর ভাড়াটা নেহাত অল্প নয়। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

সামান্য থামলো ডেভিড। তারপর আবার বললো, 'তোমাকে আমি খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করছি, তুমি এরকম ভাবে জীবন যাত্রা চালানোর অর্থ পাও কোথা থেকে?'

ডেভিডের কথায় ওর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো ক্লডিয়া। রীতিমতো উত্তেজিত লাগছিল ওকে, তবুও কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত করে মিষ্টি হেসে বলে উঠলো, 'তুমি হঠাৎ এটা জানতে চাইছো কেন?'

ডেভিডের সামনে বিপদসংকেত। তবুও ও দমলো না। স্বাভাবিক ভাবেই বললো, 'অবশ্যই জানতে চাই। তুমি কি তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়মিত কোন অর্থ পাও।' ক্লডিয়া সামান্য কাশলো। তারপর বলে উঠলো, 'আমার সঙ্গে আমার পরিবারের অন্তত পাঁচটা বছর কোনো সম্পর্ক নেই। দেখা হলেও আমি আমল দেবোনা। আমার বাবা আমাকে কিছুই দেয়না।

কথাগুলো বলার পরে সামান্য থামলো ক্লডিয়া। ডেভিড একটু অধৈর্য্য হয়েই প্রশ্ন করলো আবার, 'ক্লডিয়া তোমার সবকিছু আমি জানতে চাই।'

এই প্রশ্নে ক্লডিয়া উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'তোমার প্রশ্ন আমার

অপছন্দ। আমিতো তোমার ব্যাপার কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তুমি কেন জানতে চাইছো? তোমার কি মনে হয় আমি বেশ্যা। যদি তাই হই তাতেই বা কি আসে যায়।'

ক্লডিয়ার এই কথায় ভীষণভাবে আহত বোধ করলো ডেভিড। ক্লডিয়া রীতিমতো রেগে গেছে। বেশ খানিকক্ষণ দুজনেই নীরব থাকে। ততক্ষণে ক্লডিয়া কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বলে উঠলো ক্লডিয়া, আমি অর্থ রোজগার করি ব্যবসা থেকে। তোমার পছন্দ না হলে ভুলে যেতে পারো ব্যাপারটা। এই ঘটনার ব্যাপারটাও মনে রেখোনা।'

'ঠিক অছে। তাই হবে। ডেভিড শান্তভাবে বললো। আমরা দুজনেই ব্যাপারটা ভুলে যাবো। কথা শেষ করে ডেভিড নিজের পোষাক পড়া আরম্ভ করল। ক্লডিয়া কিন্তু স্থির। ওর কোনো-রকম নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেলনা। ডেভিড ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে আড়চোখে একবার ক্লডিয়ার দিকে তাকালো। ক্লডিয়া তখন শান্ত ভাবে সোফায় বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাছিল। ডেভিডের দিকে তাকালোনা পর্যন্ত। ডেভিড জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে কিছু বলবে?' ক্লডিয়া তখনও কোনো জবাব দিলোনা। দৃষ্টি নিবদ্ধ ম্যাগাজিনের পাতায়। ডেভিড খানিকটা ইতস্ততঃ করার পরে গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিলো ঘর থেকে। ড্রয়িংরুমের সামনে এসে খানিক্ষণ দাঁড়ালো ডেভিড। ওর মনে হলো এরপরেও ক্লডিয়ার কাছে যাওয়ার অর্থ হার স্বীকার করা। ডেভিড জীবনে এরকম ধরনের পরাজয় স্বীকার কারো কাছে করেনি। কোনো মহিলাতো দূরের কথা। ডেভিড ঠিক করলো, খানিকক্ষণ ওকে একাই থাকতে দেওয়া উচিত। তারপর ও নিজেই আসবে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো ডেভিড। গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। ঠিক করলো, কোনো টার্কিস বাথেই ও বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবে। ক্লডিয়ার আয়ের উৎস'র বিষয়টা গোপন রাখতে চাইছে

কেন বুঝতে পারছিলনা ও। হয়ত ব্যাপারটা ডেভিডের পছন্দ হবেনা জেনেই ও এটাকে চেপে যাচ্ছে। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে শোনা দরকার। ক্লডিয়াকে ওর ওপরে নির্ভরশীল করে তুলতেই হবে। এর জন্য ডেভিড অনেক দূর পর্যন্ত যেতে রাজী।

ওর গাড়ীটা তখন দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে রাতের রাজপথের বুক চিরে।

চার

লিণ্ডা সেরকমটা ভেবেছিল পল তার চেয়েও কম বয়েসী। লিণ্ডার পরনে কালচে নীল সোয়েটার আধ আঁটোসাটোঁ একটা ট্রাউজার। নিজের অনেক পোষাক নাড়াচাড়া করার পরে লিণ্ডা ঠিক করেছিল এই সাধারণ ধরনের কালচে নীল পোষাকটা পরাই সবদিক থেকে মানানসই হবে।

কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করবে তা আগে থেকেই ঠিক ছিল। পল অনেক আগের থেকেই ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ীটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই পল ওকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলো। দুজনে ঢুকলো একটা রেস্তোরাঁতে। মুখোমুখি বসতেই পল ওর দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'এরপর আমিই গাড়ী চালাবো।'

সামান্য থামলো পল। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠলো আবার, 'তুমি তোমার মত পাল্টেছো। এতে আমি খুশি। কিন্তু এটা ঘটল কি করে? আমার আকর্ষণ? উঁ?'

পলের দুচোখে কৌতুহলের ঝিলিক। লিণ্ডা মৃদু হেসে বললো, 'জানিনা।'

বেয়ারা এতক্ষণে ওদের সামনে মদ রেখে গেছে। গেলাসের

সমস্ত মদটুকু খেয়ে নিলো লিণ্ডা। মনের দিক থেকে ও প্রস্তুত। লিণ্ডা বলে উঠলো, 'হয়ত আমার আসাটা উচিত ছিলনা। কেন এলাম সেটাও আমি জানিনা।'

পল তাকিয়েছিল লিণ্ডার দিকে। লিণ্ডার কথা শেষ হলে বলে উঠলো ও, 'তোমার আসার জন্য আমি খুশী। এখানে এসে তুমি দুঃখ পাবে তা মনে করিনা। আমিওতো তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছি।'

খাওয়া শেষে ওরা দুজনেই উঠলো গাড়ীতে। পল ওকে সোজা নিয়ে এলো একটা বাড়ীতে। খোলা জানলাগুলো দিয়ে প্রতিটা ঘরেই আলো গিয়ে পড়ছে। উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল কিছু লোক। লিণ্ডার মনে হলো ওরা তর্ক করছে। বাড়ীতে ঢোকার মুখেই কিছু লোক হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এলো। কিছুটা দূরে একটা লনে ওদের গাড়ীটা পার্ক করা আছে।

দরজাটা দিয়ে ঢুকেই একটা হলঘর। হলের দুপাশে আরো দুটো ঘর। বেশ বড়। মাঝখান দিয়ে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি জুড়ে বিচিত্র বেশভূষার সব নারী পুরুষ। কেউ দাঁড়িয়ে আবার কেউবা বসে। প্রত্যেকেই যে মদের নেশায় বিভোর এটা পরিষ্কার। ডান দিকের ঘরটায় চলছে উদ্দাম নৃত্য। জোড়া নারীপুরুষ সর্বত্র। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চিহ্ন নেই। পুরোনো একটা রেকর্ড প্লেয়ার বাজছিল।

ঠিক তখনই বাঁদিকে ঘরটায় এক যুবতী তার শরীর থেকে পোশাক খুলতে ব্যস্ত। যুবতীর চুলগুলো ভীষণ রকমের লালচে। পল লিণ্ডার হাত চেপে ধরে বলে উঠলো, 'চলে এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠতে থাকে। দু'পাশের জনতা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে। পল অভিনন্দন জানায়। একেবার ওপরে আরো অনেকগুলো ঘর। ওরই মধ্যে একটা ঘরে পল লিণ্ডাকে নিয়ে ঢুকলো। ভেতরে মাঝারি ধরণের একট খাট। সেই খাটের ওপরে জমা হয়ে আছে অসংখ্য কোট। তার ভারে

খাটটার বেঁকে যাবার মতো অবস্থা। ঘরের এক কোনে দুজন যুবতী খাটের একেবারে শেষপ্রান্তে শুয়ে আছে। লিণ্ডা ওর কোটটা খুলে ফেললে। ওর নিজেকে বড্ড ভারী লাগছিল। পল মৃদু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে, বলে উঠলো, 'তোমাকে খুব চমৎকার লাগছে।'

একেবারে দুজনেরই রীতিমতো মদের প্রয়োজন। দুজনেই আবার সোজা নেমে এলো নীচের একটা ঘরে। সিঁড়ির বাঁদিকের ঘরটা। সেই লাল চুলের যুবতী নগ্ন হয়ে মেঝেতে বসে। ওর শরীরের ওপরে একটা সোয়েটার আলতো চাপানো। হঠাৎ মেয়েটা পলের পা দুটো চেপে ধরলো। কাতরভাবে বলে উঠলো, 'তুমি ভীষণ আকর্ষণীয়, দারুণ সুন্দর। আমাকে নাওনা তুমি। আমার দেহটা আকর্ষণীয় নয়?'

লিণ্ডা তখন পলের চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে। লিণ্ডার সামনেই একটা টেবিল। ওপরে মদের গেলাস। হঠাৎ লিণ্ডার দিকে একটা কদাকার লোক এগিয়ে এলো দ্রুতবেগে। বলে উঠলো 'তোমাকে দারুণ দেখতে। কে তুমি?'

লোকটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখে পেয়াঁজ আর মদের দুর্গন্ধ। লোকটা আবার বলে উঠলো, 'তুমি মদ খাবে?'

লোকটার নিঃশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলে উঠলো লিণ্ডা, 'হ্যাঁ।'

লোকটা একটা গ্লাসে স্কচ ভর্ত্তি করলো। তার সঙ্গে জল মিশিয়ে দ্রুত পানীয়টা গলায় ঢেলে দিলো লোকটা। তারপর বলে উঠলো, 'এসো নাচা যাক।'

ততক্ষণে ওর হাত দুটোর বেষ্টনী লিণ্ডার কোমর জুড়ে। স্পর্শে একধরণের উষ্ণতা। লিণ্ডার অস্বস্তি হচ্ছিল। কোনোরকম নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে উঠল ও, 'এখন ইচ্ছে নেই। ঠিক তখনই পল এসে হাজির। লোকটার দিকে একবার তাকালো ও। তারপর বললো, 'আরে ব্রুনো যে? কি খবর? লিণ্ডার

সঙ্গে এরই মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে দেখছি?' ব্রুনো ততক্ষণে লিণ্ডার কোমর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়েছে। নিস্পৃহ গলায় বলে উঠলো তারপর, 'এ' তোমার লোক!'

বলেই ঠোঁটটা সামান্য উল্‌টে আবার বলে উঠল। 'জানিনা। এই সব মেয়েরা তোমার মধ্যে কি খুঁজে পায়।'

তারপর চেটোর পেছন দিয়ে মুখটা মুছে দ্রুত বিদায় নিলো সেখান থেকে। ওর চলন্ত মোটা দেহটাকে পল দেখলো। তারপর মৃদু হেসে বললো, 'ওকে একেবারে মূল্য দিওনা।'

এরপর মুখটা ঘুরিয়ে লিণ্ডার দিকে তাকালো পল। চোখ-জোড়ার অভিব্যক্তিতে রঙীন মাদকতা। বলে উঠলো ও, 'লিণ্ডা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

পলের একটা হাত ততক্ষণে লিণ্ডার একটা হাত চেপে ধরেছে। লিণ্ডার ততক্ষণে একগ্লাস মদ খাওয়া শেষ। আর এক গ্লাস খাবার ইচ্ছে হলো ওর। পল ওকে আরো এক গ্লাস দিলো। খাবার পরেই নেশা ধরে গেল লিণ্ডার। কণ্ঠস্বর দুর্বল। কোনো রকমে বলে উঠলো, 'আমি বাড়ী যাবো।'

—জানি। বলে দেয়ালের এক কোণে টেনে নিয়ে গেল। তারপর ওকে জড়িয়ে তীব্র আবেগে চুমু খেলো একটা। লিণ্ডার চোখদুটোও তখন আবেশে বোঁজা। পলের জিভটা তখন লিণ্ডার দু'দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। ওর মনে হচ্ছিল পলকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সে শক্তি তখন আর ছিলনা। অনেকদিন পরে একজন পুরুষ ওকে পরম আবেগে চুমু খেলো। ডেভিড তো এই ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে গেছে। চুম্বন যে কত মাদকতাময় তা লিণ্ডা প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল।

সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সেই মেলানি মেয়েটা। চোখ দুটো জ্বলছিল। লিণ্ডাকে যেন পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে ও। চিবিয়ে চিবিয়ে পলকে বলে উঠলো, 'ভেবেছিলাম তুমি ফিরে যাবে।'

—'আমি দুঃখিত মেল।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মেলানিকে নিয়ে হলঘরে এলো। তারপর বলে উঠলো, 'শোনো আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এ'ছাড়া কোন উপায় নেই।'

কথাটা শোনা মাত্রই চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো মেলানির। পল মৃদুস্বরে আবার বলে উঠলো, 'দেখো এভাবে আমরা দীর্ঘকাল চলতে পারিনা। আমার মনে হয় ভুলে যাওয়াই শ্রেয়।'

এরপর মেলানির কান্না আরো বেড়ে গেল, চীৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি ওসব জানিনা। তোমাকে ঘেন্না করি আমি। তোমাকে…।'

কান্নার তীব্রতায় কথা আটকে গেল ওর। পল ওকে বোঝাতে চাইছিল, 'দেখো মেল, তোমার বয়স এখন অনেক কম। সবে সতেরো। আরো অনেক পুরুষ মানুষের দেখা তুমি পাবে। তখন আমাকে ভুলতে তোমার কষ্ট হবেনা।'

বলে আর অপেক্ষা করলোনা ও। সোজা বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। লিণ্ডার কাছে এসে দেখলো পল, ও তখন সেই ব্রুনোর সঙ্গে কথা বলছে। পল লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি কি যাবে?'

—'না, এখন যাবনা।' লিণ্ডার দুচোখে নেশার রঙীন হাতছানি। 'আমাকে এখন ব্রুনো নাচ শেখাবে।'

ওরা দুজনে যে ঘরে প্রবেশ করলো সেখানে তখন সমবেত পুরুষ নারীর নাচ চলছিল পুরোদমে। পলের হাতটা তখন লিণ্ডার কব্জীর ওপরে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। ফিসফিস করে বলে উঠলো পল, 'আমি তোমার সঙ্গে ঘুমোতে চাই লিণ্ডা।'

—'আমিও।' জড়ানো কণ্ঠস্বরে জবাব ফিরিয়ে দিলো লিণ্ডা। সামান্য থেমে তার দিকে চেয়ে আবার বললো লিণ্ডা, 'একটু ফাঁকায় যেতে পারলে হতো।'

পল ততক্ষণে লিণ্ডাকে জড়িয়ে ধরে আবার একটা চুমু খেলো। লিণ্ডাও। অতঃপর দুটো ঠোঁট নিঃশেষে একে অপরকে পান করায়

খেলায় মেতে উঠলো। তীব্র সুখের আবেশ মগ্ন দুজনেই। ঘরের মধ্যে তখন তরঙ্গায়িত নাচ চলছিল। কতক্ষন যে এভাবে ওরা পরস্পরকে নিয়ে মগ্ন ছিল কে জানে। পল একসময় নিজেকে মুক্ত করে নিলো। তারপর বললো, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে কোট পরিয়ে দেবো।'

লিণ্ডা একেবারে স্থির। ঘরের মধ্যে দুজন মত্ত লোক নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল। ওদের একজন সেই ব্রুনো। অন্যটাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান বলেই মনে হচ্ছে। ওদের দুজনের চীৎকারে ঘরটায় টেকা দায়। একসময় দুজনেই মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে আরম্ভ করলো। ধস্তাধস্তি চলছিল রীতিমতো, সবচেয়ে আশ্চর্য্য, ওদের কেউই থামার চেষ্টা করছিলনা। লিণ্ডা পাশের একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা দুজন এরকম করছে কেন?'

মহিলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'ব্রুনো লোকটাই ওরকম। মারামারি ছাড়া ওর চলেনা।' ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান লোকটার নাক দিয়ে তখন রক্ত গড়াচ্ছে। লিণ্ডার নিজেকে খুবই দুর্বল মনে হচ্ছিল। কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। বাইরে হিমেল বাতাস। বাতাস শরীরে কিছুটা কাঁপন লাগলো যেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে সোজা গিয়ে বসলো গাড়ীর ভেতরে। বেশ খানিকক্ষণ কাটলো নিস্তব্ধতায়। তারপর এক সময় পল এসে হাজির হলো ওখানে, গাড়ীর ভেতরে ঢুকে বসেই মৃদু হেসে বলে উঠলো পল, 'আমার বিরক্তি লাগছিল।' হঠাৎ গাড়ীর মধ্যেই লিণ্ডাকে জড়িয়ে ধরলো ও। লিণ্ডা কিন্তু নিজেকে ততক্ষণে ছড়িয়ে নিয়েছে। পল অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার লিণ্ডা?'

লিণ্ডা ম্লান স্বরে বললো, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি মনে হচ্ছে।'

—'তাহলে চলো, তোমাকে ওপরে বাথরুমে নিয়ে যাই।' পল বলে উঠলো। লিণ্ডা একই রকম বিরক্ত স্বরে বলে উঠলো, 'না, আমি আর ওখানে যাবোনা।'

লিণ্ডাকে আবার জড়িয়ে ধরলো পল। লিণ্ডা ছাড়াবার কোনো চেষ্টা মরলোনা। চুমু খেলো ওকে পল। আবার জড়িয়ে ধরলো পল। তারপর বললো, 'চলো। ওখানে শিগগিরই তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।'

পলের হাত দুটো লিণ্ডার শরীরের আকিবুঁকিতে যতই চেপে বসছিল, লিণ্ডার সারা দেহটা ততই ঘটে যাচ্ছিল দুরন্ত বিস্ফোরণ। আবার দুর্বল হয়ে পড়লো লিণ্ডা। মাথা ঘুরছিল ওর। চোখ দুটো বন্ধ করলো একবার। পলের দুহাতের স্পর্শ এখনও ও সমস্ত শরীরে অনুভব করছিল। পলের ঠোঁটদুটো চেপে বসেছিল লিণ্ডার নরম ঠোঁটের ওপরে। তখনও লিণ্ডার মনে হচ্ছিল এ পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। খানিকক্ষণ এ'ভাবেই কাটে। তারপর আচমকাই পল ওকে ছেড়ে দিলো। স্টার্ট দিলো গাড়ীতে। দ্রুতবেগে গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। পলের বিস্ময় বোধ কিংবা লিণ্ডার মানসিক অপূর্ণতা তখনও কাটেনি।

রাজপথ ধরে গাড়ী তীব্রগতিতে ছোটার পরে একসময় এসে দাঁড়াল একটা বাড়ীর দরজার সামনে। বাড়ীটা বেশ বড়োই। একধরণের নিঃসঙ্গতা যেন সমস্ত বাড়ীটাকে ছুঁয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো ওরা দুজনে। তারপর প্রবেশ করলো একটা ঘরে। পল লিণ্ডার একটা হাত ধরলো। সামনেই বিছানা। উত্তেজনায় পলের দেহটা কেঁপে উঠছিল বারবার। একটা একটা করে লিণ্ডার দেহ থেকে পোশাক খুলে নিলো পল। তারপর ওকে নিয়ে গেল বিছানায়। লিণ্ডা বিন্দুমাত্র আপত্তি জানোলোনা। একটা তীব্র শারীরিক আকুতির মধ্যেও লিণ্ডা আবিষ্কার করলো ওর একান্ত সত্ত্বা অনুপস্থিত। ও নয় যেন অন্য কোনো নারী পলের দেহ সংলগ্ন। বিছানাটা ভীষণ নরম। পল ওকে পরম আবেগ চুমু খেলো একটা। ওর পুরুষালী একটা হাত তখন লিণ্ডার সারা দেহে সংগীতের সুর তুলতে ব্যস্ত। লিণ্ডা ফিসফিসিয়ে বলে

উঠলো, 'আমি কি এখানে নেই পল? আমি কি অন্য গ্রহের কোন নারী?'

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো লিণ্ডা। পলের সারা দেহটায় তখন উষ্ণ রক্তের স্রোত। মিলনের চরম প্রান্তে। বলে উঠলোও, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি লিণ্ডা।'

—আমিও। এক তীব্র সুখের আবেশে চোখ দুটো ধীরে ধীরে বুঁজে এলো লিণ্ডার।

*   *   *

লিণ্ডার যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভোর পাঁচটা। চোখ খুললো ও। এই মুহূর্তে ও কোথায়। সবকিছুই অবিশ্বাসের মতো মনে হচ্ছিল ওর। ভীষণ তৃষ্ণার্ত বোধ হচ্ছিল। চোখদুটো কেমন যেন ভারী। রাতের বেলা ঠিক বোঝা যায়নি। ঘরটা তেমন একটা বড়ো নয়। বিছানায় একপাশে পল গভীর ঘুমে অচেতন। লিণ্ডা দেখলো পলকে। পলের শরীরকে।

তারপর উঠে বসলো ও। নগ্ন দেহটা ঢাকতে একটা চাদর জড়িয়ে উঠে পড়লো বিছানা থেকে। পল তখনও ঘুমোচ্ছিল।

লিণ্ডা এসে দরজায় সামনে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ, তাকালো চারিদিকে। তারপর চলে গেল বাথরুমে। জায়গাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ জিনিসপত্রগুলো সবই পুরোনো। কোনটায় আবার মরচে ধরা। আলো জ্বেলে ঠাণ্ডা জলের কলটা খুলে দিলো ও। এখন ওর পরিপূর্ণ স্নানের প্রয়োজন।

স্নানের পর ঘরে এসে নিজের পোশাকগুলো দ্রুত পরে নিলো লিণ্ডা। সামান্য সময় লাগলো। পল ওর পোশকগুলো এলোমেলোভাবে ছুঁড়েছিল কাল রাতে। ওর দিকে তাকালো একবার, তখনও ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে লিণ্ডা একভাবে ঘুমন্ত পলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কোটটা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

নির্জন পথে হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। গাড়ী চালিয়ে দ্রুত

নিজের বাড়ীতে ফিরে এলো লিণ্ডা কুপার। দাঁড়ালো এসে অতি পরিচিত নিজের শোবার ঘরটায়। এখানকার প্রতিটি জিনিষই পরিষ্কার। নতুনও। হঠাৎ ওর মনে হলো আরো একবার স্নানের প্রয়োজন। বাথরুমে গিয়ে গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো লিণ্ডা। স্নান শেষে পোশাক পরে নিজের বিছানায় এলিয়ে দিলোও নিজেকে। গত রাতের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করলো। রাতের নেশাটা তীব্রই ছিল ওর। ঠিক মতো কোনো কিছুই মনে পড়ছিলনা। তবে পলের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে এটাতো সত্যি। এটা ভাবমাত্রই সারা শরীরটা জুড়ে একধরণের অবসাদ বোধ করলো ও। একটা তীব্র মানসিক বিষন্নতা ছড়িয়ে পড়লো মনের গভীরে। ও কি কোনো অপরাধ করেছে ? চোখের সামনে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা ক্রমশ বিশাল আকারে পাচ্ছিল। একটা আতংক বোধ মনের ভেতর থেকে উঠে আসছিল। কেমন যেন একটা অস্থিরতা পেয়ে বসছে ওকে। ওকি অপরাধী ? ডেভিডের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো লিণ্ডার। তারপর ত্ব'চোখ জুড়ে নেমে এল এল একরাশ গভীর ঘুম।

পাঁচ

সকাল আটটা। সেই 'ট'াকিশ বাথরুম থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছে ডেভিড। ক্লডিয়াকে ফোন করতে গিয়েও থেমে গেল ও। দেখতে চাইল ক্লডিয়া নিজে থেকে ওর খোঁজ করে কি না।

রাস্তার এক প্রান্তে গাড়ীটা পার্ক করে একটা প্রভাতি দৈনিক কিনে ফেললো। তারপরে এগোতে আরম্ভ করলো পিকাডিলি হয়ে অভিমুখে। বাড়ীতে যাবার আগে ওখানেই ব্রেকফাষ্ট সেরে নেওয়া দরকার।

হোটেলে পৌঁছোলো ডেভিড। একটা টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচারিকা মারফৎ খাবার পৌঁছে গেল টেবিলে। যেতে আরম্ভ করলো ডেভিড। খাওয়া শেষে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ডেভিড। অন্যমনস্কতার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকায় গাড়ীটা পার্ক করেছিল ও। এর ফলে সামান্য ঝামেলাও সহ্য করতে হলো ওকে। সব মিটিয়ে গাড়ী চালিয়ে ডেভিড এগোতো লাগল বাড়ীর দিকে। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে গাড়ীটা। ডেভিডের চোখের সামনে ভেসে উঠলো লিণ্ডার মুখ। ওকে কি বলবে ও? কিছুই ভাবতে পারছিলনা ডেভিড ততক্ষণে বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে ও। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে পরিচারিকা অ্যান। ওরই মারফং জানলো যে, লিণ্ডা ঘুমচ্ছে। ডেভিড সোজা উঠে এলো ওপরে। ঢুকলো বেডরুমে বিছানার ওপরে চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে লিণ্ডা। ওর স্ত্রী।' জানালার পর্দা গুলো খুলে দিলো ডেভিড। বাইরের আলোতে ভেসে গেল ঘরের অন্দরমহল। লিণ্ডার দিকে আবার তাকালো ডেভিড। তখনো ও গভীর ঘুমে অচেতন। দু'এক বার কাশলো ও। তাতেও লিণ্ডার জেগে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এরপর মরিয়া হয়েই ওর দিকে এগিয়ে গেল ডেভিড। ওর মাথাটা ধরে ঝাঁকালো একবার। সেই কেনা খবরের কাগজ 'ডেলি মিরর'টা দিয়ে মারলো ওর মুখের ওপরে। এত কাজের পর ঘুম ভাঙলো লিণ্ডা কুপারের। ডেভিডের মুখে স্পষ্টই বিরক্তি ভাব। বলে উঠলো, 'কি হচ্ছে এসব? এতো ঘুম?'

লিণ্ডার সারা শরীরে তখন আতংকের অনুভূতি। পলের ব্যাপারটা কি ডেভিড জানতে পেরেছে? রেগে উঠে বসলো ও। তাকালো ডেভিডের দিকে। ডেভিডের চোখদুটো তখন জ্বলছিল। বলে উঠলো ও, 'লিণ্ডা, তোমার গোপন ইচ্ছে গুলোই তোমাকে এরকম বোকা বানিয়ে দিয়েছে।'

বলেই ডেভিড ওর দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলো। ওর হাত থেকে নিলো ওটা। নিতেই ওর সমস্ত শরীর জুড়ে একটা স্বস্তিভাব এসে গেল। নিশ্চিত হলো লিণ্ডা। আর কোন ভয় নেই। বলে উঠলো কাগজের দিকে তাকিয়ে, 'ছবিটা কি ভয়ংকর জানতেই পারিনি একেবারে।

—'ব্যস এটুকুই সব। ডেভিড বলে উঠলো। কাগজ নিলো ওর হাত থেকে। তারপর একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলে উঠলো। 'ওখানে তুমি কি করছিলে ?'

—'আমার কিছুই করার ছিলনা। ওখানে হঠাৎই গিয়ে পড়েছিলাম। দোহাই রেগোনা। জমায়েত ব্যাপারটা জানতামনা। এর জন্যে দুঃখিত।' লিণ্ডা জবাব দেবার ভংগীতে বলে উঠলো। ডেভিডের রাগ তখনো দমেনি। এমনিতে মেজাজ খারাপ থাকলে ডেভিড একটু চীৎকার করে কথা বলে। সেই ভাবেই বলে উঠলো ও, 'আমি রেগে যাইনি। খবরের কাগজে বাজে অবস্থায় আমার স্ত্রীর ছবি দেখাটা আমি পছন্দ করিনা।' বিছানা থেকে ততক্ষণে নেমে এসেছে লিণ্ডা। তারপর বলে উঠলো একসময়, 'তুমি এরকম মেজাজ দেখালে আমি বসবোনা এখানে। উইক এণ্ডে বাইরে না গিয়ে তুমি এখানে থাকলে ব্যাপারটা ঘটতোনা।'

ওদের কথোপকথনের সময়েই ফোনটা বেজে উঠলো। লিণ্ডা কিছুটা বিব্রত হলো। একবার ভাবলো ফোনটা ধরবে কিনা। পল ফোন করছে নাতো ? কিন্তু ডেভিডই গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো। লিণ্ডার একটা অজানা আতংকে নিঃশ্বাস বন্ধ। খানিক-বাদে অবশ্য লিণ্ডা বুঝতে পারলো ডেভিডের অফিসের লোক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও। সেই সুযোগে ওর পোষাকও বদলানো হয়ে গেল।

ডেভিডের মুখটা ক্লান্ত লাগছিল। ওকে জিজ্ঞেস করলো, ব্রেকফাস্ট খাবে ?'

ডেভিড জবাব দিলো, 'না, কটা জায়গায় আমার যাবার কথা

বিউটি মেড প্রোজক্টের ব্যাপারে একটা পার্টি দেওয়ার কথা। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। সাতটা নাগাদ তুমি আমার অফিসে দেখা করো। ওখান থেকে বেরোনো যাবে। তোমাকে কেউ অতো লক্ষ্য করবে না ওখানে।

এদিকে লিণ্ডা আরো একটা পার্টির কথা ভেবে মনে গুমরে উঠেছিল। পরবর্তী সময়টা কিভাবে কাটাবে ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে ও। এর মধ্যে সন্তানদের একবার দেখে আসা আর হেয়ার ড্রেসারের কাছে যাওয়ার বিষয়টাও ছিল।

ডেভিড নিজেকে নিয়েই ডুবে ছিল। ক্লডিয়া নিশ্চয়ই পার্টিতে যাবে। থাকার জন্যে অর্থও দেওয়া আছে ওকে। ও নিশ্চিত যে লিণ্ডার কোনো সন্দেহ হবেনা। তবে একটু চিন্তা করতে পারে। হঠাৎ ডেভিডের মনে হলো, লিণ্ডা কি ইতিমধ্যেই সন্দেহ করে? কিন্তু ব্যাপারটা এখন অসম্ভব। সারা বছরটাই নানারকম ব্যবসার কাজ সংক্রান্ত অজুহাতে ঘুরে থাকে। লিণ্ডা সেসব কিছু টের পায়নি। সুতরাং ক্লডিয়ার সঙ্গে দেখা করাটা ওর পক্ষে এখনও সম্ভব।

*　　　　*　　　　*

ঘড়িতে ঠিক চারটে। ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করতে করতে বাড়ীতে ফিরলো। লিণ্ডার বাবা দারুণ স্মার্ট ভদ্রলোক। সবেমাত্র লিণ্ডা তখন হেয়ার ড্রেসারের ওখান থেকে ফিরেছে। স্টিফেন দেখামাত্রই ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কচি কণ্ঠস্বরে বলে, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

ষ্টিফেনের বোন জেন ওর মাকে একটা চুমু খেলো। মেয়েটার বয়েস বছর ছয়েক। সামান্য লাজুক। বললো ও, 'আমার খুব ভাল লাগছে মা। তুমি আর বাবা কি কোথায় বেরিয়েছিলে?'

ইতিমধ্যে লিণ্ডার বাবা হাজির। দেখা মাত্রই হাসিমুখে অভিনন্দন জানালো বাবাকে। তারপর সবাই মিলে গোল হয়ে বসে নানা কথাবার্তা আরম্ভ করলো। এরই মধ্যে অ্যানা চা দিয়ে গেছে টেবিলে। সামান্য খাওয়ার শেষে লিণ্ডার ছেলে মেয়ে

দুটো ছুটোছুটি করছিল। বাবার সঙ্গে কথা বলছিল লিণ্ডা। কিন্তু ওর মনটা তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত।

একসময় কথা শেষে ওর বাবা ওখান থেকে বিদায় নিলো। অ্যানা তখন ছেলে মেয়ে দুজনকে নিয়ে খাওয়ায় বসেছে। লিণ্ডার এবারে বেরোবার পালা। সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে এমনসময় বেজে উঠলো ফোনটা। কার ফোন? পলের নয় তো? রিসিভারটা তোলার সময়ে ওর দেহটা সামান্য কেঁপে উঠলো। না পল নয়। মনিকার ফোন। সামান্য কিছু কথার পর ডেভিড আর লিণ্ডাকে খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলো মনিকা। লিণ্ডা রিসিভারটা রেখে সাননের দিকে তাকালো একবার। মনিকা আর জেকের ব্যাপাবে লিণ্ডার তেমন একটা আগ্রহী নয়। যাই হোক ডেভিডকে ব্যাপারটা একেবার জানাতে হবে।

হঠাৎ মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল লিণ্ডার। বাড়ীর বাইরে পা রাখলো ও। মাথাটা টিপটিপ করছিল ভীষণ। পল যে ফোন করেনি এটাই ওর ভাগ্য। কিন্তু তা সত্বেও কোথায় একটা জ্বালা অনুভব করছিল ও। ফোন করতে চাইল পলকে একবার। আরো একটা রাত। বিছানায় দুজন। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ব্যস তারপরেই আমার সব স্বাভাবিক! যাই হোক, ফোন না করাটাই ভাল মনে করলো ও।

পলের সঙ্গে ঘটনাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে ও কিছুটা আলাদা। পল অবশ্য একজন তেজী যুবক। ভীষণ ছটপটে, অন্যদের চেয়ে একটু অন্যরকম। ব্যাপারটা আকস্মিক ভাবেই ঘটে গেল। মনের গভীরে ডুব দিলো লিণ্ডা শেষ পর্যন্ত ভাবলো ডেভিড ওকে পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিতে করলো পারেনি। বলা যায়, ডেভিড ব্যর্থই হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা না ঘটার জন্যে ও মনে মনে সংকল্প করলো। ঠিক পলের সঙ্গে ঐ ঘটনার কথা মন থেকে মুছে ফেলবে। ওর স্বামী ডেভিডের কাছ থেকেই ও সুখ খুঁজে নেবে।

*　　　*　　　*

ঠিক নটা নাগাদ ক্লডিয়া বিউটিমেড প্রোডাক্টএর পার্টিতে এলো। সমস্ত সন্ধ্যেটাই ডেভিডের চোখ দুটো ওকে খুঁজে ফিরেছে। ওকে দেখতে পাওয়া মাত্রই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ডেভিড। কিন্তু বেশী এগোবার উপায় নেই। সাংবাদিক এবং অন্যান্য পাঁচজনের স্ত্রীর সঙ্গে তখন গল্প করছিল। ওখানে আরো একজন ছিল। সে হচ্ছে স্বয়ং লিণ্ডা। লিণ্ডাকে দেখামাত্র ক্লডিয়া মৃদু হাসলো। সে হাসিতে অস্পষ্টতা। ক্লডিয়া তখন ডেভিডের বদলে অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে কথবার্তা বলতে ব্যস্ত। অনেকেই তখন ক্লডিয়ার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী। কমলা রঙের পোষাকে অদ্ভুত সুন্দরী লাগছিল ওকে। বক্ষদ্বয়ের ওপরের অংশ প্রকট। চোখ দুটোয় কামনার নেশা মাখানো। জনৈকা নেড রাইস নামের এক মহিলা তখন ওর সংঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লাগছিল ডেভিডের।

ঠিক তখনই হলের আলো কমে এলো। ঘরের মাঝখানে একটা মঞ্চ। সেখানে একটা জোরালো আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জায়গাটা। ফিলিপ অ্যাবস্টন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ডিল। স্টেজ ছাড়া বাকি জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। গুঞ্জন তখন একেবারে থেমে গেছে। বিউটি মেড এর ব্যাপারে একটা দীর্ঘ বক্তব্য রাখলো ফিলিপ অ্যাবটসন। শেষ করা মাত্র সমবেত জনতার হাততালি পড়তে বিন্দুমাত্র দেরী হলোনা। এবারে বিউটি মেডকে সমবেত জনমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পালা।

ধীরে ধীরে স্টেজের পর্দা সরে গেল। দেখা গেল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ একটা স্নানাগার। বুদবুদে আবৃত সেটা। তারই ওপরে বসে আছে মোহময়ী ক্লডিয়া। পাতলা একটা সুন্দর পোষাক ওর দেহের খাঁজে খাঁজে একেবারে চেপে বসেছে। সেজন্যে ওকে সাবানের বুদবুদের ভেতরে একেবারে নগ্ন মনে হচ্ছিল। ফিলিপ অ্যাবটসন তখন মাইক্রোফোনে বিউটি মেড পরিচয় দিয়ে চলেছে।

ডেভিড মনের মধ্যে রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করলো। ক্লডিয়া সমবেত দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। হঠাৎ ক্লডিয়ার চোখ দুটো পড়লো সোজা ডেভিডের দিকে। সামান্য হেসে ক্লডিয়া দর্শকদের দিকে তাকিয়ে শুরু করলো ওর নিজের কথা বিউটি মেড এর কথা। সেই মহিলা নেড রাইস তখন লিণ্ডার কানের কাছে একটা অশ্লীল মন্তব্য করেছে। নেড লিণ্ডার দিকেও একবার তাকিয়ে বলে উঠলো, 'চমৎকার একটা ছোট্ট বস্তুর মতো লাগছে ওকে? তাইনা?'

লিণ্ডা একভাবে তাকিয়েছিল সেদিকে। কিন্তু সে দৃষ্টিতে শুন্যতা। ওর মনটা তখন পড়েছিল অন্য আর একটা ঘরের মধ্যে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো পলের মুখ।

এদিকে ক্লডিয়া অর্থাৎ, বিউটি মেড এর নিজের কথা ততক্ষণে শেষ হয়েছে। সমবেত দর্শকেরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল ওকে। কয়েকজন মহিলা ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো। ধীরে ধীরে এতক্ষণে পর্দা আবার আড়াল নিয়ে চলে গেছে ক্লডিয়াকে। এবার আবার মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালো ফিলিপ অ্যাবটসন। ঠিক তখন মিসেস রাইস আর লিণ্ডার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ডেভিড চলে গেল সোজা স্টেজের পেছনদিকে। ঢুকতে যাবে তখনই সামান্য দ্বিধা হলো ওর। পরক্ষনেই ডেভিড ঢুকে গেল ভেতরে। ক্লডিয়া দাঁড়িয়েছিল। তোয়ালে দিয়ে সারা দেহটা মুছতে ব্যস্ত। ঘরটা বেশ ছোট। সেই ঘরের মধ্যে ক্লডিয়ার নিজের পোশাকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ক্লডিয়ার নিজের দেহে তখনো সেই চামড়ার রঙের পোশাক। বোঝা যাচ্ছিলনা একেবারে যে, ওটা সত্যিই পোশাক না ওর দেহের চামড়া। ডেভিডকে দেখে ভুরুটা কুঁচকে বলে ক্লডিয়া, 'কি ব্যপার?'

ডেভিড ওর কাছে এগিয়ে গেল। কাঁধে একটা হাত রাখলো ওর। তারপর বললো, 'আমি দুঃখিত, কোন প্রশ্ন নয়।'

ক্লডিয়া ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বলছো ?'

— 'হ্যাঁ' বলছি।

শোনা মাত্রই ক্লডিয়া ডেভিডের গলাটা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠলো। বললো, 'ঠিক আছে। ক্ষমা করে দিচ্ছি।'

ডেভিড তখন সামান্য ঝুঁকে ক্লডিয়ার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো। ওর দেহটা তখনো ভিজে। ধীরে ধীরে পোশাক খুলে দিলো ওর। তারপর···।

—'না, এখানে নয়। তুমি একেবারে বোকা।' ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো ক্লডিয়া। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে শেষ করলো, 'কেউ ভেতরে চলে আসতে পারে এখন। তোমাকেই তখন ভুল ভাবতে পারে।'

শোনামাত্র ওকে ছেড়ে দিলো ডেভিড। তারপর দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলো। ক্লডিয়া খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, 'তুমি সত্যিই ভীষণ দুষ্টু।'

ডেভিড এবারে সোজা এগিয়ে গিয়ে একটা হাত রাখলো ক্লডিয়ার স্তনে। কপট রাগে বলে উঠলো, 'সত্যিই তুমি শয়তান। যা ইচ্ছে তুমি করো তুমি অমি কিছু বলবোনা।' ডেভিড এবারে ধরলো ক্লডিয়াকে। নাঃ কারো আসার সম্ভাবনা নেই।

ছয়

অবশেষে লিণ্ডা আর ডেভিড মনিকার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। ততক্ষণে মনিকা আর জ্যাক আসর জমিয়ে পরস্পর গল্প করছিল। ওরা ছাড়াও আরো বেশ কজন ছিল ওখানে। মনিকার দেহটা রীতিমতো ভারি। বয়েস প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মুখটা কেমন অদ্ভুত। মেকআপে অবশ্য ওর বয়েস ঠিক ধরা যায়না।

মাথা জুড়ে একরাশ লালচে চুল। ভীষণ হালকা। কথা বলার ভংগীটা ভারী অদ্ভুত ওর। জ্যাক অবশ্য ওর ঠিক বিপরীত। ডেভিডের থেকে সামান্য বয়েসে বড়ো ও। ওর আর ডেভিডের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের বন্ধুত্ব। জ্যাকের নাকের নীচে পাকানো গোঁফ। ভারিক্কী মেজাজে পাইপ খাচ্ছিল একমনে।

লিণ্ডাকে পেয়েই চেপে ধরলো ওকে মনিকা। সবাই মিলে তখন ড্রয়িং রুমে। মনিকা ঘরের মধ্যেকার সবায়ের সঙ্গে লিণ্ডাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'ইনিই হচ্ছেন আমাদের সেই বিখ্যাত 'বোমা নিষিদ্ধ কর' মহিলা।'

লিণ্ডা একেবারে রীতিমতো বিব্রত। মনিকা ততক্ষণে উপস্থিত অন্যদের নাম বলতে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উঠলো একটা ছবির কথা। সেই ছবিতে নাকি যে মেয়েটা আছে লিণ্ডা তাকে সামান্য আগে দেখেছে। জ্যাক মেয়েটির নাম জানতে চাইলো। কিন্তু লিণ্ডা নামটা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলোনা। এমন সময় ডেভিডের সঙ্গে এগিয়ে এলো মনিকা। ডেভিডকে দেখে জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা ডার্লিং বিউটিমেড'এ যে কাজ করছে তার নামটা কি?'

ঠিক সেইমুহূর্তে ডেভিডের মনের মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ অপরাধ বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো 'কেন?'

ডেভিডের প্রশ্নে লিণ্ডা অবাক। বলে উঠলো, 'কোন কারণ নেই। এমনিই জানতে চাইছি।' তৎক্ষনাৎ ডেভিড নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'মেয়েটার নাম ক্লডিয়া পার্কার।'

জে গ্রসম্যান নামের একজন বলে উঠলো, 'এ নামতো কখনো শুনিনি।'

—'কি ব্যাপার?' ডেভিড আবার জিজ্ঞেস করলো। লিণ্ডা তখন ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তোমার মনে আছে ডার্লিং মেয়েটা বলছিল কনরাড লী'র একটা নতুন ছবিতে ও কাজ করবে। জে গ্রসম্যান ঐ ছবিটার পরিচালক। আমি ভেবে-

ছিলাম, নামটা ও জানে। ডেভিড নিস্পৃহ স্বরে বলে উঠলো 'কনরাড মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে। পছন্দ করে ওকে। এখনো কিছু ঠিক হয়নি।'

জে এবার মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'কনরাডটা অবশ্য এরকম ধরনেরই লোক। আসলে একজন মেয়ে এরই মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। ইতালীয়ান। নতুনই। বয়েস ষোলো হবে। অবশ্য সঠিক মেয়ে পেতে গেলে একটু হৈ চৈ হতেই পারে।

ডেভিড এবারে ওর দিকে তাকালো। প্রত্যেককেই সুখী লাগছিল। একমাত্র ঐ মেয়েটি ছাড়া। ওর মনেইতো ডেভিড আশা জাগিয়েছে। জে গ্রসম্যান কাঁধটা একবার ঝাঁকালো তার-পর নিজের স্ত্রী লরির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো। তার-পর বললো, 'সবাই ব্যাপারটা জানে। কিন্তু তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। কি তাইনা?'

ওর স্ত্রী আর গ্রসম্যান মাথাটা নাড়লো। কিন্তু কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলোনা। ভদ্রমহিলা দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু কিন্তু কেমন যেন প্রানহীন স্বভাবের। সাজানো একটা পুতুলের মত। তখন জে গ্রসম্যান বলে যাচ্ছিল, 'এইভাবেই লরির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও তখন অভিনেত্রী ছিল। আমারই একটা ছবিতে অভিনয় করতে চেলেছিল ও। কিন্তু তার বদলে পেয়েছিল আমাকে। ও আমার তিন নম্বর স্ত্রী। আগের দুজনও অভিনেত্রী। ওদেরও আমি ঐ একইভাবে পেয়েছিলাম। এখন আর অবশ্য ওদের কথা আমার মনে হয়না।'

ঠিক সেই সময়ে লরি একটু আদুরে গলায় বলে ওঠে, 'ডার্লিং আমি একটু ড্রিংক করতে চাই।'

—'নিশ্চয়ই খাবে। উঠে দাঁড়ালো জে। তারপর লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো। 'আপনি কি করবেন মিসেস কুপার?'

—'আপনি আপনাকে লিণ্ডাই বলবেন।' লিণ্ডা জে গ্রসম্যানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'জিনে আমার আপত্তি নেই।'

জে গ্রসম্যান সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই লিণ্ডার সামনে এসে দাঁড়ালো মনিকা। জড়িয়ে ধরলো লিণ্ডাকে নিয়ে যেতে লাগলো ওখানে উপস্থিত ওদের কয়েকজনের কাছে। পিছু নিলো লরিও। এগোলো ডেভিডও। যেতে যেতে লরিকে জিজ্ঞেস করলো ডেভিড, 'আমেরিকার কোন জায়গায় আপনি থাকেন ?'

—'আমি এসেছি জর্জিয়া থেকে। কিন্তু গত পাঁচবছর যাবৎ আমি এই হলিউডই আছি।' লরি অনেকটা নিস্পৃহভাবেই বলে উঠলো কথাটা।

ডেভিড মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল লরি গ্রসম্যানকে। ক্লডিয়ার চেয়ে বয়েস বেশীই হবে। সম্ভবত বছর সাতাশের মধ্যে। 'ভোগ' ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে যে তন্বী মডেলের ছবি দেখা যায় ঠিক সেরকমই দেখতে লরি গ্রসম্যানকে। সব ব্যাপারটাই নিখুঁত। ডেভিড লরির ওপরে একধরনের আকর্ষণ বোধ করলো। বিছানায় অবশ্য লরির আচরণ ঠিক কেমন কে জানে। ডেভিড জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'এখানে কতদিন আছেন ?'

—'কয়েকমাস আছি এখনো।'

বলেই চুপ করে গেল লরি। ডেভিড বুঝতে পারলো যে, কথার উত্তর দেওয়া ছাড়া ও নিজে থেকে কথা বলতে চাইছেনা। বেশ কিছুক্ষন নিস্তব্ধতা, তারপর ডেভিডই নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো, 'একদিন স্বামীকে নিয়ে আসুননা আমাদের বাড়ীতে। আপনাদের ডিনারে আমন্ত্রণ রইলো।'

লরি মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'বাঃ বেশ মজা করা যাবে।'

ইতিমধ্যে জে গ্রসম্যান মদের বোতল হাতে ফিরে এসেছে। ডেভিড মৃদু হেসে জানালো জে কে, 'আপনার স্ত্রী বেশ চমৎকার মহিলা।'

জে জিজ্ঞেস করলো ডেভিডকে, 'আপনার স্ত্রী গেল কোথায় ?'

বলে সামান্য থেমে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে আবার বলে

উঠলো, 'আমরা খুব শিগগির ক্যাণ্ডি ক্লাবের একটা পার্টিতে যাচ্ছি। ওখানে আমাদের কয়েকজন বাবুও থাকবে। আপনিও মিসেস কুপারকে নিয়ে আস্থননা।'

ডেভিড মৃদু বললো, 'চেষ্টা করবো।' কথাটা বলে ঘড়ির দিকে তাকালো ও। বারোটা। ক্লডিয়া এখন নিশ্চিন্ত মনে বিছানাতে। বাড়ী যাবার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল ওকে। জে'র কথাটা মনে পড়লো ডেভিডের। সেই সংগে লরির কথাও। এই ক্যাণ্ডি ক্লাবের ব্যাপারটা বেশ মজারই বলতে হয়। লরিও খুবই আকর্ষনীয়।

এদিকে লিণ্ডাকে নিয়ে জে ফিরেছে। মুখে হাসি। পারস্পরিক আলাপটা ওদের ভালই জমেছে বলে ডেভিডের মনে হলো। মনিকার চোখে তখন নেশার ঘোর। সেই ঘোরের মধ্যেই তাকিয়ে দেখলো ও, ডেভিড আর লিণ্ডা চলে যাচ্ছে। সঙ্গে গ্রসম্যানেরাও রয়েছে। ওরা সবাই ক্লাবের বাইরে এসে ডেভিডের গাড়ীতে উঠলো। লরি গ্রসম্যানের দেহে একটা জমকালো কোট। হঠাৎ ডেভিডের মনে পড়েলো ও ক্লডিয়াকে একটা কোট কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লিণ্ডা আর জে মেজাজে আলোচনা করছিল। বিষয় আমেরিকা আর ইংলণ্ডের মধ্যে তফাৎ। স্কুলের বাচ্চাদের পড়ানোর বিষয়। কথা শুনে বোঝা গেল জের তিনটে সন্তান। সব কটাই আগের বিয়ের। হঠাৎ ডেভিডকে বললো ও, বুঝলেন মিঃ ডেভিড আপনার স্ত্রী একেবারে পুতুলের মতো। স্থন্দরীতো বটেই এমন কি বুদ্ধিমতীও। লিণ্ডার মেজজেটা এখন অনেকটা প্রসন্ন। মাথার টিপটিপ ব্যাপারটা নেই। ক্লান্তি দূর করার জন্যে প্রচুর মদ খেয়েছিল ও। পলের চিন্তা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। জের সঙ্গে বেশ হাসিখুসি মেজাজেই কথা বলছিল লিণ্ডা।

অবশেষে ওরা পৌঁছেলো নাইট ক্লাবে। জে ঢুকলো রাজকীয় ভঙ্গীতে। অনেক আমেরিকান এভাবেই ঢোকে। ততক্ষণে কনরাড লীও উপস্থিত। লী বেশ লম্বা। দেহের ওজন একটু

বেশীই। ও আর্দ্ধেকটা ফরাসী আর বাকী অর্দ্ধেকটা শ্বেত রুশ। বয়েস অন্তত পঞ্চাশ। মাথা ভরা টাক। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীব্র। ওর দৃষ্টির সামনে অনেকেই অস্বাস্তি বোধ করে।

একটা টেবিলে ওর সঙ্গে আরো ছ'জন। ডেভিডদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। লরিকে দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরলেন তিনি। লিণ্ডার সঙ্গে পরিচয় হতেই তিনি লিণ্ডার হাতে একটা চুমু খেলেন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে মদের গন্ধ একটা। এদিকে ক্লাবের পরিচারিকা আরো কিছু বিয়ার এনে ঐ জায়গাতে রাখলো।

জে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করল ওর। কিন্তু বাজনা তখন দ্রুতলয়ে চলেছে। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল সারা হল জুড়ে। কিছুই শোনা যাচ্ছিলনা।

ডেভিড তাকালো একবার ক্লডিয়ার দিকে। ক্রোধের দৃষ্টিতে কপট রাগ। বসেছিল ও কনরাডের পাশেই। মনে হচ্ছিল অনেকটা মদ খেয়েছে ও। কনরাড লী বসার পরেই ওর কাঁধটা ধরে সামান্য রসিকতা করলো ও। কনরাডও পাল্টা রসিকতা করলেন ওর পোষাকের উপরের অংশ খানিকটা নামিয়ে দিয়ে। সঙ্গে ওর অপর দিকে আরো একজন যুবতী। ক্লডিয়াকে জড়িয়ে ধরার ঐ যুবতীকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। সেই যুবতীর নরম। পিঠের ওপরে চেপে বসেছিল কনরাডের শক্ত আঙ্গুলগুলো। বলে উঠলেন তিনি, 'ত্বজন চমৎকার মহিলাকে পেয়েছি আমি, আমাদের ফিল্মে এদের ব্যবহার করবো।'

জে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে একরার তাকালো লিণ্ডার দিকে। তার-পর মৃত্ব হেসে বললো, 'এবার আমার কথা শোনো।'

লিণ্ডা কিছুটা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, 'আমি ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি।'

জে জানালো, 'হ্যাঁ, ও বলা যায় হঠাৎই কাজ পেয়েছে।'

ক্লডিয়া এবারে পরিস্কার ভাবে তাকালো ডেভিডের দিকে। মদের নেশায় অচ্ছন্ন ছিল তখন। ওর মুখের ভাবটা নিস্পৃহ

রইলো। ক্লডিয়ার পাশেই একটা চেয়ার ফাঁকা ছিল। ডেভিড এগিয়ে গিয়ে ঐ চেয়ারটাতেই বসলো। তারপর নিচুস্বরে বলে উঠলো, 'তুমি সত্যিই একেবারে যাচ্ছেতাই। একেবার সোজা বাড়ী যাবার কথা ছিল তোমার।'

ডেভিডের কথায় অবাক হলো ক্লডিয়া, বললো, 'আমিতো বাড়ীই গিয়েছিলাম। তারপরই কনরাড লী আমাকে ফোনে ডাকলেন এখানে। আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন উনি। আমার ভবিষ্যতের কথাটাইতো আমি আগে ভাববো।'

ডেভিড খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি কিন্তু প্রচুর মদ খেয়েছো।'

ওরা যখন কথা বলছিল কনরাড লী সেখানে ছিলনা। ডেভিড বলে উঠলো আবার, 'তুমি কি ভেবেছ ক্লডিয়া। কনরাড তোমাকে ছবিতে সুযোগ দেবেন। ওর চেয়ে আমি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। এখন কিন্তু তোমাকে আমার বেশ্যা মনে হচ্ছে।'

ক্লডিয়া খানিকটা বিষন্ন মনে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, ওসব ছেড়ে দাও তুমি। আমি খুব দুর্বল বোধ করছি। তোমার মধ্যে একটা ঈর্ষা কাজ করছে আমি বুঝতে পারছি। তোমার এই অভিনয় আমি মেনে নিচ্ছিনা।'

ডেভিডের ইচ্ছে হলো ক্লডিয়াকে একটা চড় মারে। ক্লডিয়া তখন কিছুটা বিস্ময়ের ভংগীতে ওকে দেখছিল। ডেভিড আবার বললো, 'তুমিতো দেখছি অনেকের সঙ্গেই জোড় বেঁধে ঘুরে বেড়াও।'

—তাতে কি হয়েছে? তুমি কি একাই নাকি, যার সঙ্গে আমি ঘুরবো।' ক্লডিয়া আহত স্বরে বলে উঠলো। হঠাৎ পাশের যুবতী ডেভিডের হাতটা ধরে বলে উঠলো, 'আপনিও কি এই ছবির প্রযোজক?'

—'না।' ডেভিড অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলো।

কনরাড লী নাচতে গেছিলেন লরি গ্রসম্যানের সঙ্গে। নাচার

শেষে ওরা আবার টেবিলে ফিরে এলো। ততক্ষনে ডেভিড উঠে দাঁড়িয়েছে। লরি বেশ লম্বা। ডেভিড ক্লডিয়ার চোখের দিকে তাকালো। সে চোখদুটোয় খানিকটা ঈর্ষা মেশানো। লরি গ্রসম্যানের হাতটা ধরলো ডেভিড। তারপর মৃদু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আর একবার নাচলে কেমন হয় ?'

ক্লডিয়া তাকালো ডেভিডের দিকে দৃষ্টিতে বিরক্তি মেশানো। তারপরেই ক্লডিয়া কনরাডের দিকে। মুখে মৃদু হাসি। চোখদুটো জুড়ে একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। এদিকে লরি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, 'বাঃ চমৎকার হবে।'

বলেই ডেভিডের হাত ধরে নাচার জন্য এগিয়ে গেল সামনের দিকে। সন্ধ্যো ক্রমশঃ ঘন হয়ে রাত পরিবর্তিত হচ্ছে। এক-নাগাড়ে ক্লডিয়া মদ খেয়ে চলেছে। পাশেই কনরাড লী। লী ওকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরলেন।

ওদিকে লিণ্ডা জে গ্রসম্যানের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে যাচ্ছিল।

লরি ততক্ষণে ফিরে এসে বসেছে। কথা একেবারেই কম বলছে ও। ডেভিডের চোখদুটো বারবার ক্লডিয়া আর কনরাড লীর দিকে চলে যাচ্ছে। মাঝে একবার লরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেষ্ঠা করলো ডেভিড। ক্লডিয়ার নজরে ব্যাপার পড়ুক এটাই চাইছিল ডেভিড।

রাত দুটো। লিণ্ডার হাই উঠছিল। ডেভিডকে ক্লান্ত ভাবে বলে উঠলো ও, 'এবার চলে গেলে ভাল হয়। আমি খুউব ক্লান্ত।'

এদিকে কাউকেই মনে হচ্ছিলো না যে, ওখান থেকে চলে যেতে উৎসাহী। সুতরাং সবাইকে বিদায় জানানো ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই। জে গ্রসম্যান ওদের সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত আসতে চাইলো। ফোন নাম্বারটা নিলো ওর। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলো ওদের কাছ থেকে।

গাড়ীতে লিণ্ডা চোখ বন্ধ করে বসেছিল। ডেভিডের কথা

বলতে একদম ইচ্ছে হচ্ছিলনা কিন্তু লিণ্ডাকে খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বলে উঠলো ও, 'তোমার সঙ্গে ঐ ডিরেকট্‌র মশায়ের ভালোই জমে উঠেছিল, কি বলো ?'

লিণ্ডা চোখটা খুলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'তোমার সঙ্গে যেমন ঐ মডেল মহিলার জমে উঠেছিল।'

ডেভিড পেছনে তাকালো একবার। চোখের দৃষ্টি বিরক্তিমাখা সেই অবস্থাতেই বললো ও, 'আমি ওর সাথে তেমন একটা কথা বলিনি। তোমার ধারণা ভুল···।'

লিণ্ডা জবাবে বলে উঠলো, 'ডেভিড, তুমি যদি কথাই না বলতে তাহলে কনরাডের সঙ্গে যখন মেয়েটা ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলছিল, তখন ওরকম ভাবে তাকাচ্ছিলে কেন ?'

কিছুক্ষণ বিরতি। তারপর লিণ্ডা আবার বলে উঠলো, 'তুমি ওই মহিলার সঙ্গে কোনোদিন বেরোওনি ?'

সজোরে গাড়ীটা স্টার্ট দিলো ডেভিড। তারপর মনে মনে ভাবলো লিণ্ডার প্রশ্নটা ভীষণ রকম সাংঘাতিক। লিণ্ডাই আবার নীরবতা ভাঙলো, 'তুমি ওর ওপরে একটু বেশীমাত্রায় উৎসাহী।'

—'ও আমাদের কোম্পানীতে কাজ করে লিণ্ডা। আমি শুধু ওর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা ভাবছি।' লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ-স্বরে জবাব দিলো ডেভিড। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে তুজনেই নিশ্চুপ। গাড়ির মধ্যে রেডিও চালিয়ে দিয়েছে ডেভিড। বেশ কিছুক্ষন কাটলো। গাড়ীটা তীব্র গতিতে চলছে। লিণ্ডা সামান্য নরম হয়ে বললো, 'ডার্লিং গোলমালটা ঠিক কোথায় হয়েছে, বলতো ? আমরা যেন পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশঃ।'

ডেভিড রেডিওটা বন্ধ করে দিলো। তারপর বললো, 'আমাদের মধ্যে দূরত্ব বলে কিছু আছে কি ?'

লিণ্ডা গাড়ীটার বাইরের চলন্ত দৃশ্যাবলী উপভোগ করছিল। ক্রমশঃ অন্ধকার নামছিল। ঘন আরো ঘন হয়ে চেপে বসেছিল যেন। ডেভিডের কথাই একমনে ভাবছিল লিণ্ডা। ডেভিড এক-

সময় বললো, 'লিণ্ডা, আমার ধারণা তুমি ভীষণ ক্লান্ত। আর সেজন্য তুমি খানিকটা রুক্ষও বটে।'

—'তাই নাকি!' লিণ্ডার দু'চোখে তখন একটা বিস্ময়। কিছুটা আহত বুঝি বা। ধীরে ধীরে দু'চোখ বাস্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো ওর। কোনরকমে রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো লিণ্ডা, 'বলোতো ডেভিড তুমি শেষ কবে আমাকে আদর করেছো?'

ডেভিড সংক্ষিপ্তভাবে বলে উঠলো, 'এই ব্যাপার।'

লিণ্ডা চোখের জল সংযত রাখাবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলো আবার, 'না। এটাই সব নয়। এটা আরো অনেক কিছুর মধ্যে একটা অংশ বলতে পারো।'

ততক্ষণে ডেভিড গাড়ীটাকে রাস্তার একেবারে একটা ধারে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে। লিণ্ডা ওর দিকে তাকিয়েছিল। গাড়ীটা থামিয়ে ডেভিড ওর দিকে তকেলো একবার। কি বলা যায় লিণ্ডাকে। লিণ্ডাকে সত্যিই আর আগের মতো মনে হয়না। ওর রক্তে আর তেমন ভাবে জ্বালা ধরতে পারেনা লিণ্ডা। সত্যিই লিণ্ডা বলেছে ঠিকই। দূরত্ব ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই তৈরী হয়েছে। লিণ্ডা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো। 'ডেভিড। আমাদের হনিমুনের কথা তোমার মনে আছে?'

মনে অছে। সেই হনিমুনের কথা এখনো ভুলেনি ডেভিড। স্পেনের সেই দিনগুলোর কথা চেষ্টা করলেও ভোলা সম্ভব নয় ডেভিডের পক্ষে। তখন লিণ্ডার সঙ্গে প্রতিটি রাতই ছিল উষ্ণ আর মাদকতায় ভরা। লিণ্ডা তখন সরল নিষ্পাপ এক যুবতী ডেভিডের ভেতর উচ্চাকাঙ্খা আর কামনা একই সংগে জাগিয়ে তুলেছিল ঐ লিণ্ডা। ডেভিড মৃদুস্বরে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ লিণ্ডা সেই হনিমুনের কথা আমার এখনো মনে আছে।'

লিণ্ডা কাতরস্বরে বলে উঠলো, 'আবার কি তুমি সেই আগের মতো হতে পারোনা?' আমরা দুজনে সেই দিনগুলোতে কি যেতে পারিনা?'

ডেভিড শান্ত ভাবে লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো। 'লিণ্ডা, আমাদের দুজনের তারপর থেকে দশ দশটা বছর চলে গেছে। স্থিরভাবে কোনো জিনিস একই জায়গায় থাকেনা। থাকতে পারেনা।'

লিণ্ডা ভাবলো কথাটা ঠিকই, পলকে মনে পড়লো ওর। ঐ যুবক লিণ্ডার সেই দশটা বছর কমিয়ে দিয়েছিল। পলই ওকে আবার আকর্ষণীয়া আর কামনাময় করে তুলেছিল। প্রত্যাশা বাড়ি দিয়েছিল ওর। ডেভিড নিস্পৃহভাবে লিণ্ডাকে বলে উঠলো, 'লিণ্ডা, চলো বাড়ী যাওয়া যাক। আমি কাল একটু ভোরে দিকেই অফিসে বেরোবো।'

—'তাই চল।'

লিণ্ডা গভীর ভাবনার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ক্রমশঃ। ডেভিড একবারও ওকে তীব্রভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিলোনা। আদর করার ইচ্ছেটুকুও প্রকাশ করলোনা ও। গাড়ী আবার চলতে শুরু করেছিল। এখন ওদের দুজনের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। আড়ষ্ট বোধ করলো লিণ্ডা। বাড়ী ফিরে মামুলি কিছু কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা হলোনা ওদের মধ্যে। প্রথমেই স্নান করে নিলো ডেভিড। লিণ্ডা একটা হালকা পোষাক পড়ে ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। মনের মধ্যে ওর তীব্র ইচ্ছে জাগলো, ডেভিড ওকে আবার তেমন ভাবে ভালবাসুক। আদর করুক পাগলের মতো।

কিন্তু না। ডেভিড সেসব কিছুই করলোনা। স্নান সেরে একটা হালকা পোষাক পরে লিণ্ডার পাশিপাশি শুয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলো ডেভিড। তারপর ছোট্ট করে জানালো 'শুভরাত্রি'। লিণ্ডা শুনলো। খানিকক্ষণ বাদেই লিণ্ডা বুঝতে পারলো ডেভিড ঘুমে অচেতন। লিণ্ডার চোখদুটো তখন বাষ্প। মনের মধ্যে অন্ধকারটা আরো চেপে বসতে লাগলো। তীব্র একটা ক্রোধে জ্বলে উঠলো ওর চোখ দুটো। নিস্ফল আক্রোশে বালিশটা খামচে

ধরলো লিণ্ডা। দু'চোখে বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিলো বালিশ। রাত আরো গভীর হয়ে নামছিল।

পরের দিন সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ডেভিডের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা সাতটা। উঠে মুখটা ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিলো প্রথমে। তারপরে ভালকরে স্নান শেষে পোষাক পড়ে নিলো ও। লিণ্ডা তখনও গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে। ওকে একবারও ডাকলোনা ডেভিড।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো লিণ্ডার। বিছানার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল জেন। ওর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নিলো লিণ্ডা। উঠে পড়লো ও। সময় ক্রমশঃ এগোছিল। লিণ্ডা ঘরের কিছু বাকী কাজকর্মে মনোযোগ দিয়েছে। সকালটা ক্রমশঃ এই ভাবেই কাটতে লাগগো লিণ্ডার। পরের দিন ছেলেমেয়েগুলোর স্কুল আছে। সেজন্যে বেশ কিছু কাজ করার ছিল ওর। বিন্দু মাত্র অবসর ছিলনা ওর। ওদের কথা ছিলো ও, বিকেলের দিকে ওদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবে। পলের কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোনো খবরই তো আর পাওয়া যায়নি। লিণ্ডার মনের ভেতর তখন এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। একই সংগে ভালো আর খারাপ লাগা মেশানো।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তীব্র কাজের চাপে লিণ্ডা অনেক কিছুই ভুলে ছিল। বিকেলে বাচ্চাদের নিয়ে থিয়েটার দেখে এলো ও। বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র ডেভিডকে মনে পড়লো ওর। ফোন করলো ওকে। কিন্তু ডেভিডেকে পাওয়া গেলনা। অফিসেই নেই। রিসিভারটা নামাতে ফোনটা বেজে উঠলো আবার। নিতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো যার কণ্ঠস্বর সে হচ্ছে জে গ্রসম্যান। ফোনে জানালো লিণ্ডাকে, 'লিণ্ডা, তোমার স্বামীকে নিয়ে আজ রাতে চলে এসো। এখানেই সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করা যাবে।'

লিণ্ডা মৃদু হাসলো। তারপর বললো, আপনি বরং আর

একটু পরে ফোন করবেন, ডেভিডের অফিসের ফোন করে আগে জেনে নিই। কিন্তু সামান্য পরে ফোন করেও ডেভিডকে পাওয়া গেলনা।

আর ফোন করলোনা লিণ্ডা। এইভাবে ক্রমশঃ কেটে গেল সময়। ঠিক সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ অবশেষে ডেভিড ফোন করলো। 'লিণ্ডা আজ আমার ফিরতে দেরী হবে।'

—'কত দেরী ?'

ডেভিড আবার জানালো, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে রাত বারোটাতো হবেই।' লিণ্ডা জানাতে চাইলো, 'কোথায় যাবে তুমি ?'

ও প্রান্তে ডেভিড বিরক্ত স্বরে জবাব দিলো, 'এতো জেরা করছো কেন ?'

শান্তভাবেই লিণ্ডা উত্তর দিলো ওকে, 'জেরা করছিনা। কিন্তু এতো দেরী হবে কেন সেটাই ভাবছি।'

এরপরে বেশ কিছুক্ষণ উভয় প্রান্তেই নিস্তব্ধতা। তারপর ডেভিড নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠলো, 'তুমি নিশ্চই ভাবতে পারো' তবে মিঃ ফিলিপের সঙ্গে আজ আমার একটা দীর্ঘ মিটিং আছে।'

লিণ্ডা খানিকটা থামলো তারপর মৃদু হেসে বললো, 'শোনো, তুমি ওকে নিয়ে এখানেই চলে এসো না। তোমাদের আমি খাবার পরিবেশন করবো।'

—'না না ঠিক আছে। কারোর দরকার নেই।' ডেভিড বলে উঠলো। লিণ্ডা বিষণ্ণ স্বরে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, তাই হবে।'

ডেভিড হঠাৎ জানতে চাইলো, 'বাচ্চারা কেমন আছে ?'

উত্তরে জানালো লিণ্ডা, 'ভালোই। কাল স্কুলে যাবে ওরা। মেজাজে ওদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা।'

—'ওদের আমার চুমু দিও।' ডেভিড বলে উঠলো আবার, 'বিদায়।'

—'বিদায়।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো লিণ্ডা। মনের মধ্যে

একটা চাপা হতাশা। ক্লান্তিতে হাই উঠলো ওর। এরপরই ফিলিপের বাড়ীর নাম্বারে ফোন করলো ওকে। বাড়ীতে ছিলনা ফিলিপ। পরিবর্তে ভেসে এল মেরির কণ্ঠস্বর।

লিণ্ডা মৃদু হেসে জানালো মেরীকে, মেরী তুমি ফিলিপের অফিসের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারো?'

—'অবশ্যই পারি।' মেরি জবাব দিলো। বিস্মিত কণ্ঠস্বরে বললো ও যে কোনো সময়ে বাড়ী আসতে পারে। তুমি ওখানে ফোনে পাবেনা ওকে।'

ওর কথায় অবাক হয়ে লিণ্ডা প্রশ্ন করলো আবার, 'ওরতো ডেভিডের সঙ্গে একটা দীর্ঘ মিটিং আছে। আসবে কি করে?'

—'না না ওসব কিছু নেই।' মেরী বলে উঠলো, 'হয়ত এতোক্ষণে ও বেরিয়ে পড়েছে। ওর মা এখানে অপেক্ষা করছে। ওর মায়ের সঙ্গে খাবার কথা।'

লিণ্ডা এবার কিছুটা বিস্মিত। কিছুটা বুঝি আহতও, বলে উঠলো, 'মেরী আমারই হয়ত কোথাও একটা ভুল হয়েছে। কিছু মনে করোনা।'

মেরী বলে উঠলো, 'পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ফিলিপের। ফোন রাখছি লিণ্ডা।'

লিণ্ডাও রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো বেশ খনিকক্ষণ। ডেভিড ওকে শেষপর্যন্ত মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু মিথ্যে কথা ওকে কেন বললো ডেভিড কতোদিন ধরেই বা ব্যাপারটা চালাচ্ছে? এখন কি ডেভিড ওকে বিশ্বাস করেনা। অবিলম্বে কারণটা খুঁজে বের করা উচিত নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে অন্য কোনো নারীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আকস্মিক ভাবেই নিজেকে খুব দূর্বল বোধ করলো লিণ্ডা। ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠলো ফোন। রিসিভারটা কানে দিতেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ফিলিপের, 'হ্যালো লিণ্ডা কি ব্যাপার তোমার?'

একরকম জোর করেই কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো

ও, 'না না তেমন কিছু নয়। ডেভিড এখন কোথায় সেটাই ভাবছি। তোমার কাছে নেই বলেইতো মনে হচ্ছে।'

ও প্রান্তে ফিলিপকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলো। বললো, 'হুঁ ডেভিড নেই এখানে। কিন্তু তোমাকে এ'ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করতেও পারছিনা। ওতো একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়েছিল।'

ফিলিপকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলো লিণ্ডা। ব্যাপারটা তাহলে এই! প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেছি। রাত করে বাড়ী ফেরা কিংবা ব্যবসার নামে বাইরে যাওয়া এ সবই মিলে যাচ্ছে। ওর ওপরে ডেভিডের একেবারেই শারীরিক আসক্তি নেই। হঠাং পলের মুখটা ওর চোখে ভেসে উঠলো। তখনই ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সব পুরুষই সমান মনে হচ্ছিল ওর। দেহের প্রয়োজন মিটলেই শেষ। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো লিণ্ডা। এই মুহূর্তে নিজেকে ওর মনে হলো এক অসহায় নিঃসঙ্গ নারী। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। লিণ্ডার দু'চোখে সবকিছু অস্পষ্ট।

সাত

মঙ্গলবার বেশ ভোরের দিকেই ঘুমটা ভাঙলো ডেভিডের। প্রথমেই যেটা মনে এলো ওর তা হচ্ছে বাইরে গিয়ে ক্লডিয়াকে একটা ফোন করা দরকার। এখন ঘড়িতে ঠিক সাতটা। লিণ্ডা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ফোন এইসময়ে করা যায়। কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বিরত থাকলো ও।

তার পরিবর্তে ভাল করে দাড়ি কামালো। তারপর দ্রুত পোশাক পরে নিলো। শেষে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। সোজা এসে

পৌঁছোলো বেকার স্ট্রীটে। সেখান থেকে ফোন করলো ক্লডিয়ার ফ্ল্যাটে। প্রথমটায় কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। আবার নতুন করে ডায়াল করলো ডেভিড। তখনও কোনো উত্তর এলোনা ও প্রান্ত থেকে। একটানা বেজেই যাচ্ছিল একঘেয়ে ভাবে।

সম্ভবতঃ ক্লডিয়া বাড়ীতে নেই। কিংবা গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে হয়তো। গাড়ীতে এসে উঠে পড়লো ডেভিড। তারপর সোজা চলে এলো ক্লডিয়ার ফ্ল্যাটে। বেলটা টিপলো। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেলনা বাড়ীর ভেতর থেকে। খানিকক্ষণ ফ্ল্যাটটার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো ও। শেষে ব্যর্থ মন নিয়ে সোজা চলে এলো অফিসে। অফিসে থেকে আধঘণ্টা পরেই আবার ফোন করলো ওকে। এবারেও পেলোনা অবশেষে এগারোটা নাগাদ ফোনে সাড়া পাওয়া গেল। তবে ক্লডিয়ার নয়। ওর বাড়ীর রাঁধুনি মিস পার্কারের! মিস পার্কারের কথায় জানা গেল ক্লডিয়া বাড়ীতে নেই। ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলো ও। ভাবলো তাহলে কি ও কনরাড লীর কাছে। একই বিছানায় কনরাডের সঙ্গে ও শুয়ে আছে এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করবার চেষ্টা করলো ও।

এর পরেও বেশ কবার ও ক্লডিয়াকে ফোন করলো। কিন্তু কোনোবারেই ওকে পাওয়া গেলনা। অবশেষে চারটে নাগাদ অফিসে থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো ক্লডিয়ার ফ্ল্যাটে।

বেল টিপতেই খুলে গেল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ক্লডিয়া। দু'চোখে বিস্ময়। ডেভিড্‌কে ভেতরে আসতে বললো ও। ওর পেছনে পেছন ভেতরে ঢুকলো ডেভিড। সজোরে একটা টেপরেকর্ডার বাজছিল। টেবিলের ওপর রাখা ছিল মদ। ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করলো ডেভিডকে, 'তুমি মদ খাবে?'

নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো ডেভিড, 'এখন বিকেল চারটে।'

ক্লডিয়া নিজে অবশ্য মদ নিলো সিগারেটও ধরালো একটা।

ছ'একটা টান দিয়ে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বলবে বলো ?'

—'অনেক কিছুই তো বলার আছে।'

ডেভিড অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। ওর কথায় সজোরে হেসে উঠলো ক্লডিয়া। তারপর হঠাৎই থেমে স্বাভাবিক ভাবে বলে উঠলো, 'আমিতো তোমাকে আগেই বলেছি যে কোনোরকম বন্ধনে আমি যেতে চাইনা। আমাকে কেউ উপদেশ দিক এটা আমি চাইনা।'

ডেভিড অস্থির মেজাজে একবার মাথাটা নাড়লো। বললো, 'আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছিনা। তোমার এখনকার কথাগুলো ঠিক একটা বেশ্যার মতো।

ক্লডিয়া বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল। সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল নিজের মনে। ডেভিডের কথার জবাব শান্ত ভাবেই দিল ও, 'আমি খুব চমৎকার মেজাজে আছি। কিছুতেই সেটা নষ্ট হবেনা। তুমি এসব বললেও না।'

কথাটা বলেই ক্লডিয়া একেবারে চিৎ হয়ে টান টান ভাবে শুলো। স্তনের আভাস প্রকট। গায়ে শুধু একটা সোয়েটার ছিল ক্লডিয়ার। ডেভিডের রক্তে তখন উন্মাদনা। ক্লডিয়ার উন্মত্ত যৌবনকে কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্খা। ক্লডিয়া শুয়ে শুয়ে বলে উঠলো, 'কনরাড লী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি আমার জন্য অনেক কিছুই করবেন।' ডেভিড তাকালো ক্লডিয়ার দিকে। তারপর বিদ্রুপ করে বললো, 'অনেক কিছুই করবেন উনি তা জানি। তবে তা করবেন বিছানাতে।'

—'কেন ? ওর নতুন ছবির জন্য আমার পরীক্ষা নেবেন উনি।'

—'ওসবের কোনো মূল্য নেই।' ডেভিড বিরক্তি নিয়েই বলে উঠলো। ক্লডিয়া মৃদু হেসে ডেভিডকে বলে উঠলো, 'ডেভিড তুমি ঈর্ষায় ভুগছো। আমি নায়িকা হতে চলেছি। আর সেটা কন-

রাডেরই কল্যাণে। অপেক্ষা করো। তারপর ব্যাপারটা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে। বুঝেছ।'

—'তুমি সত্যিই বোকা ক্লডিয়া। আসলে ফিল্ম করাটা ওর অজুহাত। এই সুযোগে তোমার মতো মেয়েদের পাকড়াও করাটা ওর হবি।'

ক্লডিয়া গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, 'আমিতো বালিকা নই। রীতিমতো সাবালিকা। বুঝি সবই। ডেভিডের সঙ্গে ক্লডিয়ার তর্কবিতর্ক সেখানে শেষ হলো। হঠাৎ ক্লডিয়া বিছানা থেকে উঠে এসে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নীচুস্বরে মৃদু হেসে বললো, 'ডেভিড, তোমার মতো কিন্তু কেউ নয়। হবেওনা কেউ।'

বিছানায় যাবার ফুরসৎ পেলো না ডেভিড। ক্লডিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে নীচেই শুয়ে পড়লো। ডেভিডের সারা দেহটা জুড়ে রক্তের কলরোল। ক্লডিয়াকে চেপে ধরলো ও। তারপর চুমু খেলো ওকে। ক্লডিয়া আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আদুরে কণ্ঠস্বরে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমি কাজের ব্যপারে অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘুরি বটে কিন্তু ভালোবাসা একমাত্র তোমারই ডেভিড।'

সামান্য থামলো ক্লডিয়া। তারপর ডেভিডকে আঁকড়ে ধরে আবার বললো, 'কনরাড লী তো একটা বুড়ো ভাম। আসলে আমি ওর ফিল্মে সুযোগ পেতে চাই। ভীষণ ভাবেই চাই। আমার প্রতিজ্ঞা কথাতো তোমাকে বলেছি আমি।'

ডেভিডের একটা হাত তখন ক্লডিয়ার নিটোল আর নরম স্তনের ওপর খেলা করছিল। অস্ফুটে বলে উঠলো ডেভিড, 'তুমি ভীষণ সুন্দর। তোমার সঙ্গে সবসময়ে থাকতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

'শোনো ক্লডিয়া, তুমি ওর ছবিতে কাজ করো কিন্তু ওর সঙ্গে শোবেনা। এটা আমার একান্ত অনুরোধ।'

ডেভিডের কথায় মৃদু হেসে ক্লডিয়া ওকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে ধরলো। একটা তীব্র আনন্দের শিহরনে জেগে উঠতে লাগলো

দুজনেই। ক্লডিয়া বলে উঠলো একবার, 'আচ্ছা ডেভিড, তোমার স্ত্রী খুব সুন্দরী তাই না।'

জবাব দিলো ডেভিড, 'লিণ্ডা সুন্দরীই।'

ডেভিড এর জবাবে চুপ করে রইলো। নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে আগ্রহই দেখালোনা ও ক্লডিয়ার কাছে। শেষে নিস্পৃহভাবে জানালো, 'সম্ভবতঃ তিরিশের মতো। ঠিক জানিনা।' ক্লডিয়া মৃদু বলে উঠলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতো, আমি যখন বছর তিরিশেক মতো হবো তখন আমাকে দেখতে কেমন হবে?'

ডেভিড ইতস্ততঃ করছিল কিন্তু হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। জবাব দেয়ার দায় থেকে তখনকার মতো বেঁচে গেল ও। ক্লডিয়া ততক্ষনে হাতটা বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়েছে।

—হ্যালো শব্দটা বেশ নীচু স্বরে বলে উঠলো ক্লডিয়া। তারপর আড় চোখে একবার ডেভিডের দিকে তাকালো। মনে হলো ওর ডেভিড বুঝতে পারেনি কে ফোন করেছে। ক্লডিয়া তখন বলে চলেছে, 'হ্যাঁ, আমি ওটা জানি। কিন্তু সময়টা কখন। রিসিভারটা কানের সঙ্গে চেপে ধরে একটা সিগারেট নিলো টেবিল থেকে ক্লডিয়া। তারপর সেটা ধরিয়ে একটান দিয়ে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে। কালকে দেখা হবে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ক্লডিয়া। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার, চলো কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি দুজনে।'

ডেভিড ও কথায় না গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইলো, 'কে ফোন করেছিল?' ক্লডিয়া সামান্য চুপ করে থাকলো। তারপর ধীর কণ্ঠস্বরে বললো, 'আমার এজেন্ট ফোন করেছিল। আগামীকাল ও আর ওর স্ত্রীর সঙ্গে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে। আরো কিছু প্রশ্ন করলো ডেভিড। কোনো দ্বিধা না করেই একের পর এক জবাব দিচ্ছিল ক্লডিয়া। কিন্তু তা স্বত্বেও ডেভিডের মনে হচ্ছিল ক্লডিয়া ওকে সঠিক কথা বলছেনা। শেষে ডেভিড

বলে উঠলো, 'ঠিক আছে ক্লডিয়া, তুমি রেডি হয়ে নাও। আমি টেবিল বুক করছি।'

ক্লডিয়া যাবার আগে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে হালকা ভাবে একটা চুমু খেলো। ডেভিড ওর নিতম্ব সজোরে চেপে ধরলো। খিল খিল করে হাসতে হাসতে ডেভিডের কবল মুক্ত হয়ে ছুটে পালালো ক্লডিয়া। একেবারে সোজা বাথরুমে। ডেভিড একাই বসেছিল। রেস্তোরায় একটা টেবিল বুক করলো ফোন করে। তারপর সামনে রাখা সন্ধ্যার খবরের কাগজটা উলটে পালটে দেখতে লাগলো ও। হঠাং লিণ্ডার মুখটা সামনে ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছিল ডেভিডকে। হঠাংই ও লিণ্ডাকে ফোন করলো একবার। প্রথমেই খোঁজ নিলো বাচ্চাদের। তারপর নিজের সম্পর্কে একগাদা অসত্য কথা বলে ফোনটা রেখে দিলো ও!

চুপ চাপ বসে ছিল খানিকক্ষণ ডেভিড। ক্লডিয়া প্রস্তুতি হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। এরপর রেস্তোঁরার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লে দুজনে। গাড়ী ছুটে চললো তীব্রবেগে। গাড়ী চালাতে চালাতে ডেভিড ভাবলো কাজটা বোকার মতো হলো। এখন লিণ্ডার চোখে পড়ে যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। ক্লডিয়ার দিকে তাকালো একবার। ও তখন রেডিওর নবটা ঘোরাতে রীতিমতো ব্যস্ত। ডেভিড ইতস্তত করে বলে উঠলো, ভাবছি অন্য জায়গাতে গিয়ে খেলে কেমন হয়?'

—'কেন? তুমি তো বুক করেছ? এখন হঠাং এতো কুণ্ঠা…?'

সামান্য থামলো ক্লডিয়া। মুখে বিরক্তি ভাব। দলে উঠলো ও, 'তুমি বরং আমাকে কোনো ক্লাবে নামিয়ে দাও। গোপনীয়তা আমার একেবারে পছন্দ নয়।'

ডেভিড একবার তাকালো তারপর বললো, 'ঠিক আছে চলো ওখানেই যাওয়া যাক!' লিণ্ডা দেখতে পেলে তখন ভাবা যাবে এটাই ডেভিড ভাবলো।

অবশেষে ওরা দুজনেই পৌঁছালো রেস্তোঁরাতে। বেশ ভিড় ছিল যায়গাটা জুড়ে। ওরা হলে ঢোকা মাত্রই প্রধানা পরিচারিকা সবিনয়ে জানালো ওদের, এক্ষুণিই ওদের জন্য টেবিলের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। অতএব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হলো ওদেরকে। অনেক পরিচিত ক্লডিয়াকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

হঠাৎই এক কিশোরী এগিয়ে এলো ক্লডিয়ার দিকে। সঙ্গে আরো একটা কিশোর। কিশোরীটি খুবই রোগা। রোদে পোড়া চেহারা। তা সত্বেও ওকে দেখতে খুবই সুন্দরী লাগছিল। ক্লডিয়াকে বললো কিশোরী, 'তুমি ছিলে কোথায়? অনেক বছর তোমার দেখা পাইনি।'

কথাটা বলেই সঙ্গের ছেলেটিকে ক্লডিয়ার ঠিক সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো ও। ওকে দেখে রীতিমতো বিস্মিত ক্লডিয়া। পর-ক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ডেভিড, এর নাম শার্লে।'

শার্লের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইনি হচ্ছেন ডেভিড কুপার। আমার পুরোনো বন্ধু।'

শার্লে মৃদু হেসে রোদে পোড়া হাতটা ডেভিডের দিকে বাড়িয়ে দিলো। ডেভিডও মৃদু হেসে করমর্দন করলো ওর সঙ্গে। ক্লডিয়া আবার জানলো, 'ডেভিড, শার্লের ফিয়াঁসের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়াটা উচিত। উনি হলেন মহাশয় জেরেমি ফ্রান্সিস।'

জেরেমি এগিয়ে এসে ঘাড়টা বাঁকালো একবার। তারপর বলে উঠলো, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম।'

ক্লডিয়া সবাইকে বসতে বললো। আরো জানালো, 'এসো তোমরা বসো। একসঙ্গে মদ খাওয়া যাবে।'

সুতরাং ওদের জন্য অতিরিক্ত চেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। বসলো ওরা দুজনে। জেরমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। ও বেশ লম্বা। টেবিলের নীচে ওর হাঁটুটা ডেভিডের পায়ে ঠেকছিল

বারবার। শার্লে মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'আমরা শিগগির বিয়ে করতে চলেছি। আমাদের পারিবারের সবাই জানে।'

বলে ক্লডিয়াকে একটা আংটি দেখালো শার্লে। ক্লডিয়া হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে বলে উঠলো, 'সত্যিই খুব সুন্দর আংটিটা। 'তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি খুব খুশী।'

শার্লে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে তোমরা কেন এসেছ?'

বলেই ডেভিডের দিকে তাকালো। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। মৃদু হাসলো ক্লডিয়া। তারপর শার্লের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি তো জানো শার্লে বিয়ের ব্যাপারটায় আমি কি ভাবি। যাইহোক একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, 'জেরেমি কি তোমার প্রেমিক?'

এই কথায় জেরমি ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলো। ইতিমধ্যে ডেভিড আর ক্লডিয়ার টেবিল বুক হয়ে গেছে। জেরেমি বলে উঠলো, 'আরে মিঃ ডেভিড আপনারা টেবিল বুক করেছিলেন। ব্যাপারটা আমিতো ভুলেই গেছিলাম। আমাদের টেবিল বুক করে অনন্ত কাল বসে থাকতে হয়। যাই হোক, আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।' কথাটা বলে সামান্য থামলো জেরেমি। সামান্য ইতস্ততঃ করে আবার বলে উঠলো, 'আমরা কি একসঙ্গে খেতে পারিনা। ক্লডিয়ার সঙ্গে তো অনেক দিন দেখা হয়নি। একসঙ্গে বসলে বেশ মজাই হবে।'

ডেভিড খানিকটা স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠলো, 'ঐতো আমাদের টেবিল বুক হয়ে গেছে।'

নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে বসলো ডেভিড আর ক্লডিয়া। ওদের টেবিলটাও ওকে কাছাকাছিই ব্যবস্থা করা গেছে। জেরেমি প্রায় চুপচাপই ছিল। শার্লে রীতিমতো কথা বলে যাচ্ছিল। ক্লডিয়া মাঝে মাঝে কথায় অংশ নিচ্ছিল। জানা গেল শার্লে কুইন ম্যাগাজিনের একজন নিয়মিত ভক্ত। বিশেষ করে সোসাইটি বলে যে পাতাটা বেরোয় সেটাতে রীতিমতো গেলে ও। দীর্ঘদিন পরে দেখা হলে যা হয় আর কি। নানারকম কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে

গেল ওরা, বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল। জেরমি এরপর ওকে নিয়ে গেল ওরা, বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল। জেরেমি এরপর ওকে নিয়ে গেল নাচের আসরে। ওরা চলে যেতে ডেভিড ক্লডিয়াকে জানলো, 'চলো ক্লডিয়া, এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।'

ক্লডিয়া তাকলো ওর দিকে। তারপর জবাব দিলো, 'আমি যখন প্রথমে লণ্ডনে আসি, তখন একটা ক্লাবে কাজ করতাম। মিস ফ্যামি প্যান্টস ও সেখানে কাজ করতো।'

ডেভিড খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ওখানে কি কাজ করতে ?'

—'আমাকে তো কিছু আয় করতে হতো তখন।'

—'কি করতে ওখানে ?

ডেভিডের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'আমি ওখানে ছদ্মবেশে নাচতাম।'

ডেভিড কিছুটা অবাক হয়ে আমার বলে উঠলো, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে রসিকতা করছো ?'

এবারে ক্লডিয়ার মুখে থেকে মৃদু হাসিটা উবে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিলো ও, 'না, আমি রসিকতা করছিলাম। কিছু করার মতো প্রতিভা আমার কোনোদিনও ছিলনা। সে কারণেই অনেক লোকের পাল্লায়ও আমি পড়েছি। কিন্তু ওরা দেখতো। কিছু করার সাহস পায়নি। আমিও সুবিধমতো একদিন ওখান থেকে কেটে পড়েছি।'

ডেভিড শুনলো ক্লডিয়ার কথা। মুখটা বেশ গম্ভীর। হঠাৎ বলে উঠলো ও, 'ক্লডিয়া, তোমার সম্পর্কে তো আমি প্রায় কিছুই জানিনা।'

ডেভিডের কথায় ক্লডিয়ার চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। বলে উঠলো ও, 'আর সব পুরুষের মতো তুমিও শুনে বিরক্ত হতে চাওনি হয়তো। আসলে প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল, আমাকে তোমার হাতের মুঠোয় নিয়ে যেতে।'

ক্লডিয়া সামন্য থামলো। বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো ওখানে। ক্লডিয়া মৃদু হাসলো। ম্লান হাসি। তারপর বললো, 'আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমার অতীত জীবনটা ক্লান্তিকর। তুমি কি সেসব কথা শুনতে চাও?' ডেভিড সেকথার জবাব দিতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই ওদের সামনে এসে হাজির হলো শার্লে আর জেরেমি। ওদের দেখামাত্রই বিরক্ত হলো ডেভিড। শার্লে সম্ভবতঃ ব্যাপারটা বুঝেছিল। বেশীক্ষন আর ওখানে দাঁড়ালোনা ওরা। বিদায় নিলো যথাসময়েই। যাবার আগে জেরমি ডেভিডের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। ডেভিড বলে উঠলো, 'ব্যাপারটায় মজার কি বলো?'

—'আমি কিন্তু দুঃখিত। ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যিই অদ্ভুত। বছর খানেক আগে যদি শার্লেকে দেখতে তুমি, তাহলে দেখতে ও কতো খোলামেলা আর প্রত্যেকের প্রিয় ছিল। ক্লডিয়া একটানে কথাগুলো বলে সামান্য থামলো। ডেভিড নিস্পৃহ স্বরে বলে উঠলো, 'তুমি?'

এই প্রশ্নে আচমকাই ক্লডিয়ার হাসি থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড একভাবে তাকিয়ে রইলো ডেভিডের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে খুব স্পষ্টভাবে বলে উঠলো, 'আমার ধারনা, আমাদের সম্পর্কে একেবারে শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।'

ডেভিড কোন কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়ালো ক্লডিয়া। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল রেস্তোঁরা থেকে। অদৃশ্য হয়ে গেল ডেভিডের চোখের সামনে থেকে ক্লডিয়া। খানিকক্ষণ। ডেভিড বিল মেটানোর জন্যে ডাকলো ওয়েটারকে। ঠিক তখনই ওর কানে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আপনিই ডেভিড কুপার। তাই না'! কণ্ঠস্বর ভারী। আমেরিক্যান বলেই বোঝা যায়। ডেভিড চমকে উঠলো রীতিমতো, তারপর যাকে দেখলো সে হচ্ছে জে গ্রসম্যান। ডেভিড বলে উঠলো, 'আরে আপনি?'

—'আপনার সেই সুন্দরী স্ত্রীটি কোথায়?' জে জিজ্ঞেস করে

উঠলো ওকে। ডেভিড প্রথমে বুঝতে পারলোনা যে ক্লডিয়াকে ও ও চলে যেতে দেখেছে কিনা। পরক্ষণে স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই বুঝলো ও, না দেখেনি। দেখলে ও নিশ্চয়ই এরকম মন্তব্য করতো না। ডেভিড জবাব দিলো, 'সে তো এখন বাড়ীতে আছে।'

তারপরেই ওর সামনের টেবিলগুলোর দিকে যেতে যেতে বলে উঠলো, 'আমার ব্যবসার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। ওরা সবাই এই মাত্র চলে গেল।' জে গ্রসম্যান একটু মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'আপনি একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। তা না হলে ও ভীষণ দুঃখ পাবে আবার।'

ঘরটার ঠিক বিপরীতে একটা টেবিলে বসেছে ওরা। ডেভিড একবার দেখার চেষ্টা করলো ওদের টেবিলটাকে ঠিকমতো দেখতে পাওয়া যায় কিনা। না দেখতে পাওয়া যায় নি। ব্যাপারটা জানা মাত্রাই ডেভিড সামান্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তাহলে হঠাৎই জে গ্রসম্যান ওকে দেখতে পেয়েছে। লরি গ্রসম্যানকে এবার দেখতে পেলো ডেভিড। সেই আগের মতোই নিঃসঙ্গ। বিষণ্নতা মাখানো মুখ। মাথার সোনালী চুলগুলোর প্রতিটি গোছই সযত্নে বাঁধা। মুখে একটু আলতো মেকআপের ছোঁয়া। পরনে হালকা বাদামী রঙের একটা শিফনের পোষাক। ডেভিড ওকে দেখে মৃদু হেসে বললো, 'আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগলো।'

ওর গলার কাছে এখন ওর চোখ দুটো স্থির। একবারের জন্য চোখ সরায়নি। জে আবার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের টেবিলে চলে আসুন আপনি।'

এই মুহূর্তে ডেভিড ওদের এড়িয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু যুতসই কোনো অজুহাত ও খুঁজে পেলনা। তখনও কিন্তু লরির বুকের উপরে ওর চোখ দুটো স্থির হয়ে ছিল। অগত্যা ডেভিডকে ওদের কাছেই বসতে হলো। জে জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'কি খাবেন আপনি? ডেভিড বলতেই একজন পরিচারিকাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিলো

ও। তারপর ডেভিডকে বলে উঠলো খুব সম্প্রতিই আমি লিণ্ডার সঙ্গে কথা বলেছি। ও জানাবে নিশ্চয়ই আপনাকে।
ডেভিড অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল, 'তাই নাকি?'

ডেভিডের মনটা এই মুহূর্তে রীতিমতো বিস্মিত। ক্লডিয়া রেগে টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেছে। হঠাৎই মিসেস গ্রসম্যানের দিকে তাকালো ডেভিড। নাঃ একে বিছানায় নিয়ে যেতে পারলে রীতি মতো উপভোগ্যাই হয়ে উঠবে বলা যায়। ডেভিড জিজ্ঞেস করলো, আপনারা এখন যাবেন কোথায়?'

জবাবে বলে উঠলো জে, 'লরিতো স্যাভয় গ্রিল দেখতে চাইছে।' বলে সামান্য থামলো ও পরক্ষণেই আবার বলে উঠলো, 'তাহলে আমাদের আবার হোটেলেই দেখা হবে।'

আরো কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বললো ডেভিড। তারপর একসময় একটা অজুহাত দিয়ে উঠে পড়লো। রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। সামনেই ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পরিচারককে ডাকলো ডেভিড। লোকটা ওর সামনে গাড়িটা নিয়ে আসতে গাড়িতে উঠে বসল ও। ক্লডিয়ার সঙ্গে রীতিমতো মনান্তর হচ্ছে। ডেভিড ভাবল আগের সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয়ই ঐ জালিয়াৎ লোকটার সঙ্গে ও শুয়েছিল। নাঃ মেয়েটা একটি অতি সস্তা দরের বেশ্যা। কথাগুলো ভাবতে কষ্ট পেল ডেভিড। গন্তব্যস্থল হ্যাম্পস্টীডে। তখন সময় ঠিক দশটা।

আট

'বেশ খানিকক্ষণ পরে কান্না থামলো লিণ্ডার। বাথরুমে গেল। চোখ মুখ ভাল করে ধুলো ও। ওর চোখ দুটো রীতিমতো ফোলা আর লাল হয়ে আছে, আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখলো একবার। এখন কি করা প্রয়োজন কিছুই বুঝতে পারছেনা ও। এই মুহূর্তে কারো শয্যাসঙ্গী হতেও ইচ্ছে নেই ওর। ডেভিডের ফেরার অপেক্ষায় থাকবে কি? এখন ফোন করার মতো ওর কেউই নেই। বিয়ের পরেই ওর বান্ধবীরা ক্রমশঃ ওর সঙ্গ ছেড়ে গেছে।

এখন তারা অনেক দূরে যে যার ছিটকে গেছে। কারো কারো বিয়েও হয়ে গেছে। সকলেরই এখন রীতিমতো সংসার। সব ভেবেচিন্তে ও ফোন করলো মনিকাকে। ফোনে কথাৰার্তা বলা যায় খুবই কম হলো। এখন ও একেবারে একা। ক্রমশ হাফিয়ে উঠছে ও। শেষপর্যন্ত একরকম মরিয়া হয়েই ও ফোন করলো পলকে। ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যালো।'

গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ। লিণ্ডা বেশ কিছুটা নার্ভাস বোধ করল। কোন উত্তর না দিয়েই ও রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো শেষপর্যন্ত। খনিকক্ষণ কাটলো। তারপরেই আবার রিসিভার বেজে উঠলো। তুলতেই ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, 'লিণ্ডা, আমি পল কথা বলছি। সম্ভবতঃ কিছুক্ষন আগে তুমি আমাকে ফোন করেছিলে।'

লিণ্ডা পলের এই কথায় রীতিমতো ম্লান হয়ে গেল। পলের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'শোনো লিণ্ডা, আমি তোমাকে ফোন করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার দেখা পেতে পারি? এখানে আসবে?

—'কখন?' লিণ্ডা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো। পল বললো' 'এখনই?'

—'ঠিক বলতে পারছিনা।'

—'প্লিজ অমন কোরোনা। তোমার সঙ্গে আমার দরকার।'

লিণ্ডা সামান্য ইতস্ততঃ করলো। তারপর শান্তভাবে বললো, 'ঠিক আছে। আধঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি।'

—'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' বলে পল নিজের ঠিকানাটা জানিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিলো। এরপর নিজেকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করে নিলো লিণ্ডা। যাবে কি না সে ব্যাপারে ওর মনের দ্বিধা তখনও ছিল। তবুও চূড়ান্ত ভাবে মতটা বদলে যাবার আগেই বেরিয়ে সোজা পৌছোলো পলের কাছে। পুরোনে ধাঁচের একটা বাড়ী, এখন ফ্ল্যাটের চেহারা নিয়েছে। পলের কামরার নাম্বার আট। দরজায় গিয়ে টোকা দিলো ও। ভেতর থেকে ভেসে এল পলের কণ্ঠস্বর। দরজা খুলতেই লিণ্ডা দেখলো পল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকলো লিণ্ডা। তারপর বিড় বিড় করে বলে উঠলো, 'আমি এখানে এলাম কেন, ঠিক জানিনা।'

তখন পলের দুহাত লিণ্ডার কাঁধের ওপরে। চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। বলে উঠলো পল, 'তোমাকে চমৎকার লাগছে। জানো লিণ্ডা, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম।'

—'তাহলে আগেই আমায় ফোন করোনি কেন?'

পল মৃদু হেসে বললে, 'তোমাকে অস্মুবিধায় ফেলতে আমার ইচ্ছে ছিলনা। সব ব্যাপারটাই তোমার নিজের ওপরে নির্ভর করছে লিণ্ডা।'

লিণ্ডা নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিলো, 'কিন্তু আমি তো তোমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না।'

পল বললো, 'তুমিতো সবসময়েই ওকথা বলো।'

পলের পরনে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া একটা নীল জিনের প্যাণ্ট। খুব আকর্ষণীয় লাগছিল লিণ্ডার। লিণ্ডা সামনের দিকে তাকালো। সামনেই একটা অন্ধকার ঘর। দেওয়ালগুলোতে কালো রঙ। সম্ভবতঃ খাবার ঘর। কিংবা পড়ার ঘরও হতে

পারে। দেয়ালে টাঙানো কিছু আঁকা ছবি। কয়েকটাতে ফ্রেম লাগানো। কয়েকটা ফ্রেমহীন। বেশীর ভাগ ছবিই 'ন্যুড'।

সোফায় বসলো লিণ্ডা। পল জিজ্ঞেস করলো হাসিমুখে, 'কি খাবে লিণ্ডা? বীয়ার না ভদকা?'

লিণ্ডা ভুরু কুঁচকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে পল বলে উঠলো, 'ঘাবড়ে যেওনা লিণ্ডা। আমার এক বন্ধু খোদ মস্কো থেকে ভদকা নিয়ে এসেছে।'

—'তাহলে আমাকে ভদকাই দাও।'

লিণ্ডার অনুমতি নিয়ে গ্লাসে ভদকা ঢেলে তাতে জল মেশালো পল। কড়া ঝাঁঝ লাগছিল লিণ্ডার নাকে। পল লিণ্ডাকে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো। নিজের জন্যে রাখলো আর একটা গ্লাস। ঢকঢক করে লিণ্ডা ধীরে ধীরে সবটুকু ভদ্‌কা খেয়ে নিলো। প্রথমটা বেশ কড়া আর বিশ্রী লাগছিল লিণ্ডার। তা সত্ত্বেও সবটুকু খেয়ে নিলো ও। খাওয়া শেষে লিণ্ডা তাকালো পলের দিকে। তারপর বললো, 'শোনো, সেই রাতের কথা বলছি। ওরকম যেন আর না ঘটে। ব্যাপারটা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার খিটিমিটি হয়েছিল। প্রচুর মদ খেয়েছিলাম সেবার।'

ওর কথায় পল এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরলো। বললো, 'লিণ্ডা তুমি কোনোরকম অজুহাত দিওনা প্লিজ। ব্যাপারটা ঘটেছিল এটাতো সত্যি। শুধু তাই নয় ওটা চমৎকার ঘটনা। বলে সামান্য থামলো পল। তারপর কিছুটা ম্লান স্বরে বলে উঠলো, 'তুমি যদি বিরক্ত হও ঠিক আছে, আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা কোরোনা তুমি। আমি তোমাকে অবশ্য একটাই কারণে ডাকিনি।'

লিণ্ডা আর একবার ভদকায় চুমুক দিলো। তারপর আবার বলে উঠলো, 'আমি শুধু ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছি পল।'

বলে সামান্য ইতস্ততঃ করলো লিণ্ডা। তারপর পুনরায় বলে উঠলো ও, 'পল আমি চাইনা, তুমি আমাকে ভুল বোঝো।'

পল মৃদু হাসলো এবার। বললো, 'তুমি সত্যিই চমৎকার লিণ্ডা। আর সমস্ত বিছানা মায় সমস্ত ঘর জুড়ে তোমার শরীরের গন্ধ।'

বলে পল ওর কাঁধটার ওপরে হাত রাখলো। লিণ্ডা প্রথমটায় অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু ততক্ষণে পলের একটা হাত ওর কোমরে এসেছে। ভেতরে ভেতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল লিণ্ডা। পল আরো আবেগ দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো। পলের ঠোঁটটা অবশেষে নেমে এলো লিণ্ডার নরম ঠোঁটের ওপরে। এবারে লিণ্ডা নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললো। পল আর লিণ্ডার দেহটা ক্রমশঃ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। হঠাৎই লিণ্ডা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক। কিন্তু তারপরই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সোফা থেকে ওদের আরম্ভ হয়েছিল। তারপর মেঝেতে। শেষ পর্যন্ত শোবার ঘরের বিছানাতে ওদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছোলো। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছু মুহূর্ত।

ওরা বিছানায় শুয়ে গল্প করছিল। পল বলছিল ওর নিজের কথা। ও একজন শিল্পী ছবি আঁকে। বছরখানেক ও আর্টস্কুল ছেড়েছে। এখন মেয়েদের একটা ম্যাগাজিনে প্রধান শিল্প নির্দেশকের সহকারী হিসেবে কাজ করছে ও। দেয়ালে আর এই ঘরে যতো ছবি আছে সবই ওর আঁকা। মার্গারেট নামক ওর এক বান্ধবী ছিল। সেই পুরো ইতিহাস খুবই দুঃখময়। আর্ট স্কুলে দুজনের মধ্যে পরিচয়। সেই আলাপ গিয়ে পৌঁছেছিল উন্মত্তের মতো প্রেমে। মার্গারেট ছিল সুইডেনের মেয়ে। আর্ট পড়ার জন্যে ও তিনবছর সামান্য কাজ করে আয় করতো। ওটা ছিল ওর পড়ার খরচ। চমৎকার মেয়েই বলা যায় ওকে। অবশেষে প্রেম চালিয়ে যাবার মাস ছয়েক পরে পল সিদ্ধান্ত নিলো যে, ওরা বিয়ে করবে। পলের মা মারা গেছিল। ছিলেন এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক থাকতেন টেট্‌লহ্যামে। বিয়ের পর মার্গারেট

পলকে নিয়ে গেছিল বাবার কাছে। কিন্তু তারপরের ঘটনা একেবারে নির্মম। পলকে বজ্রাহত করে ওর বাবাকেই বিয়ে করে বসলো মার্গারেট। ঘটনার পরে পল একেবারে পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসই করতে পারেনি ব্যাপারটা, প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল ছুজনের মধ্যে। তারপর ছাড়াছাড়ি। ব্যস্ সেইখানেই পলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ।

পলের আত্মকাহিনী শোনার পরে দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিণ্ডা। পল ম্লানমুখে আবার বললো, 'আমি ব্যাপারটা একেবারেই গ্রহণ করতে পারিনি লিণ্ডা। অবশ্য এটাতো ঠিক, আমি ওকে কোনো নিরাপত্তা দিতে পারিনি।'

লিণ্ডা ছু'চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'এখনো কি তাকে ভাবো তুমি?'

পল একটু গম্ভীরভাবে বললো, 'জানিনা। আমার ধারণা, মেয়েটা সত্যিই পাগল। তা না হলে এরকমটা করে কি করে?

লিণ্ডা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ওকে নিয়ে আঁকা ছবিগুলো তুমি এখোনো টাঙিয়ে রেখেছ কেন?'

পল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ধরা গলায় বলে উঠলো 'টাঙিয়ে রেখেছি শুধু একটাই কারণে। তা হলো শুধু মনে রাখতে যে, ঐরকম ঘটনা আমার জীবনে যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে।'

লিণ্ডা খানিকক্ষন চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'আমি ঠিক আছি। এমনিতেই তো আমি বিবাহিতা। তাইনা?'

—'হ্যাঁ, মনে হয় সেই রকম। কিন্তু ডার্লিং তোমাকে আমার অনেক সুন্দর মনে হয়। তোমার সম্পর্কে আমি জানতে চাই।' পল লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, মুখে মৃছ হাসি। বেশ খানিকক্ষণ ধরে ওরা নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইলো। ছুজনে আপন সমস্যার ভাবনায় মগ্ন। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে পল একসময় বলে উঠলো, 'আমার ধারণা মার্গারেট বাবার সঙ্গে ঐ টেটলহ্যামেই আছে। সত্যিই মেয়েটা নোংরা মানসিকতার ছিল। অনেকের সঙ্গেই…।'

কথার মাঝখানেই বলে উঠলো লিণ্ডা, 'তোমার মা কেমন ছিলেন ?'

পল আবার মৃদু হাসলো, 'সেও এক ইতিহাস।'

লিণ্ডার দেহটা তখন পলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। পলের কপালে আলতো চুমু খেয়ে বলে উঠলো লিণ্ডা, 'তুমি বলো আমাকে।'

লিণ্ডার কণ্ঠস্বর শান্ত এবং সংযত। পল সামান্য রসিকতার মেজাজে বলে উঠলো, 'তোমাকে একজন মনস্তত্ত্ববিদের মতো লাগছে। যাইহোক, ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। বলছি, শোন তাহলে। আমার বয়স যখন পনেরো, তখন মা আত্মহত্যা করে।'

'কিন্তু কেন ?' লিণ্ডা অস্ফুটে বলে উঠলো। পল তখনই কোন জবাব দিলোনা। বেশ খানিকক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। লিণ্ডা মনে মনে সামান্য আহত হলো। পল একসময় অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো ওকে, 'অন্য কোন দিন সেকথা বলব তোমাকে। এখন নয়।'

আবার নীরবতা। আবার কিছুটা সময় যাওয়া। শেষে লিণ্ডা নিজের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, এগারোটা বাজে। এবার আমি বরং উঠি। ডেভিড বারোটা নাগাদ বাড়ীতে ফিরে আসবে।'

পল লিণ্ডার কোমরটা ধরে বলে উঠলো, 'তুমি কি রাতটা এখানে থাকতে পারোনা ?'

—'আমি থাকতে চাই। কোন আপত্তি নেই আমার। বিশ্বাস করো। কিন্তু ডেভিড বাড়ীতে ফেরার সময়ে আমাকে থাকতেই হবে। তা না হলে চিন্তা করবে বেচারী। ও জানে, আমি কোনোদিনই বাইরে রাত কাটাইনা। শেষপর্যন্ত না পুলিশে খবর দেয়।' পল জবাবে জানালো, 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

বিছানা থেকে উঠে লিণ্ডা পোশাক পড়তে আরম্ভ করলো। পল তখনও একভাবে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়েছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল লিণ্ডার দিকে। লিণ্ডার এবার যাবার পালা। পল জানতে চাইলো, 'কখন আবার তোমার দেখা পাবো ?'

জবাব দিলো লিণ্ডা, 'জানিনা।'

—'কেন আগামীকাল?' পল প্রশ্ন করলো।

লিণ্ডা চিন্তিতমুখে জবাব দিলো, 'বলতে পারছি না পল, আমার পক্ষে প্ল্যান করে কাজ করাটা খুবই অসুবিধে। তবে সুযোগ পেলেই তোমাকে আমি ফোন করবো।'

পল লিণ্ডাকে ওর ফোন নাম্বারটা দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে তীব্রভাবে চুমু খেলো।

লিণ্ডা যখন পলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা রাখলো, তখন ঘড়িতে ঠিক সাড়ে এগারোটা বেজেছে।

নয়

ক্লডিয়া রাগে ফুঁসছিল। রেঁস্তোরা ছেড়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর একটা ট্যাক্সি ডাকলো। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো কনরাড লীর হোটেলে নিয়ে যেতে। ডেভিডের আচরণে ও রীতিমতো বিরক্ত। লোকটা সত্যিই নির্বোধ। একেবারে গবেট বললেও ভুল হয় না। অবশ্য প্রথম দিকে ওদের ব্যাপারটা ভালই ছিল। একটা রোমন্টিক আবহাওয়ার মতো। ভেবেছিল ক্লডিয়া, ওর ওঠার ব্যাপারে ডেভিড ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু কিছুই করেনি ও। কিছুই না। ক্লডিয়া বুঝতে পারছিল যে, 'মিস বিউটি মেড' হয়ে আখেরে ওর কিছুই লাভ হবেনা। এতোদিনেও ডেভিড ওকে মনের মতো উপহার দেয়নি। দেবার মধ্যে দিয়েছে শুধু গাদাখানেক প্রতিশ্রুতি। কোথায় ওর সেই প্রত্যাশার সিল্ক জ্যাকেট? না, ক্লডিয়া ওর কাছ থেকে কোন অর্থ চায়নি। ও কিনা সস্তা বেশ্যার মতো? এত সাহস ওর হলো কি করে? অর্থ গ্রহণ করা আর উপহার নেবার মধ্যে তফাৎ আছে।

ভেবে যাচ্ছিল ক্লডিয়া। ট্যাক্সি ছুটছিল দ্রুতবেগে। অবশেষে কনরাড লীর হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি থামলো। হোটেলের দারোয়ান এগিয়ে এলো ওকে সাহায্য করতে। খুব স্বাভাবিক ভাবে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হোটেলের রিসেপশান কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল ও। বিপরীত প্রান্তের মানুষটিকে বললো, 'আমি মিঃ কনরাড লীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ইনটারকমে যোগাযোগ করলো রিসেপশনিষ্ট। কিন্তু কোনো রকম উত্তর পাওয়া গেল না। ক্লডিয়া এবারে বলে উঠলো, 'আপনি দয়া করে ওর শোবার ঘরে যোগাযোগ করুন।' বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পর ওপ্রান্ত থেকে কনরাড লী-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যালো, আমি কনরাড। কে বলছেন?'

রিসেপশনিষ্ট জানালো, 'আপনার সঙ্গে ক্লডিয়া পার্কার কথা বলতে চান।'

কনরাড লী নামটা বার তুয়েক উচ্চারণ করলো। তারপর ফোন দিতে বললো ওকে।

ক্লডিয়া বলে উঠলো, 'শুনুন মিঃ লী, আপনি কি গতকাল রাতের ব্যাপারটা ভুলে গেছেন?'

খানিকক্ষণ নীরবতার পরে কনরাডের জবাব এলো, 'না ক্লডিয়া, ভুলিনি। মনে আছে আমার। কিন্তু তুমি কেমন আছো? এখন কি করতে পারি তোমার জন্যে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকলো ক্লডিয়া। তারপর জানালো, 'আপনার সেক্রেটারী আজ রাতে একটু তাড়াতাড়িই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। আমি অবশ্য এক ভদ্রলেকের সঙ্গে একটু বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এখন বলুল, আমি কি করবো? একটু দেরী অবশ্য হয়ে গেছে।'

ফোনের ও প্রান্ত থেকে কনরাডের হাসি শুনতে পেলো ক্লডিয়া। তারপরেই একটা বিশ্রী ধরণের কাশির শব্দ ভেসে এলো। শেষে কনরাড জানালেন, 'এখনতো আর কিছুই করার নেই ক্লডিয়া।'

এই কথায় ক্লডিয়া রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়লো। কোনো রকমে উচ্চারণ করলো ও, 'ওঃ তাই নাকি তাহলে…।'

সামান্য নীরবতা। তারপরই আবার লীএর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'একটু অপেক্ষা করো ডিক্লয়া। দেখছি, কি করা যায়।'

অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো ক্লডিয়া। পরক্ষণেই কনরাডের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো ফোনে, 'তুমি চলে এসো। অপেক্ষা করছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলো ক্লডিয়া। তারপর নিজের মেকআপ ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চুলগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে দিলো ও। এতে ওকে সুন্দরী দেখায় রীতিমতো। ওর চুলে একটা আলাদা চকচকে ভাব আছে। সব মিলিয়ে ক্লডিয়াকে খুবই আকর্ষণীয়া লাগে। একে যুবতী তাতে আবার রীতিমতো সুন্দরী ও। এই মুহূর্তে ওর পরণে কালো রঙের একটা লো-কাট পোষাক।

আধঘণ্টা কেটে গেল অবশেষে। কনরাড লী-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিলো ক্লডিয়া। পরক্ষণেই খুলে গেল দরজা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে কনরাড লী। পরনে স্নানের পোষাক। সবুজ আর কমলা রঙের ডোরাকাটা। কনরাড প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ওকে, 'তুমি ছিলে কোথায়?'

খানিকটা কৈফিয়ত দেবার ভংগীতে ও হাসলো। তারপর কনরাডের সঙ্গে গিয়ে ঢুকলো বসার ঘরে। একটা সোফায় বসলো ক্লডিয়া। পায়ের ওপরে পা তুলে। উরুর অনেকটা অংশই অনাবৃত ওর। বললো, 'আমি খুব দুঃখিত।'

কনরাড ওর দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টিতে ক্লডিয়ার মনে হলো যেন সামান্য গম্ভীর উনি। বললেন তিনি, 'ক্লডিয়া আমি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।'

ক্লডিয়া এবার উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল কনরাডের দিকে। তারপর ওর কাঁধটা ধরে বললো, 'গত রাত্রে আমি প্রচুর মদ

খেয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ কাজের ব্যাপারটা আমার মনে পড়েছিল। এখন আমি ঠিক আছি। আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?'

এবারে কনরাডের চোখে আর রাগ নেই। দুচোখ জুড়ে মুগ্ধতা। বলে উঠলেন তিনি, 'সাহায্য করতে চাও ?'

বলে তিনি একবার তাকালেন শোবার ঘরের দিকে, তারপর মৃদু হাসলেন। ক্লডিয়া ওর আরো ঘনিষ্ট হলো। তারপর নিজেই চেপে ধরে কনরাড লীকে একটা চুমু খেলো ও। কনরাড ক্লডিয়ার সান্নিধ্য থেকে মুক্ত হয়ে খানিকটা সরে গেলেন। তারপর মৃদু হেসে জানালেন, 'ডার্লিং, তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবেনা। তুমি কি চাও তা আমি জানি।'

কনরাডের কথায় বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকালো ক্লডিয়া। তারপর জবাব দিলো, 'আপনি কি বলছেম, আমি বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যা বলবেন, করবো। কাল রাতেও থাকতে পারি। যদি না চান চলে যাবো।'

কনরাডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্লডিয়ার সারা শরীরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'ঠিক আছে, তুমি থাকো। বাথরুমে অপেক্ষা করো বরং এখন।'

মৃদু হেসে বাধ্য মেয়ের মতো ক্লডিয়া বাথরুমে চলে গেল। হলঘরের মধ্যেই বাথরুম। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। বাথরুমের মধ্যেই ছিল ক্লডিয়া। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওর কানে। পরক্ষণেই শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল একটা দরজা।

বেশ খানিকক্ষণ পরে বাথরুমের দরজা খুললো। সামনেই কনরাড লী। ভেতরে ঢুকলেন তিনি ওর পরনে তখন আর স্নানের পোশাক ছিলনা।

*　　　*　　　*

গাড়ীটাকে গ্যারেজ করলো ডেভিড। তারপর বাড়ীর মধ্যে

প্রবেশ করলো। ঘরটা কেমন অদ্ভুত ধরণের নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিলো ওর। ভাবলো, লিণ্ডা তাড়াতাড়িই হয়তো শুয়ে পড়েছে। ওপরতলায় গেল ডেভিড। ঘরের মধ্যে ওর দুই ছেলেমেয়েও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ মাত্র। হঠাৎ জেনের ঘুমটা গেল ভেঙে। কিন্তু তখনও ঘুমের ঘোরটা কাটেনি। সেই অবস্থাতেই এক গ্লাস জল চাইলো ও। ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে ওকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলো। সেই সুযোগে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরলো জেন। আদুরে গলায় বলে উঠলো, 'বাপি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

ডেভিড আদর করে আবার ওকে শুইয়ে দিলো। তারপর আবার এগোলো ওদের শোবার ঘরের দিকে। ঢুকেই দেখলো, ঘরটা ফাঁকা। অবাক হলো ডেভিড। তাইতো লিণ্ডা গেল কোথায়? এই বাড়ীর অন্য কোথাও যে ও নেই এটা ডেভিড জানে। তাহলে কি সিনেমা কিংবা ঐ জাতীয় কিছু দেখতে গেছে? কিন্তু এটাতো ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। জানালার সামনে গিয়ে একবার তাকালো ও। গাড়ীটা নির্দিষ্ট জায়গাতে নেই। ঘরের চারদিকে চোখটা একবার বুলিয়ে নিলো দ্রুত। না, কোনো চিরকুটও নেই কোথাও। নীচে নেমে অ্যানার ঘরে ও দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুললো পরিচারিকা। পরনে স্বচ্ছ নাইটড্রেস। জিজ্ঞেস করলো ডেভিড, 'মিসেস কুপার কোথায়?'

—'উনি আটটা নাগাদ বেরিয়েছেন।' পরিচারিকা জবাব দিলো। ডেভিড আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গেছেন কিছু বলে গেছেন?'

অ্যানা আবার জবাব দিলো, 'না'।

কথাবার্তা এখানেই শেষ। ডেভিড ফিরে এলো শোবার ঘরে। পোশাক ছেড়ে সোজা গেলো বাথরুমে। ভাল করে স্নান করার পরে ও শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে সেদিনের খবরের

লাগছিল ওকে। লিণ্ডার দেহে তখন গোলাপী রঙের একটা সিল্কের পোশাক। ওর শরীরের প্রতিটি রেখাই প্রকাশিত। ডেভিড নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, 'কাল তুমি কোথায় খাওয়াটা পছন্দ করো?

—'জানিনা।' জবাব দিলো লিণ্ডা। ডেভিড আবার বললো, 'জে আর লরি স্যাভয়-গ্রিল এর কথা বলছিল। যদিও জায়গাটা খুবই সাদামাটা তবুও আমাদের উচিত ওদের কথা রাখা।'

লিণ্ডা সংক্ষিপ্ত স্বরে জবাব দিলো; 'আমিও তাই মনে করি।' বলে লিণ্ডা আলোটা নিভিয়ে দিলো। একটা ম্লান আলো জ্বলছিল। পেছন ফিরে শুল লিণ্ডা। বেশ খনিকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে ডেভিড বললো, 'বাচ্চাদের ব্যাপারে কোনো নতুন খবর আছে?'

—'নাঃ।' লিণ্ডা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো। তখনও ও এক ভাবেই শুয়েছিল। ডেভিড একটা সিগারেট ধরালো। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু ক্লান্ত নই।'

লিণ্ডা একইভাবে জবাব দিলো, 'তাহলে বই পড়ো। মাস তিনেক আগে যে বইটা কিনেছ ওটাই পড়ো।'

—'এখন আমার একেবারেই পড়তে ইচ্ছে করছেনা।' ডেভিড বলে উঠলো। লিণ্ডা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো, 'তাহলে বরং ঘুমিয়ে পড়ো।'

তখন ডেভিড ওর দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'বাঃ তোমার নাইটড্রেসটা তো বেশ চমৎকার হয়েছে, ওটা নতুন কিনেছো নাকি?'

ডেভিডের প্রতিটি কথা লিণ্ডার অসহ্য লাগছিল। তবুও ধৈর্য্যের সঙ্গে বলে উঠলো ও, 'তাতে কি হয়েছে? আমি এই নাইটিটা পরেছি।'

ডেভিডের একটা হাত এগিয়ে এলো ওর পিঠে। তারপর ধীরে ধীরে একটা স্তনে। কঠিনতা থেকে ধীরে ধীরে নরম হয়ে এলো লিণ্ডা। মনে মনে বলে উঠল, 'ঈশ্বর, আজ যেন ও আমাকে আদর না করে।'

পুরোনো দিনগুলো ভেসে উঠল লিণ্ডার চোখের সামনে। ডেভিড আর ও পাশাপাশি শুয়ে আছে। ডেভিডের সোহাগে আপ্লুত লিণ্ডা। সেই দিনগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে। অস্বস্তি বোধ করছিল ও, ডেভিড বলে উঠল, 'কি ব্যাপার ?'

লিণ্ডা এবার ডেভিডের মুখোমুখি ফিরল। বলল, 'কিছু নয়।'

আরও ঘনিষ্ঠ হল তুজনে। বলা যায় ডেভিড দ্রুতই শেষ করল ওর সম্ভোগক্রিয়া। মিলনের আগের রতিক্রিয়া ও অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। লিণ্ডা ব্যাপারটাতে বিন্দুমাত্র আনন্দ পেলোনা। মনের ভেতরে একধরনের শূন্যতাবোধ। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলো, বিয়ের পর সব পুরুষই হয়ত এরকম হয়ে যায়। বিয়ের আগে সব প্রেমিক প্রেমিকার দৈহিক মিলনে একটা আলাদা রোমাঞ্চ থাকে, থাকে আনন্দ আর উদ্দামতা। কিন্তু বিয়ের পরে এটা ক্রমশঃ একঘেয়েঁমিতে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু শোয়া আর সম্ভোগ। কোন উত্তেজনা নেই। আনন্দ নেই তাতে। ডেভিড মৃত্ হেসে একবার বলে উঠল, 'চমৎকার লিণ্ডা।'

লিণ্ডাও একইভাবে বলে উঠলো ঐ একই কথা। নিছক বলার জন্যেই বলা। ডেভিড বললো, 'গুডনাইট লিণ্ডা।'

লিণ্ডার চোখতুটোয় তখন জল এসে গেছে। চোখ বন্ধ করে কোনরকমে বলে উঠলো ও, 'গুডনাইট।'

ডেভিড নিঃশব্দে শুয়ে রইলো একভাবে। মনের ভিতরে তখন ক্লডিয়ার ছবি। লিণ্ডার মনে পড়ছিল পলের কথা। পাশাপাপাশি শুয়ে একসময় ওরা তুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ক্লডিয়া মৃদু হেসে বললো, 'আমি রাতটা থাকতে চাই।'

কনরাড লী তখন নীচে ফোন করতে ব্যস্ত। বিছানার একপাশে বসেছিলেন তিনি। ক্লডিয়ার কথা ওর কানে যায়নি। ফোনে বলছিলেন কনরাড, 'দুশো ছ'নম্বর ফ্ল্যাটে কয়েক পিস বাটারটোষ্ট দিয়ে যান। ভাল জিনিষ যেন হয়। এছাড়া কিছু বরফ, এক গ্লাস দুধ আর এক প্লেট আইসক্রীম। তাড়াতাড়ি দেবেন।'

খাবার আনার নির্দেশ দিয়ে···ক্লডিয়ার দিকে আবার তাকালেন কনরাড লী। ক্লডিয়া আবার বলে উঠলো, 'আমি আজ রাতটা থাকতে চাই।'

—'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ক্লডিয়া জবাব দিলো, 'আপনিতো আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কালকে আপনার সঙ্গে আমি ষ্টুডিওতে যাবো। এই মুহূর্তে চোখের আড়াল করতে আমার ইচ্ছে করছেনা।'

ওর কথায় হাসলেন তিনি। বললেন, 'ক্লডিয়া, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যে। জানোতো, আমি বিয়ে করেছি তিন তিনবার। এছাড়াও আমার সঙ্গে বেশ কয়েকজন সুন্দরীর ঘনিষ্ঠতা আছে। তবে, তুমি একটু অন্য ধরনের মহিলা।'

চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।—ক্লডিয়া বললো, 'দেখুন মিঃ লী, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না কেন, বুঝতে পারছিনা?'

—'কিন্তু আমিতো তোমাকে এরকম কোন কথাই দিইনি।' কনরাড হাসলেন।

ক্লডিয়া জবাবে বললো, 'আপনি কিন্তু দিয়েছিলেন। টেষ্ট করার কথা আপনার মনে নেই?'

তার এই কথা শুনে মৃদু হাসলেন লী। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, কথা দিয়েছিলাম। তোমার এত চিন্তিত হবার কি আছে?

ক্লডিয়ার মুখটা ম্লান লাগলো এবার। বললো, 'হতে পারে আমি অভিনয়ে পটু নই। কিন্তু ছবির ব্যাপারটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো।'

কথা শেষ করে মৃদু হাসলো ক্লডিয়া। আবার বললো, 'আপনার ছবিতে নিশ্চয়ই আমার জন্যে কিছু একটা হতে পারে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় একটা টোকা পড়লো। পরমুহূর্তেই খাবারের প্লেট হাতে ঢুকলো পরিচারিকা। টেবিলে খাবার রেখে চলে যাবার পরে কনরাড লী ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কোথাও যেতে চাও?'

বলে ঠোঁষ্টে কামড় দিলেন তিনি। ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কটা বাজে?' —'ঠিক দেড়টা।' বড় একটা সোনার তৈরী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন। পরক্ষণেই আবার বললেন, 'কিন্তু এখনতো কিছুই খোলা নেই।'

ক্লডিয়ার মুখটা খুবই চিন্তিত মনে হলো। এখন যেখানেই যাক ও, কনরাত লীকে কিছুতেই ছাড়া চলবেনা। অন্ততঃ যতক্ষণ না ওর টেষ্টটা শেষ হচ্ছে। ক্লডিয়া বলে উঠলো, সমস্ত ক্লাবই এখন চারটে পর্যন্ত খোলা। আপনিতো যাবেন। আমার বাড়ীতে না হয় একটু বিশ্রাম নেবেন। আগামীকাল ষ্টুডিওতে যাবার জন্যে আমি কয়েকটা পোশাক নিয়ে নেবো।'

বলেই বিছানা ছেড়ে নেমে এলো ক্লডিয়া। কনরাড লীএর চোখদুটো তখন ক্লডিয়ার শরীরের দিকে। বলে উঠলেন তিনি, 'ক্লডিয়া, তোমার দেহটা ভারী সুন্দর। ছবিতে নগ্ন হতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

ক্লডিয়া জবাব দিলো, 'ঐ ব্যাপারে আমি এখোনো কিছু ভাবিনি।'

কনরাড বললেন, 'ভালো করে চিন্তা করো, তুমি রাজী থাকলে একটা ভূমিকা তোমাকে দিতে পারি।

—'আমাকে টেষ্ট করবেন তো?'

—'ভেবে দেখি।' বলার পরে কনরাড লী ওকে প্রস্তুত হয়ে নিতে বললেন। এরপর ক্লডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন চার্লি ব্রাউনের ওখানে। জায়গাটাতে বেশ ভীড়। কিন্তু কনরাড লী পুরোনো এবং জানাশোনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জন্যে একটা আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে রেকর্ডটা খুব জোরে বাজছিল। কোন কথাই ভালভাবে শোনা যাচ্ছিল না। উন্মাদের মতো 'বল' নেচে যাচ্ছিল অসংখ্য নারীপুরুষ। সমস্ত জায়গাটা রীতিমতো জমজমাট। এই মুহূর্তে গভীর অন্ধকার এখানে। কনরাড লীর টেবিলের সামনেই বসেছিল এক ফোটোগ্রাফার। ক্লডিয়া ওকে চিনতে পারলো। ভদ্রলোক ক্লডিয়াকে দেখতে পেয়েই মৃত্যু হাসলেন। ক্লডিয়া ওকে অভিনন্দন জানিয়ে কনরাড লীএর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিন্তু ক্লডিয়া কিছুতেই বসে থাকতে পারছিলনা। কানে ভেসে আসছিল বাজনার তীব্র শব্দতরঙ্গ। কনরাডকে জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া, 'আপনি পারবেন?'

—'কি পারবো ক্লডিয়া?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ক্লডিয়া চীৎকার করে বলে উঠলো, 'নাচা কিংবা ধাক্কাধাক্কি করা।'

বাজনার শব্দ ছাপিয়ে ক্লডিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো। খানিকক্ষণ পরেই ওদের দুজনকে দেখা গেল নাচের প্রাঙ্গনে। ক্লডিয়া উন্মত্তের মতো নাচছিল। দাঁড়িয়েছিলেন ওর সামনে কনরাড লী। নাচার অভ্যেস তেমন একটা নেই ওর। পরিশ্রমে সারা গা বয়ে ঘাম গড়াচ্ছিল। ক্লডিয়া কনরাডের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো। মুখটা তার খুশী মাখানো।

হঠাৎ পাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'বাঃ, বেশ সুন্দরীতো।'

কণ্ঠস্বর চিনতে ওর ভুল হলোনা। ওদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে শার্লি। জেরেমির সঙ্গে নাচছিল ও। বললো তোমার বয় ফ্রেণ্ড কোথায়?'

ওর প্রশ্নে ক্লডিয়া হাসলো। বললো তারপর, 'ভাবলাম তুমি উইণ্ডসর গেছো।'

—'ঠিকই ভেবেছ তুমি। কিন্তু ব্যাপারটা ভয়ঙ্করও বটে।'

বলে শার্লি ক্লডিয়াকে জানালো, 'ক্লডিয়া আমরা একটু আসছি। কিন্তু তোমরা বসেছ কোথায়।'

ক্লডিয়া একবার না বোঝার ভান করে মৃদু হাসলো। আসলে ক্লডিয়ার ওদের সঙ্গে বসার ইচ্ছে একেবারেই নেই। খানিকক্ষণ পরে নিজেদের টেবিলে আবার ফিরে এলেন কনরাড লী। সঙ্গে ক্লডিয়া। ভিড়টা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেছে। একটা জায়গা পাবার জন্যে অসংখ্য মানুষ রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করছে। পাশের এক মডেল সুন্দরী কনরাডকে বললো হঠাৎই, 'আপনার শেষ ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এখানে আপনিতো একটা নুতন ছবি করছেন। তাই না?'

এদিকে সেই ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক ক্লডিয়াকে নাচের আমন্ত্রণ জানালো। ক্লডিয়ার আপত্তি ছিলনা। তবে ঐ মডেল যুবতীর সঙ্গে কনরাডকে কথা বলতে দেবার জন্যে নয়। এমনিই ওর আপত্তি ছিলনা। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক নাচিয়ে হিসেবে খুবই ছটফটে। ভদ্রলোকের নাম গিলেস। ক্লডিয়ার প্রাক্তন বন্ধু। নাচতে নাচতে উদাসীন ভাবেই জিজ্ঞেস করলো গিলেস, 'ঐ প্রবীন ব্যক্তিটি কে? সিণ্ডি আমাকে বলেছিল, লোকটা নাকি হলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তি। অবশ্য সিণ্ডির ভাবনাটাই ওরকম, উদ্ভট কল্পনা।'

ক্লডিয়া বলে উঠলো, 'হুঁ, তবে সিণ্ডিকে ওর দিকে হাত বাড়াতে নিষেধ কোরো। এরই মধ্যে ও ধরা পড়ে গেছে।'

—'তবে, ওরা দুজনে মিলে একবার নেচেছিল।' গিলেস বলে উঠলো। ক্লডিয়া টেবিলের দিকে তাকালো একবার। ওখানে ততক্ষণে আরো কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে। কনরাড লীএর দিকে তাকালো একবার। বেশ খুশীই লাগছিল ওকে। এরই মধ্যে কনরাড মদের অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন।

ওরা দুজনে নাচের আসর থেকে হঠাৎ কিছুটা দূরে সরে এলো। জায়গাটা একটা ব্যালকনি। ক্লাবের প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত ওটা প্রসারিত। জায়গাটাতে প্রচুর হাওয়া দিচ্ছিল। সবচেয়ে যেটা ভাল লাগলো ক্লডিয়ার, তা হচ্ছে জায়গাটা বেশ নিস্তব্ধ। এখানে ক্লাবের দিক থেকে সমস্ত দরজাই শব্দ নিরোধক। গিলেস একটা সিগারেট ধরালো। তারপর পালা করে সেটা টানতে লাগলো দুজনে। কিছুটা সময় বয়ে গেল নিঃশব্দে। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো গিলেস, 'খাঁচায় আটকাতে আমি একটা ভাবনা চিন্তা করেছি। খসড়াও করেছি একটা সঠিক পরিবেশ দরকার।'

ক্লডিয়া মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'অনেক সৌভাগ্য। কিন্তু আমার পছন্দ আকর্ষণীয় নয়?'

—'নিশ্চয়ই।'

গিলেসের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা শেষে ক্লডিয়া বলে উঠলো, 'চলো অনেকক্ষণ এখানে আছি। এবারে ভেতরে যাওয়া যাক। কেমন।'

—'কিন্তু ছবির ব্যাপারটা? তুমি তো এখন একজন ফিল্ম-স্টার হতে যাচ্ছো?' গিলেস ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। তারপর ওরা দুজনে আবার ফিরে এলো কোলাহল মুখর পরিবেশে। ওরা এসে বসলো যে যার নির্দিষ্ট টেবিলে। তখন টেবিল জুড়ে জমিয়ে গল্প করছিলেন কনরাড লী। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে আমেরিকায় কিভাবে পৌঁছেলন, সে কথাই সবিস্তারে শোনাচ্ছিলেন তিনি। সিণ্ডি হাঁ করে শুনছিল সেই গল্প। ইতিমধ্যে টেবিলে শার্লি আর জেরেমিও এসে পৌঁছেছে। সবাই মিলে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে যে রকম হৈ চৈ সৃষ্টি হয় ঠিক সেইরকমই অবস্থা হলো এখন। ক্লডিয়া আর গিলেস দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ক্লডিয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালো। সোজা গিয়ে ও কনরাড লীএর গলাটা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি যেন বললো। বিস্ময়ে বলে উঠলেন কনরাড, 'এখানে? এখন?'

খিলখিল করে হেসে উঠলো ক্লডিয়া, 'কেউ দেখবে না।'

কনরাড যেন কিছুটা বিব্রত হলেন। 'তুমি একটু উগ্র। অন্য সময়ের জন্যে এটা তুলে রাখো।'

ততক্ষণে টেবিলে মদ পরিবেশন করা হয়েছে। প্রত্যেকেই মদ খাওয়ায় ব্যস্ত। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সবাইকে জানালেন তিনি, 'আজ রাতে আমি একটা পার্টি দিচ্ছি।'

ক্লডিয়া তৎক্ষণাৎ খুশীমাখা কণ্ঠে বলে উঠলো অন্তরঙ্গ স্বরে 'ডার্লিং, আমার জন্যে নিশ্চয়ই।'

—'হ্যাঁ, তোমারই জন্যে…।' বলে সামান্য থেমে আবার যোগ করলেন লী, 'প্রত্যেকেরই কিন্তু আমন্ত্রণ রইলো।'

শার্লের সারা দেহটা তখন রোমাঞ্চিত। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করলো ও। সম্ভবতঃ ভালো লাগার। বলে উঠলো শার্লে, 'ক্লডিয়া কোথায় আর কখন?'

তৎক্ষণাৎ কনরাড বলে উঠলেন, 'হোটেল প্লাজা কার্লটন। একটা বড়ো ঘর নেবো ওখানে। দশটা নাগাদ।'

ক্লডিয়া বলে উঠলো, 'তোমরা সবাই শুনলে তো? আগামী কাল দশটা।'

শেষ করেই ক্লডিয়া কনরাডের ঠিক কানের নীচে একটা চুমু খেলো। তারপর বলে উঠলো, 'আমি একটু আসছি।'

বলে উঠে সোজা চলে এলো রিসেপশান টেবিলের কাছে। ওর ফোন করা দরকার একটা। রিসেপশানিষ্ট মহিলাটি ওকে ফোনটা দেখিয়ে দিলো।

এখন সময় ঠিক তিনটে। ক্লডিয়া ধীরে ধীরে ডায়াল করতে লাগলো। ঠোঁটের প্রান্তে একটা রহস্যময় হাসি। কিছুক্ষণ বাদেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর। ক্লডিয়া ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, 'হ্যালো ডেভিড ডার্লিং, আমার সময়টা এখন খুব ভাল। তোমার কেমন কাটছে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলা যায় ফোনটা নামিয়ে রাখলো ক্লডিয়া।

এদিকে এলো আবার। সবাই তখন কৌতুহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ক্লডিয়া বললো মৃদুস্বরে, জানিয়ে দিয়ে এলাম ওকে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। আমার স্বামীকে।'

* * *

পরের দিন সকাল। সবেমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে ক্লডিয়ার। কিছুটা বিষণ্ণ বোধ করছিল ও। পাশেই কনরাড লী ঘুমে অচেতন। মাথাটা ভারী লাগছিল ওর। সারা দেহটা জুড়ে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। বাথরুমে গেল ক্লডিয়া বিছানা ছেড়ে।

বাথরুমে ঠাণ্ডা জলের ভেতরে ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। জলটা প্রায় বরফের মতো ঠাণ্ডা। স্নান শেষে একটা উৎফুল্ল ভাব এলো ক্লডিয়ার দেহে আর মনে।

সে সকালে ওরা অবশ্য কনরাডের হোটেলে ফিরে আসেনি। তার পরিবর্তে ওর ফ্ল্যাটে ছিল ওরা। স্নান শেষে পোশাক পড়লো ও। মেকআপের ব্যাপারটা সারলো খুব সাবধানে। কনরাডের সঙ্গে এখন স্টুডিওতে যেতে হবে। পুরোপুরি তৈরী ক্লডিয়া। যাবার আগে একটু কফি খাওয়া দরকার। কফি তৈরী করার পরে ও কনরাডকে ডাকলো। কনরাড লী তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। ডাকাডাকিতে ঘুমটা অবশ্য ভাঙলো ওর। কিন্তু মেজাজটা বিশ্রী হয়েই রইলো। ভীষণভাবে কাশছিলেন। চোখ দুটো লালচে। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। অন্যান্য ঘরগুলো থেকে লোকজনের চীৎকার ভেসে আসছিল। ক্লডিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কটা বাজে এখন?'

কফির কাপটা ওর হাতে দিয়ে বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'এখন ঠিক দশটা।'

কিছুক্ষণ সময় কাটলো। এরপর কনরাড ফোনে সেক্রেটারিকে ডেকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। তারপর পোশাক

পরতে আরম্ভ করলেন। ক্লডিয়া ওর দিকে তাকিয়ে জানালো, 'আমিও কিন্তু আপনার সঙ্গে যাবো।'

—'কেন ?'

—'আপনিতো আমাকে টেস্ট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' ক্লডিয়া জবাব দিলো।

ওর উত্তরে কনরাড জানালেন, 'আমি ব্যাপারটা ভুলিনি। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা এখন ঠিকঠাক করতে হবে।'

—'আপনি সব ঠিকঠাক করুন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাবো।' ক্লডিয়া বলে উঠলো। কনরাড কিছু না বলে শুধু মাথাটা একবার নাড়লেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলেন। আবার ডাকলেন সেক্রেটারিকে। বললেন, 'শোনো আমি টেস্ট করতে চাই। তুমি শিগগিরই সব ব্যবস্থা করে ফেল। মিস ক্লডিয়া··· ।'

অসমাপ্ত রেখেই ক্লডিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। ক্লডিয়া যোগ করলো, 'পার্কার।'

কনরাড শেষ করলেন তখন, 'হ্যাঁ, ক্লডিয়া পার্কারের জন্যে। তাড়াতাড়ি করবে কিন্তু। ওর এজেন্ট পরে তোমাকে আরো একবার ফোন করবে।'

ফোনটা রেখে দিলেন কনরাড লী। ক্লডিয়া তখনি এগিয়ে গিয়ে তীব্রভাবে একটা চুমু খেলো কনরাডকে। তারপর বলে উঠলো, 'ঠিক আছে ডার্লিং। আজকের রাতের পার্টির ব্যাপারটা আবার ভুলে যাবেন না যেন।'

কনরাড বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পার্টি ?'

—'হ্যাঁ পার্টি। মনে নেই আপনার, প্রত্যেককে আজ রাত্রে আপনার হোটেলে নেমন্তন্ন করেছেন।'

—'হ্যাঁ ক্লডিয়া, তুমি ঠিকই বলেছো। যাই হোক, তোমার সঙ্গে আবার পরেও দেখা হবে।' জবাব দিলেন কনরাড। আবার বললো ক্লডিয়া, 'আমি অবশ্য টেস্টের কয়েক ঘণ্টা আগেই চলে

আসবো। আপনার কিছু যদি প্রয়োজন হয় কিছু সেজন্যই আসতে হবে।'

কনরাড মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'আমার কিছু প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তুমি জানোনা যে···।' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

এগারো

ডেভিড অফিস চলে গেছে। ছেলেমেয়েরাও স্কুলে। এবার নিশ্চিন্তে পলকে ফোন করলো লিণ্ডা। ও প্রান্তে যথারীতি পাওয়া গেল ওকে। লিণ্ডাকে দেখার জন্যে ও পাগল হয়ে আছে। লিণ্ডা ফোন করে জানালো। 'আমি যেতে পারবো না পল।'

কিন্তু পল সমস্ত কিছু বোঝাতে রীতিমতো পারদর্শী। পলের অনেক পরিশ্রমের পরে লিণ্ডা ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলো। চারিদিকে এখন ভীষণ রোদ। তবুও দেখা করতে হবে ওকে।

সেইমতো লিণ্ডা প্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরোলো। কড়া রোদ চারদিক জুড়ে। অবশেষে গ্রীন পার্কে পলের সঙ্গে দেখা করলো ও। পল একটা কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরেছিল। এই পোশাকে আগে ওকে দেখেনি লিণ্ডা। বিদঘুটে ধরণের পোশাক। কেনা পোশাকে এরকম ঢিলে-ঢালা ভাব থাকে। ওরা পরস্পরের হাত ধরে এগোতে লাগলো। লিণ্ডা এখন বেশ সহজ। খানিকটা হাঁটার পর হঠাৎ লিণ্ডার মনে হলো, এই ভাবে প্রকাশ্যে পার্কে ওর হাত ধরে হাঁটাটা দৃষ্টিকটু। অবশ্য ও যে বুড়িয়ে গেছে সেটা ও মোটেই ভাবে না। তবুও ভাবনাটা ওকে পেয়ে বসছিল।

সেটা প্রাণপণে সরিয়ে দিতে চাইলো লিণ্ডা। পল একসময় জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'কি ভাবছো ? তুমি কি কোনো ব্যাপারে বিরক্ত ?'

—'আমি ঠিক জানি না পল। আমি অবশ্য সেই ধরণের মেয়ে নই, যারা এরকম ঘটনায় একটার পর একটা জড়িয়ে পড়ে।' লিণ্ডা একটানা বলে সামান্য থামলো তারপর আবার বললো, 'আমার ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে। আমি স্বামীর সঙ্গে সব ব্যাপারেই একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করি। এইভাবে অবশ্য চলার জন্যে আংশিক দায়ী। সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারি না।'

—'কি ব্যাপার বলতো লিণ্ডা। এসব ভাবছো কেন ?' পল বিস্ময়মাখা চোখে ওর দিকে তাকালো। খানিক বাদে আবার বললো, 'ভাবছো ডেভিড এখন দেখলে কি হবে ? তাই তো ?'

—'না।' জবাব দিলো লিণ্ডা। আমি আমার আত্মসম্মান হারানোর ভয় করছি।'

এরপর দুজনেই নীরবে বেশ খানিকটা হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে পল জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি বলতে চাইছো ?'

—'আমি বলতে চাইছি যে, এই রকম দু'রকম জীবন চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আর বেশী এগোবার আগেই এটা আমি শেষ করতে চাই।'

বলা শেষ করে থামলো লিণ্ডা। পলকে খানিকটা অসহায় লাগলো। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। বললো ও, 'অনেক কষ্টে আমি তোমাকে পেয়েছি। এখনই আমাকে ছেড়ে যেওনা তুমি। তোমারই মতো কাউকে পাবার জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি। তুমি একটু উষ্ণ প্রকৃতির। আমি ঠিক এরকমটা চাই। তোমার ওপরে আমার কোনো দাবী নেই। শুধু একটা কথা দাও, যখনই তুমি সময় পাবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

লিণ্ডা জবাব দিলো, 'ব্যাপারটা কোনো মতেই যথেষ্ট নয়। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে অক্ষম।'

এ কথায় পলের মেজাজে কিছুটা পরিবর্তন হলো। বললো, 'তুমি আর পাঁচজনেরই মতো। আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল যে, তোমার হৃদয় বলতে কিছু নেই। তোমার ভয় নিশ্চিন্ত আমার হারানোর তাই না। এই মার্গারেটকে দেখো না। আমার বাবার জন্যে আমাকেই ছেড়ে দিলে। কেন না আমার বাবার সামান্য অর্থ ছিল। মা তো নিজেকে শেষই করে ফেললো। আমার বোন পালালো। শেষ পর্যন্ত বাবাকে বিয়ে করতে হলো আমারই এক মেয়ে বন্ধুকে।'

লিণ্ডা বিষণ্ণ মুখে জবাব দিলো, 'আমি খুবই দুঃখিত পল। তোমার মায়ের বিকল্প হবার ইচ্ছা আমার নেই। কিংবা তোমার বোন অথবা ঐ মার্গারেট। পুরানো কথা তুমি ভুলে যাও পল। এমন কাউকে খুঁজে নাও যে তোমাকে সুখী করতে পারবে।'

পল এবারে রেগে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বললো, 'এই মুহূর্তে তোমাকে আমার খুবই সস্তা মনে হচ্ছে। তোমার কাছে ঐ বুড়োটাই ভালো।'

লিণ্ডা এবার ঘুরে দাঁড়ালো। এবারে ও চলে যেতে চাইছিল। সামান্য কিছুটা এগোতেই পল চীৎকার করে কি যেন বলে উঠলো ওকে। লিণ্ডা দ্রুতবেগে হাঁটছিল। থামলো একেবারে গাড়ীর সামনে গিয়ে। ভেতরে ঢুকেই গাড়ীতে স্টার্ট দিলো ও। কিন্তু এই মুহূর্তে ও কোথায় যাবে? একমাত্র বাড়ী ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই ওর। গাড়ীর গতি তখন ওর বাড়ী অভিমুখে। আসার পথে সারাক্ষণই ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছিল ক্রমশঃ।

* * *

হোটেলের বারে বসেছিল গ্রসম্যান দম্পতি। দুজনেই দেখতে খুব সুন্দর। কিছুক্ষণ কাটলো। তারপর এলো কুপার দম্পতি। পানীয় নিয়ে সবাই গোল হয়ে বসলো। চুমুক দিতে লাগলো গ্লাসে। খাওয়া শেষে সবাই মিলে রওনা হলো স্যাভয় গ্রিলের দিকে।

জে গ্রসম্যানের মুখে তখন হলিউডের গল্প। ডেভিডের বিষয় ছিল রাজনীতি আর ব্যবসা সংক্রান্ত। দুই মহিলা বলা যায় চুপচাপই রইলো সারাক্ষণ। রাজকুমারী মার্গারেটের আসার কথা ছিল। না আসাতে রীতিমতো হতাশ হয়েছিল লরী। বিরক্ত মুখে একনাগাড়ে মেক আপ ঠিক করে যাচ্ছিল ও। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জে বলে উঠলো একবার, 'দোহাই এবার তুমি থামো। তুমি এমনিতেই সুন্দরী। আর সেজন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।'

উপস্থিত সকলে ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। এমন ধরণের কথাবার্তার মধ্যেই সময়টা কাটছিল। কফি খেতে খেতে একবার বলে উঠলো জে, 'আজকে রাতে কনরাড লীর দেওয়া পার্টিতে গেলে কেমন হয়? আমরা তো ওকে কথা দিয়েছিলাম।'

লিণ্ডা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু খুবই ক্লান্ত। আজ আমার ছেলে-মেয়েদের স্কুলের প্রথম দিন ছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা··· ?

ডেভিড যেন একটু উৎফুল্লভাবেই বলে উঠলো, 'চলে এসো লিণ্ডা।'

সারাটা দিন ক্লডিয়ার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরে ডেভিড রীতিমতো খুশী। মেয়েটা ভীষণ অবাধ্য। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতে হবে। জে লিণ্ডাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'মিসেস লিণ্ডা আপনি অবশ্যই আসবেন। ব্যাপারটা খুবই মজার হবে এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

—'ঠিক আছে।'

এরপর ও লরিকে সঙ্গে করে অন্য একটা ঘরে গেল। মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত। ওখানেই বলে উঠলো লরি, 'বদমাইসটা আমাকে খুব বোকা ভাবে। পরে অবশ্য বুঝতে পারবে আসলে বোকাটা কে। যখন আমি ওর আর্ধেক পাবো···।'

—'ব্যাপারটা আমি তো কিছুই বুঝলাম না।' লিণ্ডা মৃদু-স্বরে বলে উঠলো।

জবাব দিলো লরি, 'ব্যাপারটা ক্যালিফোর্নিয়ার একটা আইন…।' শেষ না করেই থেমে গেল ও। তারপর খুব সাবধানে ঠোঁটে আবার লিপস্টিক লাগাতে আরম্ভ করলো।

যখন ওরা পৌঁছানো তখন পার্টি পুরোদমে চলেছে। ইতিমধ্যে ওখানে ষাট থেকে সত্তর জনের মতো হাজির। এছাড়াও প্রতি মুহূর্তে কেউ না আসছিল। বিরাট ঘরটার এক প্রান্তে সারি সারি খাবার সাজনো রয়েছে। তিন তিনটে বার চমৎকারভাবে সাজোনো। তার ঠিক কাছেই একটা নাচের জায়গাও রয়েছে।

ওরা কাছাকাছি একটা বারে গিয়ে ড্রিংকস এর অর্ডার দিলো। ওখানকার অনেকেই জে গ্রসম্যানের পরিচিত। প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলো। ডেভিড আর লিণ্ডা অনায়াসেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। প্রত্যেকের সঙ্গেই গল্প-গুজব করছিল ওরা। জে লিণ্ডাকে একবার বলে উঠলো, 'আপনি চলুন আমার সঙ্গে। কনরাড লীকে খুঁজে বের করা যাক।

খানিকটা দূরেই একটা টেবিলের কাছে বসেছিলেন কনরাড। সমান রাখা একটা চকোলেট আইসক্রীম। সেটা খাবার সঙ্গে মদ্যপানও চলছিল। ওর পাশেই বসেছিল ক্লডিয়া। পরণে ওর উজ্জ্বল লালচে রঙের একটা পোষাক। ওদের দেখামাত্র কনরাড বসতে বললেন। জে বলে উঠলো ওকে, 'মিসেস লিণ্ডা কুপারকে মনে আছে আপনার।

—'নিশ্চয়ই।' জবাব দিলেন কনরাড। সামান্য থেমে আবার বললেন, 'পার্টি কেমন হচ্ছে। আমিও জানি, এসব কিভাবে করতে হয়।'

জে জবাব দিলো, 'করুন তাহলে আপনি।'

ক্লডিয়া হঠাৎ বলে উঠলো, 'আরে মিসেস কুপার, কি খবর ?'

ক্লডিয়ার কথায় সামান্য বিব্রতভাব ছিল। কথাবার্তাতেও

জড়তা। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে মদ খেয়েছে ও। বলে উঠলো, 'মিঃ কুপারের কি খবর ?'

—'ভালই, তুমি কি কোনো ব্যাপারে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

—'হ্যাঁ।'

বলা মাত্রই ওর ধাক্কা লেগে টেবিলের একটা গ্লাস উলটে গেল। টেবিল ক্লথের ওপরে তখন কালচে রঙের মদের ছোপ। একটা হেঁচকি তুলে বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'ঐ বিউটি মেড-এর ব্যাপারে ও কি করতে পারে সেটাই বলতে চাই।'

লিণ্ডা ওর দিকে শান্তভাবে তাকিয়েছিল। বললো, 'দেখছি, ওকে খবরটা কিভাবে দেওয়া যায়।'

কথা শেষ করে ও ফিরলো জে গ্রসম্যানের দিকে। ততক্ষণে ক্লডিয়া টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে উঠলো, 'আমার মনে হয়, আমি নিজেই ব্যাপারটা বলতে পারবো।

বলে আর দাঁড়ালো না ক্লডিয়া। টলতে টলতে কোনোরকমে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। লিণ্ডা খানিকটা চুপ করে রইলো। তারপর বলল, 'ভাল কথা, ওর সঙ্গে কি ব্যাপার ?'

জে গ্রসম্যান কাঁধটা ঝাঁকালো একবার। জবাব দিলো, 'ঠিক জানি না।' তারপরই কনরাডের দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'আপনার গার্লফ্রেণ্ডের কি হয়েছে ?'

প্রশ্ন শুনে মৃদু হসেলেন কনরাড। বললেন তারপর, 'ওই মেয়েটা দারুণ জেদী। আমার ছবিতে একটা সুযোগ দেবো বলেছিলাম ওকে। সেটাই ওর মাথায় এখনো পর্যন্ত ঢুকে আছে।'

—'কি রকম ?'

কনরাড মৃদু হাসলেন আবার। তারপর বললেন, 'ভেবেছিলাম আমার ছবির একটা দৃশ্যে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখাবো। অবশ্য ক্রীতদাসীর একটা শতচ্ছিন্ন পোশাক থাকবে ওর দেহে। একটু অদ্ভুত ধরণের পরিকল্পনা। ওর দেহটা চমৎকার। ছবিতে ঠিকমতো এলে ব্যবহার করা যায়।'

জে হেসে বলে উঠলো 'চমৎকার পরিকল্পনাই বটে।'

ইতিমধ্যে লিণ্ডা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো একবার, 'এক মিনিট আসছি।' বলে সারা ঘরটা ঘুরে ডেভিডকে খুঁজলো। কিন্তু ক্লডিয়া কিংবা ডেভিড কেউই নেই। হঠাৎ তার নজরে পড়লো লরিকে। ওকে ঘিরে একগাদা পুরুষ। অনেকেরই চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। কেউবা আবার নির্ভেজাল কামুক। কিছুটা এগিয়ে গেল ও। লরি ওদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল। লিণ্ডা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'ডেভিডকে দেখেছো তুমি?'

লরি ওকে তেমন একটা গুরুত্ব দিলো না। নিস্পৃহ কণ্ঠে জানালো ওকে, 'বারান্দার দিকেইতো যেতে দেখেছি।'

লিণ্ডা মনে মনে একটু বিরক্ত হলো। যাই হোক এই মুহূর্তে ডেভিডের পেছনে ধাওয়া করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিসের এক টানে ও বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর কানে ভেসে এলো একটা চুম্বনের শব্দ। বিস্ময়ে আবার তাকালো বারান্দার দিকে। তখনই চোখে পড়লো অদ্ভুত দৃশ্যটা। বারন্দার একেবারে কোণে একজোড়া নারী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ ও নিজেকে আড়াল করে ফেললো। বারান্দার ধার ঘেঁষে সতর্কভাবে এগিয়ে গেল ওর দিকে।

যুবতীর পোষাক অনাবৃত। একটা স্তন উন্মুক্ত। পুরুষটার মাথা ঠিক সেই জায়গাতেই স্থির। দুজনেরই অন্তরঙ্গতায় কোনো ফাঁক নেই। পুরুষটি তখন মৃদুভাবে নারীটিকে বলছিল, 'তুমি সত্যিই উন্মাদ ক্লডিয়া।'

বলার পরেই ওর সম্পূর্ণ পোশাকটা টেনে একেবারে নগ্ন করে দিলো ওকে। যুবতীর নিম্নাঙ্গে কোনো রকমে ঝুলতে লাগলো ওটা। পুরুষটি আবার বলে উঠলো, 'তুমি ছাড়া একটা রাতও আমার কাছে নরকের মতো।'

লিণ্ডা ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড আহত আর অসুস্থ হয়ে পড়লো। দুর্বল পায়ে চলে এলো ওখান থেকে। ওরা কেউই ওকে দেখেনি। ওর মনের মধ্যে তখন যেন কেমন শূন্যতা। হলঘরের দরজাটার সামনে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো ঠিক তখনই ওর সামনে এগিয়ে এলো জে গ্রসম্যান। এসেই লিণ্ডার হাতটা ধরলো ও। জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার লিণ্ডা? তোমাকে কেমন অস্থির দেখাচ্ছে। কি ঘটেছে?'

লিণ্ডা তাকালো জে'র দিকে। দু'চোখ জুড়ে শূন্যতা। কোনো রকমে বলে উঠলো ও, 'আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

জের হাত থেকে নিজের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিলো ও। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ততক্ষণে জে আবার এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরেছে। তারপর প্রায় টেনেই ওকে নিয়ে এলো সামনের একটা বারে। তারপর দ্রুত কাউন্টারের লোকটাকে বললো, 'এই ভদ্রমহিলার এক্ষুণি একটা ব্র্যাণ্ডি প্রয়োজন। নিয়ে এসো।'

লোকটা যেতে লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলো জে, 'তোমার কি হয়েছে বলোতো?'

জে গ্রসম্যানের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ। লিণ্ডা তাকালো ওর দিকে। বিভ্রান্ত চাহনি। ইতিমধ্যে কাউন্টারের লোকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসেছে। লিণ্ডা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকলো। তারপর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো, 'আমি ডেভিডকে খুঁজছিলাম। ঐ মাতাল মাগীটার ব্যাপারে আমি আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছি। একটু আগে দেখলাম ঐ বারান্দার এককোণে ডেভিড ওর সঙ্গে ফূর্তি করেছে। মাগীটার শরীরে কোনো পোশাক ছিল না।'

সবটা শুনলো জে। তারপর অস্ফূটে বলে উঠলো, 'হে ঈশ্বর। কিন্তু তুমি এখন কি করবে? আমি কি তোমাকে বাড়ীতে পৌছে দেবো?'

লিণ্ডা মাথাটা নাড়ালো। তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলো, 'আমি এখন কি করতে পারি? ওর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। ওকে ডিভোর্স করবো আমি। ঘেন্না করি ওকে··· ।'

কণ্ঠস্বর কাঁপছিল লিণ্ডার। আবার বললো, 'আমি এখন বাড়ী যেতে চাই। কিন্তু তার আগে একবার আমি ওকে··· ।'

কণ্ঠস্বর রীতিমতো কেঁপে উঠলো লিণ্ডার। কথা বেরোতে চাই ছিল না একেবারে। জে গ্রসম্যান ওর দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলে উঠলো, 'শোনো লিণ্ডা, এই মুহূর্তে তোমার কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হবে না। চলো, আমিই বরং তোমাকে বলবো আজ রাতে ও যেন বাড়ীতে না যায়।'

লিণ্ডা এবারে ম্লান হেসে উঠলো। হাসিতে তিক্ততা। জে'কে বলে উঠলো ও, 'ওকে বলবে, ও যেন আর কোনোদিনই আমার বাড়ীতে না যায়! বলবে ওর যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ওর ব্যাপারে আমার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

একটানা কথাগুলো বলে ঢকঢক করে ব্র্যাণ্ডিটা ঢেলে দিলো গলাতে। খাওয়া শেষ ওরা দুজনেই বেরিয়ে এলো বার থাকে। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি নিলো। ট্যাক্সি এসে পৌঁছোলো লিণ্ডার বাড়ীর সামনে। গাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে লিণ্ডা জে'র দিকে হাতটা নাড়িয়ে বলে উঠলো, 'বিদায় জে, ধন্যবাদ তোমাকে।'

জে মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'বিশ্রাম নাও এখন লিণ্ডা। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কাল তোমার খোঁজ নেবো।'

*　　　　*　　　　*

ক্লডিয়া হঠাৎ দেখতে পেলো ডেভিডকে। একা নয়, আরো অনেকে। তাদের মধ্যে লরি গ্রসম্যানও আছে। ডেভিডের একেবারে শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল লরি। তক্ষুণি ক্লডিয়া দু'হাত দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেললো। দেখেশুনে মনে হলো ক্লডিয়ার লরি ওকে রীতিমতো কামনা করে। ওর চোখদুটো একবার সর্বত্র ঘুরে গেল। কিন্তু লিণ্ডা কোথাও ছিল না। ক্লডিয়া সোজা

এগিয়ে গিয়ে ওর চোখদুটো চেপে ধরলো। ডেভিড নিজেকে মুক্ত করে একবার চারদিকে দেখে নিলো ধারে কাছে কোথাও লিণ্ডা আছে কিনা। না কোথাও নেই ও। ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে উঠলো ডেভিড, 'ক্লডিয়া তুমি?'

ওরা প্রত্যেকেই গল্পে মেতে উঠলো এর পরে। কথা বলছিল প্রধানতঃ, দুজন। ক্লডিয়া আর ডেভিড। বাকী সবাই ওদের কথা শুনছিল। এমনকি লরিও। ডেভিড কথার মাঝখানেই ক্লডিয়ার হাতটা চেপে ধরলো। তারপর বলে উঠলো, 'চলো, লিণ্ডাকে খুজে বের করা যাক।'

বলে শুধু ক্লডিয়াকে নিয়েই এগোতে লাগলো ডেভিড। গিয়ে পৌঁছোলো অবশেষে বারান্দার এক কোণে। জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। হঠাৎ ক্লডিয়া দু'হাতে ডেভিডের গলাটা জড়িয়ে ধরলো তারপর ওকে চুমু খেলো একটা। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, 'তোমাকে হারিয়ে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল।'

—'তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর! আমাকে ছেড়ে গিয়ে তুমি বসেছিলে রেঁস্তোরাতে। তারপর ফোন করেছো মাঝরাতে। তুমি তো উন্মাদ হয়ে যাচ্ছো।'

ডেভিড থামার সঙ্গে সঙ্গে ক্লডিয়ার ঠোঁটটা ডেভিডের কান স্পর্শ করলো। ওদের উভয়ের শরীর তখন আরে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ডেভিড ধীরে ধীরে ক্লডিয়ার স্বল্প আবরণ উন্মোচন করে দিলো। নিম্নাঙ্গে তখন ওর আবরণ ঝুলছিল। তারপরেই ডেভিডের মুখটা নেমে এলো ক্লডিয়ার স্তনের উপরে। দুজনেই তখন পরস্পরকে পাবার নেশায় আকুল। কিন্তু জায়গাটা যে একটা হোটেলের বারান্দা সেটা ওদের মনে ছিল না। এমন কি লিণ্ডাও যে আশে পাশে কোথাও থাকতে পারে সে চিন্তাও ডেভিডের নেই। জায়গাটা অবশ্য ভালোই অন্ধকার। ডেভিড মরিয়া হয়ে ক্লডিয়াকে মেঝেতেই শুইয়ে দিলো। ওদের চরম আনন্দে পৌঁছাতে সময় লাগলো মাত্র কয়েক মিনিট।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে ক্লডিয়া মৃদু হাসছিল। শুয়েছিল তখনও। হঠাৎ ডেভিডের খেয়াল হতে ওকে তুলে আবার পোষাকগুলো পরিয়ে দিলো। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে স্বস্তি বোধ করলো ডেভিড। কেউ কোথাও নেই। ডেভিড নিজের টাইটা ঠিক করতে করতে বলে উঠলো, 'আমরা দুজনে আলাদা ভাবে ঢুকবো।'

বলতে বলতে ঠোঁটের লিপষ্টিকের চিহ্ন রুমাল দিয়ে মুছে ফেলতে লাগলো প্রাণপণে। বেশ খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে ডেভিড বলে উঠলো আবার, 'ক্লডিয়া, আমি তোমাকে কাল ফোন করবো। আমি অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরোবো। তারপর তোমাকে অবাক করে দেবো আমি, বুঝেছ?'

—'তুমিতো সবসময়েই আমাকে অবাক করে দিচ্ছো।'

ক্লডিয়া কথাটা বলতেই ডেভিড আবার ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। শেষে ডেভিডের কথামতোই ক্লডিয়া খানিকটা আগে এগিয়ে গেলো। যাবার আগে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করলো একটা। মিনিট পাঁচেক ডেভিড ওখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার এগোতে আরম্ভ করলো। নির্দিষ্ট জায়গাতে এসে দেখলো ডেভিড, পার্টি তখনও পুরোদমে চলছে। একজন বয়কে ডেকে খানিকটা মদ নিলো ডেভিড। আর ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো লিণ্ডার কথা। চারদিকে তাকাতে লাগলো ও। দেখতে পেলো এক পরিচিত অভিনেতার সঙ্গে লরি গল্প করতে করতে এদিকেই আসছে। সামনে আসতেই লরিকে জিজ্ঞেস করলো ডেভিড, 'তুমি লিণ্ডাকে দেখেছো?'

লরি তাকালো ওর দিকে। বললো, 'ওতো তোমাকে খুঁজছিল দেখেছি। তারপর আর জানি না। একবার সম্ভবতঃ বারান্দার দিকে গেছিল ও।'

ডেভিড বজ্রাহতের মতো শুধু একবার বলে উঠলো, 'বারান্দা! কি আশ্চর্য্য!'

ব্যাপারটার প্রতিক্রিয়া ভাবতেই শিউরে উঠলো ও। লিণ্ডাকে খুঁজতে আরম্ভ করলো প্রাণপণে। মরিয়া হয়ে ও সমস্ত জায়গাতে লিণ্ডাকে খুঁজে যাচ্ছিল। সর্বত্র সুবেশা নারীর ভিড়। হঠাৎ এক যুবতী ডেভিডের হাত চেপে ধরলো। রোগা হলেও দেখতে সুন্দরী। ক্লডিয়ার বান্ধবী। যুবতী ওকে বলে উঠলো, 'হ্যালো, কি খুঁজছো ?'

ডেভিড খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বলে উঠলো, 'আরে তুমি, খবর কি ? জেরেমি ?' ডেভিডের চোখ দুটো তখন সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটি বলে ঠলো, 'জেরেমি আরো মদ আনতে গেছে।'

তখনও ও ডেভিডের হাতটা ধরেই ছিল। বলে উঠলো ও আবার, আমি তোমাকে ঠিক এখানে দেখবো, আশা করিনি।'

—'কেন ?' ডেভিড জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটার প্রতি ও বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলনা। মেয়েটি আবার বলে উঠলো, 'কনারড পার্টি দিয়েছেন। আমিতো ভাবিনি এই পার্টিতে তুমি আসবে। কিন্তু বলোতো ডেভিড, তোমার এটা স্ফূর্তি না ব্যবসার অঙ্গ ? কোনটা ?' কথা শেষে হেসে উঠলো। তারপর ডেভিডকে ছেড়ে জেরেমির দিকে এগিয়ে গেল। ও তখন এদিকেই আসছিল। ডেভিডর মনের মধ্যে তখন ক্রুদ্ধতা জেগে উঠছিল। পার্টিটা যে কনরাডের দেওয়া তা ক্লডিয়া ডেভিডকে ঘুনাক্ষরেও বলেনি। ইতিমধ্যে অবশ্য ও লিণ্ডার কথা আবার ভুলে গেছে। তার বদলে খোঁজ করতে আরম্ভ করলো ক্লডিয়াকে। ওকে ওর এখন ভীষণ প্রয়োজন। কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ইতিমধ্যে জে গ্রসম্যান পার্টিতে আবার যোগ দিয়েছে। প্রতিটি মেয়েই ওকে পেতে আগ্রহী। লরির বক্তব্য, বিছানায় জে'কে পেতে দারুণ অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে। কিন্তু জে'র ধারণা, লরি একটু কল্পনাপ্রবণ। ডেভিডের দিকে দ্রুত এগোলো ও। ডেভিডকে পাওয়ামাত্রই লিণ্ডার ব্যাপারে সমস্ত কিছু বলে গেল জে.গ্রসম্যান।

প্রথমটা ডেভিড থমকে গেছিল। তারপর ব্যাপারটা ও বেমালুম অস্বীকার করার চেষ্টা করলো। কিন্তু লিণ্ডা ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে। জে ব্যাপারটা জোর দিয়েই বলতেই বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হলো ওকে। জে মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'তুমি একটা নির্বোধ ডেভিড। লিণ্ডা স্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট ভালো। তোমার ওর চোখের সামনে মোটেই এরকম করাটা উচিত নয়।'

ডেভিড শুনলো জে'র কথা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'লিণ্ডা কি করতে চাইছে?'

—'ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে।' জে জবাব দিলো। ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'লিণ্ডা এরকম কথা বলতেই পারে না। ওর হাতে কোনো প্রমাণ নেই। পার্টিতে স্বাভাবিকভাবেই হয়ত আমি একটা মেয়েকে চুমু খেয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ করা যায় না। আমি যাচ্ছি ওর কাছে। এরকমটা হোক আমি চাই না।'

ওর কথা শুনে জে কাঁধটা ঝাঁকালো। তারপর বললো, 'আমি তোমাকে পরামর্শ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না। আমি বলতে পারি, লিণ্ডার মনের অবস্থা এখন শোচনীয়। তুমি গেলে আরো মারাত্মক হবে। আমার মতে কাল সকাল পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো। তারপর দেখা করো। তখন ব্যাপারটা সম্ভবতঃ সহজ হয়ে যাবে কিছুটা।'

ডেভিড বলে উঠলো, 'না, আমি এখনই বাড়ী যাচ্ছি। আমি লিণ্ডাকে চিনি। ওকে বোঝাতে ঠিকই পারবো আমি।'

এবারে জে ডেভিডের দিকে সোজাসুজি তাকালো। কঠিন দৃষ্টিতেই বলা যায়। তারপর বললো, 'আমি কিন্তু লিণ্ডাকে কথা দিয়েছি যে, তুমি আজকের রাতটা অন্ততঃ ওর কাছে যাবে না।'

ডেভিডও পালটা ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর বললো, 'অসম্ভব। আমি এখনই ওর কাছে যাবো।'

স্পষ্টতঃই এতে অসন্তুষ্ট হলো জে গ্রসম্যান। ডেভিড একবার তাকালো ওর দিকে। তারপর দ্রুত বিদায় নিলো ওখান থেকে।

বারো

অবশেষে বাড়ীর সামনে পা রাখলো ডেভিড। দরজার তালা দেওয়া ছিলো। প্রথমটায় খোলার কোনোরকম চেষ্টা করলো না ডেভিড। খানিকক্ষণ ভাবলো দাঁড়িয়ে। তারপর চাবির একটা গোছা বের করে নির্দিষ্ট একটা চাবি দেখে নিলো। তালাতে সেটা ভালভাবেই লেগে গেল। ঘুরলো বটে চাবিটা কিন্তু দরজা খুললো না। ডেভিড মনে মনে ভাবলো, তাহলে কি লিণ্ডা দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ রেখেছে? ডেভিড ঘুরে পেছনের দরজার দিকে গেল। সেটাও বন্ধ। রেগে গেল ও। আবার ফিরে এলো সামনের দরজাতে। এবারে কলিং বেলটা টিপলো ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। আবার বেলটা টিপলো একটু জোরেই। সামান্য পরে এবার ওপরতলাতে একটা আলো জ্বলে উঠলো। ওটা পরিচারিকার ঘর। কিন্তু ঘটলো না কিছুই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোটা আবার নিভেও গেল। এবারে ডেভিড ভীষণ রেগে গেল। লিণ্ডা নির্ঘাত ভেতরে ছিল। পরিচারিকাকে হয়ত ওই আলো নেভাতে বলেছে। সজোরে একবার লাথি মারলো ও দরজাতে। মারার চোটে পায়ে লেগেও গেল ওর। চীৎকার করে বলে উঠলো ও, 'লিণ্ডা, এরকম বোকামী কোরো না তুমি। দরজা না খুললে আমি কিন্তু পুলিশে খবর দেবো।'

কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। ভেতরে আগের মতোই নিস্তব্ধ আর অন্ধকার রইলো। সজোরে একটা ঘুঁষি মারলো দরজাতে। তবুও ওপ্রান্ত নিরুত্তর। আবার বেলটা বাজালো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার সামনে। ঠিক তখনই ওর কানে ভেসে এলো

অস্পষ্ট কান্নার শব্দ। কোনো বাচ্চার হবে। ডেভিডের মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ কাজ করতে লাগলো তখন। কিন্তু এর জন্যেতো লিণ্ডাই দায়ী। ওকে ভেতরে ঢুকতে দিলো না বলেই বাচ্চাটা জেগে গেছে। যাই হোক মরিয়া হয়ে এবার ডেভিড শেষবারের মতো বেলটা টিপলো। কিছুটা কাজ হলো এবারে। দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরে শেকল আটকানো। ঠেলে খুব একটা বেশী ফাঁক করতে পারলো না ডেভিড। উঁকি মারলো ভেতরে। তখনই চোখে পড়লো লিণ্ডাকে। ক্রুদ্ধ আর ফ্যাকাশে মুখ। ভেতর থেকেই তীব্রভাবে বলে উঠলো লিণ্ডা, 'তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমার জন্যে আমার আজ এই অবস্থা।'

লিণ্ডার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি। ডেভিড বুঝতে পারছিলো ও অসুস্থ। বলে উঠলো ও লিণ্ডাকে, 'শোনো লিণ্ডা, আমাকে ভেতরে যেতে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুবই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি···।'

—'না।' লিণ্ডা আবার চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি যাও ঐ মাগীটার কাছে। দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও তুমি।'

এরপরেই ডেভিডের মুখের সামনে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে হয়ে গেল। ডেভিড আশাহত হতেই রেগে গেল ভীষণ। ধাক্কা দিতে লাগলো দরজাতে। চীৎকার করে উঠলো একবার, 'তোমার কপালে দুঃখ আছে লিণ্ডা। আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনো আসবো না।'

তবুও দরজা খুললো না। লিণ্ডাও ফিরে এলো না। ক্রুদ্ধ মন নিয়ে ডেভিড ফিরে এলো ওর গাড়ীতে। ভেতরে ঢুকে বসলো। তারপর তীব্র বেগে গাড়ী চালাতে আরম্ভ করলো ও।

* * *

পার্টি ছেড়ে ডেভিড যখন লিণ্ডার খোঁজে বেরিয়ে এসেছিল

ঠিক তখনই জে গ্রসম্যান লিণ্ডাকে ফোন করে লিণ্ডাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। ফোন করার পরে জে এলো লরির কাছে। তখন লরি একজন সুবেশ পুরুষের সঙ্গে হলঘরের কোণের দিকে একটা টেবিলে বসেছিল। ভদ্রলোক একজন রাষ্ট্রদূত। জে ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'ডেভিডকে বারান্দার দিকে যেতে দেখেছ? লিণ্ডাকে বলেছো নাকি তুমি?'

লরিকে খুবই নিস্পৃহ দেখালো। বলে উঠলো, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছু ঘটেছে নাকি?'

—'কিছু একটা হচ্ছে বৈকি।' বিরক্তভাবে কাঁধটা ঝাঁকালো জে। বললো, 'তুমি যত না মদ খেয়েছ তার চেয়ে বেশী ভান করছো।'

এবার লরিকে ভীষণ বিরক্ত দেখালো। তিক্তভাবে বলে উঠলো আবার, 'এতো জঘন্য ব্যবহার করছো কেন বলতো? তোমাকে বিয়ে করাটাই ভুল হয়েছিল আমার।'

একটু থামলো এবার। তারপর মরিয়া হয়ে বললো, 'যাই হোক, আমি এখন নাচবো।' বলেই লরি উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে আরম্ভ করলো। খানিকটা এগোতেই জে বিশ্রী ভাবে মাথাটা নেড়ে বলে উঠলো, 'মেয়েটা সত্যিই বোকা, কিংবা অতি চালাক।'

ওদিকে কনরাড লী একটা টেবিলে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। ওকে ঘিরে বসেছিল আরো কয়েকজন। পুরো জায়গাটা হৈ-হট্টগোলে পূর্ণ। মদের ঘোরে সমস্ত নারী-পুরুষই অকারণ হাসছিল বারবার। ইতিমধ্যে ক্লডিয়া টেবিলের ওপরে উঠে নাচছিল। সবাই কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে যে, ক্লডিয়ার নিম্নাঙ্গে কোনো পোশাক নেই। সেই কারণে প্যান্টিবিহীন ক্লডিয়ার স্কার্টটাকে তুলে কেউ কেউ কামুক চোখে উঁকি মারতে লাগলো। মদের ঘোরে চীৎকার করতে করতে ক্লডিয়া বাকী পোশাকগুলোও খুলে ফেলতে আরম্ভ করলো। জে গ্রসম্যান একভাবে দেখে

যাচ্ছিল সবকিছু। ভীষণ খারাপ লাগছিল ওর। মানুষগুলোকে ওর মনে হচ্ছিল একপাল বানরের মতো। বেশ বিরক্ত বোধ করছিল ওখানে থাকতে। টেবিলটার চারপাশে জমায়েত ভীড়। সবাই ক্লডিয়ার নাচ দেখতে উদ্‌গ্রীব। সেই রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক লরির সঙ্গেই এসে হাজির হলেন। 'স্ট্রীপটীজ' নাচের আসর ততক্ষনে বেশ জমে উঠেছে। দ্রুতলয়ে চলছে নাচ। ক্লডিয়া দেহের পোশাক খুলে এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিচ্ছিল। চকচকে শরীরটা ওর কেমন অদ্ভুত মোহময়। কামার্ত পুরুষগুলো সবাই চেষ্টা করছিল ওর কাছে আসার। কিন্তু মাঝপথেই তাদের স্ত্রী কিংবা প্রেমিকারা ঈর্ষাবশতঃই তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো ক্লডিয়ার সান্নিধ্য থেকে।

হঠাৎ একজন লোক টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো। পরনে ডোরাকাটা প্যাণ্ট আর কালচে রঙের একটা জ্যাকেট। দেখতে অদ্ভুত। লোকটা হোটেল কর্তৃপক্ষের এক প্রতিনিধি।

লোকটা সোজা এগিয়ে গেল কনরাড লীর দিকে। কনরাড ওকে দেখামাত্রই ইশারায় চলে যেতে বললেন, কিন্তু লোকটা বেশ ভয় পেয়েছে। উত্তেজিত রীতিমতো।

চীৎকার করে বলে উঠলো লোকটা, 'যদি ঐ মহিলা এই মুহূর্তে পোশাক না পরে তাহলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।'

কথাটা শোনামাত্রই ক্লডিয়া ওকে জিভ দেখালো অদ্ভুতভাবে। ওর শরীরের আর একটা অঙ্গই মাত্র আবৃত। সেটা খুলতেই বাকী। ঠিক সেই সময়ে পুলিশ এসে হাজির হলো ওখানে। এসেই প্রথমে জোর করে ক্লডিয়ার দেহে একটা ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে দিলো। তারপর টেনে নিয়ে চললো থানাতে।

পরের দিন সকালবেলা সমস্ত খবরের কাগজগুলোই এই খবরটা ফলাও করে প্রকাশ করলো। সেদিনে তারকা একজনই। সে হচ্ছে ক্লডিয়া। সব কাগজগুলোতেই ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

ওর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কনরাড লী সব দেখে শুনে তারপরে ঘোষণা করলেন, ওর পরের ছবিতে ক্লডিয়াই অভিনয় করবে। এমন কি কনরাড ওর এজেন্টের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন। তড়িঘড়ি কনট্র্যাক্ট সই হলো। তুদিনের কাজ। প্রতি-দিন আশি পাউণ্ড।

ক্লডিয়াতো ভীষণ খুশী। খাবার সময়ে থানা থেকে খুশীর মেজাজ নিয়ে ফিরে এলো। একটা সাংবাদিক সাক্ষাৎকারেও অংশ গ্রহন করলো ক্লডিয়া। ফটোগ্রাফারেরা ফটাফট ওর অনেক ছবি তুললো। এরপর ও চললো গাড়ীতে করে ষ্টুডিওর উদ্দেশ্যে। এখন ভালভাবে মেকআপ টেষ্ট করতে হবে। সেখান থেকে সব কাজ সেরে ও যখন বাড়ীতে ফিরে এলো তখন দেখলো ডেভিড ওর বাড়ীর সামনে ঘুরঘুর করছে। ওকে দেখামাত্র ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার?'

পরক্ষণেই আবার অযাচিতভাবেই বলে উঠলো, 'আজকের কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছে। তুমি দ্যাখোনি?'

বলে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকলো ক্লডিয়া। পেছনে পেছনে ডেভিড ওকে অনুসরণ করলো। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তুজনে। সামনের টেবিলে রাখা মদের বোতল থেকে ডেভিড গেলাসে খানিকটা মদ ঢাললো। তারপর এক নিমেষে খেয়ে নিলো। শেষে বলে উঠলো ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে, 'আজ রাতে তোমাকে নিয়ে খেতে যাবো। কোথায় যেতে চাও তুমি?'

জবাবে ক্লডিয়া মৃত্থ হাসলো। বললো, 'হঠাৎ আমি তারকা হয়ে গেছি। এখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। তোমার বউএর কি হলো বলোতো? তোমার বউএর লোকেরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে কিন্তু।'

ডেভিড শান্তভাবে বলে উঠলো, 'ওর ব্যাপারে তোমাকে অত ভাবতে হবেনা। ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

ক্লডিয়া নীরব হয়ে শুয়েই রইলো। কোনো জবাব দিলেনা।

ডেভিডও নিঃশব্দ। একধরনের অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো সমস্ত ঘরটা জুড়ে। বেশ খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালো ক্লডিয়া। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ডেভিডের দিকে। একেবারে কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলো। তারপর মৃদুস্বরে বলে উঠলো, আমার জন্য তুমি তাহলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছো?'

—'হ্যাঁ। তোমার জন্যেই।'

ডেভিডের হাত ততক্ষণে ক্লডিয়ার পিঠ ছুঁয়ে নিতম্বে এসে নেমেছে। মৃদুস্বরে বলে উঠলো ও, 'কালরাত থেকে তোমাকে ছাড়া আমি কাউকেই ভাবতে পারছিনা। কাগজে আমি তোমার ছবি দেখেছি। লিণ্ডাকে আমি বলেছি। তোমাকে আমি চাই। ওকে আমি ডিভোর্স করবো। সব ভেবে চিন্তেই আমি তোমার কাছে চলে এসেছি।'

একরকম অবিশ্বাসেই ও মাথাটা নাড়ালো। বললো, 'তুমি সত্যিই আমার জন্যে ওকে ছেড়ে দিয়েছো? ব্যাপারটা সত্যিই ভাবতে পারছিনা।'

ডেভিড দৃঢ়স্বরে আবার বলে উঠলো, 'আমি ওকে ডিভোর্স করার পরই তোমাকে বিয়ে করবো।'

—'কিন্তু আমি বিয়ের কোনো বন্ধনে যেতে রাজী নই।' ক্লডিয়া বলে উঠলো। কণ্ঠস্বরে রহস্য মাখা। খানিকবাদে আবার বললো ক্লডিয়া, 'ব্যাপারটা ভাবার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই ভালো। আমরা ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারবো।'

ক্লডিয়া ঘরে পায়চারী করলো। ডেভিড একেবারে ওর মুখোমুখি হয়ে বলে উঠলো, 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছোনা ক্লডিয়া। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

ক্লডিয়া মিষ্টি হেসে বললে, 'কিন্তু আমি চাইনা।'

—'আমিতো চাই ক্লডিয়া।' ডেভিড অধৈর্য্য হয়ে ওর কাঁধটা চেপে ধরলো। ক্লডিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে

বললো, শোনো ডেভিড, ব্যাপারটা আমাদের পরিস্কার হওয়া উচিৎ। বারবার আমি বলেছি ওরকম কোনো বন্ধনে যেতে আমি রাজী নই। আমি তোমাকে সেই জন্যই বিয়ে করতে চাইনা।

বেশ গম্ভীর ভাবেই কথাটা শেষ করলো ক্লডিয়া। ডেভিড প্রসঙ্গ আর তুললোনা। কিছুক্ষণ বাদে ক্লডিয়া সামনের চেয়ারটায় বসলো। খানিকক্ষণ বাদে ডেভিড বললো, 'তুমি জানোনা আমি কি করেছি?'

– 'না, আমি জানিনা।' ক্লডিয়া কাঁধটা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো। পরক্ষণেই আবার বলে উঠলো, 'কিন্তু তুমি এখন থাকছো কোথায়?'

—'নতুন কোনো একটা জায়গায় থাকবো। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ওখানেতো আর আমার থাকা যাবেনা।'

—'পেনটহাউসে থাকবে নাকি?'

—'জানিনা। হয়ত ওরকম একটা জায়গাই খুঁজে নেওয়া যাবে, তোমার জন্যে বলতে পারো।'

ডেভিডের কথার হাসলো ক্লডিয়া। ততক্ষণে ডেভিড এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছে। আর ঠিক তখনই আদিম কামনাটা ডেভিডের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে লাগলো। উদ্দাম হয়ে উঠলো রক্তের প্রবাহ।'

ক্লডিয়াও ততক্ষণে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে আগ্রাসী চুমু খেয়ে চলেছে। ক্লডিয়ার ধারালো নখ ডেভিডের শরীরের বিভিন্ন অংশে চেপে বসতে লাগলো। ডেভিড ওকে জড়িয়ে ধরলো তীব্রভাবে। কিন্তু হঠাৎই ক্লডিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলো, 'এখন নয় ডার্লিং, আগে চলো, আমরা কিছু খেয়ে নিই। তারপর এক-সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসবো, কেমন।'

টেপরেকর্ডারের সুইচটা বন্ধ করে দিলো ক্লডিয়া, বাথরুমে গেল। তারপর সেখান থেকে জল পড়ার মৃদু শব্দ ভেসে আসতে লাগলো ডেভিডের কানে।

তের

শোবার ঘরটায় তীব্রভাবে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। ডেভিডের আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিলনা।

ক্লডিয়া ঠিক ওর পাশেই সামান্য জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। বিছানার অর্দ্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে আছে ওর ঘুমন্ত দেহটা। পর্দা দেওয়া অবস্থায় একেবারে ঘুমোতে পারেনা ও। ওর ইচ্ছে সকালের রোদ প্রতিদিন ওর ঘুমকে ভাঙিয়ে দেবে। ডেভিড ঘড়ি দেখলো। সবেমাত্র সাড়ে ছটা। চারটের আগে ওরা ঘুমোতে পারেনি। খুব ক্লান্ত লাগছিল ডেভিডের নিজেকে। এখন আর উঠে গিয়ে পর্দাগুলো টেনে দেবার কোনো মানে হয় না। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ডেভিডের আর ঘুম আসেনা।

চারদিকে তাকালো একবার ও। শোবার ঘরটা ভীষণ অগোছালো লাগছে। ক্লডিয়ার অভ্যেস হলো পোশাকগুলো সারা ঘরময় ছড়িয়ে রাখা। ক্লডিয়াকে ওর রীতিমতো অদ্ভুত লাগে। মাত্র ছ মাসের মধ্যে ডেভিডের জীবনটা কেমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল।

শেষে আর শুয়ে থাকতে না পেরে উঠে পড়লো ও। রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরী করলো। কয়েকটা টোষ্টও। রান্নাঘরের চারদিকটাও ভীষণ এলোমেলো। সব কিছু গুছিয়ে রাখা দরকার। ক্লডিয়ার মধ্যে শৃঙ্খলা ভাবটা একেবরেই নেই। হঠাৎ লিণ্ডার মুখটা ভেসে উঠলো। লিণ্ডা খুবই গোছালো স্বভাবের মেয়ে। চারদিক সবসময় পরিস্কার রাখে।

কাজ শেষ ডেভিড দরজার সামনে এলো। ওখান থেকে খবরের কাগজগুলো নিয়ে ঘরে এলো। চা খেতে খেতে সেগুলোতে

চোখ বোলাতে লাগলো একবার করে। চাটা খুব সুস্বাদু লাগলো না। যাই হোক, এবারে ওর বেরোবার সময় হয়ে গেছে।

* * *

লিণ্ডা একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছিল। চারদিক জুড়ে ঝকমক করছে রোদ। চমৎকার দিনটা। মনটা খুব ভালো লাগলো ওর। পরক্ষণেই চমকে উঠলো লিণ্ডা। সারাটা রাত ও একলা ঘুমিয়েছে। এখনকার এই ভালো লাগাটা কি তবে একটা স্বার্থপর আনন্দের মতো।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারটা রীতিমতো কঠিন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও কষ্টকর। ওর সন্তানেরা পিতৃহীন অবস্থায় কেমন করে কাটাবে সেটাই চিন্তা করছিল ও। ডেভিড এখন ক্লডিয়ার কাছে। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠলো লিণ্ডা।

কিছুক্ষণ বাদে ও একজন সলিসিটারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো। সব ব্যাপারটা জানালো তাকে। এরপর সলিসিটারই যা করবার করবেন। ওকে আর ভাবতে হবে না।

আজকেই ওর কোর্টে দাঁড়াবার দিন। বিচারকদের সামনে সমস্ত বিষয়টা তুলে ধরতে হবে ওকে। কথাগুলো একমনে ভাবতে ভাবতে খুব মনোযোগ দিয়ে পোশাক পরলো ও। ওর সন্তানেরা অবশ্য ওর নিজের কাছেই থাকবে। ডিম আর কফি দিয়ে ব্রেকফাষ্ট সেরে বেরিয়ে পড়লো লিণ্ডা।

* * *

কোর্টের কাজ মিটলো একসময়। তারপরই ট্রেনে করে রওনা হলো সন্তানদের উদ্দেশ্যে। সপ্তাহের শেষটা ওদের কাছেই কাটাবে ও। বাড়ী ফিরে আসবে সোমবার। এখন চাই বাড়ীটা ওর নিজের। ছেলেমেয়েকে নিয়ে ও ভালই থাকবে। ওর নিজেরই আন্তরিক সমর্থন আছে এতে।

প্রতি সপ্তাহের ছুটির দিনে ডেভিড আসতো ছেলেমেয়েদের দেখতে। কিন্তু লিণ্ডা ওকে দেখা না দিবার জন্যে সুকৌশলে এড়িয়ে চলতো।

মাস তিনেক অন্ততঃ ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। যাই হোক, সলিসিটারের অফিসেই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।

ডেভিডের একটা শর্তই লিণ্ডা মেনেছিল। তাহলো নিয়মিত ওর ছেলেমেয়েদের দেখতে আসা। লিণ্ডা একেবারেই চায়নি যে বাচ্চারা ক্লডিয়ার সংস্পর্শে আসুক। ডেভিড সবটাই মেনে নিয়েছিল। বিন্দুমাত্র তর্ক করেনি।

কফি খাওয়া শেষ হলো লিণ্ডার। সলিসিটারের কাছে যেতে হবে। কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

* * *

ক্লডিয়া ঘুম থেকে উঠলো ঠিক এগারোটা নাগাদ। কেউ দরজায় কলিংবেল টিপে চলেছে। দরজার সামনে এগিয়ে গেল ও। পরনে রাতের স্বচ্ছ নাইটি। দরজা খুলতেই দেখলো ছোটখাটো চেহারার একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই চিনতে পারলো ক্লডিয়া। বললো, 'আসুন মিসেস কব। এজেন্সি থেকে আসছেন তো?'

ভেতরে এলে মিসেস কবের দিকে দিকে তাকিয়ে বলে উঠলে ক্লডিয়া, 'এখানে আপনি যা খুঁজবেন তাই পাবেন। আপনার হাতে ব্যাপারটা ছাড়তে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আসলে গতকাল আমি অনেক রাতে ঘুমিয়েছি।'

মিসেস কব ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকাল একবার। মুখে অবশ্য কিছু বললোনা। ক্লডিয়া ফ্রিজের ভেতর থেকে কিছু খাবার নিয়ে শোবার ঘরে এলো। সঙ্গে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। বিছানায় নিজেকে এলিয়ে ওলটাতে আরম্ভ করলো ওর প্রিয় ম্যাগাজিনের পাতা। সিনেমার পাতাটা দেখতে লাগলো আগ্রহ সহকারে। কনরাডের খবর দেওয়া আছে একটা জায়গাতে। ছবির ব্যাপারে ইজরাইলের একটা লোকেশনে যাবার কথা। খবরটা পড়ে ও খুশীই হোলো। ইংল্যাণ্ডে ফিরতে সপ্তাহের শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরম্ভ হবে সেখানে ষ্টুডিওর কাজ। ঘরটার চারপাশে পেনসিলের একটা দাগ কাটলো ও। ফোন করলো এজেণ্টকে।

এজেণ্টের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ওর চুক্তি হয়ে গেছে। কোম্পানী ফিরলেই ওর এখানে দুদিনের কাজ আছে। ব্যাপারটা এজেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিলো। এ নিয়ে মাস তিনেক হলো পেণ্টহাউসে আছে। জায়গাটা সত্যি উপভোগ্য। অবশ্য ইতিমধ্যেই ডেভিডকে ওর কিছুটা একঘেঁয়ে লাগতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু এই বাড়ীটা চমৎকার। ওর সমস্ত বন্ধুর এই বাড়ীটাকে পছন্দ হয়েছে। ফোটোগ্রাফির ব্যাপারেও ওর সঙ্গে এখানে কিছু চুক্তি হয়েছে। তার কিছু কিছু ছবি ইতিমধ্যে ম্যাগাজিনেও দেখেছে ও। ছবির নীচে লেখা রয়েছে, 'তরুণী সুন্দরী অভিনেত্রী এবং মডেল ক্লডিয়া পার্কার।'

যাই হোক ও এখন এই মনোরম পেণ্ট হাউসে আরামে আছে। গিলেস ছুটোর সময় এখানে এসেছিল একটা আমেরিকান ম্যাগাজিনের 'ন্যুড' ছবির জন্যে। ক্লডিয়া ভেবেছিল, ডেভিডের কাজ শেষ করে ফিরতে একটু দেরীই হবে। গিলেসকে ও একেবারেই পছন্দ করে না। ডেভিড যদি জানতে পারে ওর সঙ্গে 'নুড' ছবির ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে তাহলে ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু অ্যামেরিকান ঐ ম্যাগাজিনের কাছে বেশ ভাল অর্থ পাবে। গিলেসও পাবে। অর্থের ব্যাপারে নিজের শরীর দেখাতে ক্লডিয়ার কোনো রকম কুণ্ঠা নেই।

ক্লডিয়া একবার হাই তুললো। এবারে নিজেকে তৈরী হয়ে নিতে হবে।

ডেভিড যখন অফিসে পৌঁছালো তখন ও রীতিমতো ক্লান্ত। বিরক্ত লাগছিল নিজেকে। তবুও সেক্রেটারীকে দেখে মৃদু হাসলো একবার। সেক্রেটারী ওকে জানালো, 'মিঃ কুপার, আপনার কাকা একবার দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে। ওর সেক্রেটারী জানিয়েছে, অফিসে পৌঁছানো মাত্র যেন ওখানে চলে যান।'

ডেভিড ভুরু কোঁচকালো। ব্যাপারটা কি? কাকা র‍্যাল্‌ফ সচরাচর ভালো খবর একেবারেই দেয় না। এদিকে ওর সঙ্গে

লিণ্ডার বিচ্ছেদের ব্যাপারটা ওর কাকা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। ওর কাকার চিন্তা অনুযায়ী খ্রীষ্টধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ একটা পাপ। ভদ্রলোক ধার্মিক স্বভাবের।

অগত্যা ডেভিড ওর কাকার কাছে গেল। অফিসটার মধ্যে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের একটা প্রাচীন মেজাজ। সেক্রেটারী ওকে নিয়ে গেল ভেতরে। একটা সুদৃশ্য ডেস্কের পেছনে ওর কাকা বসেছিল। ওকে দেখা মাত্রই কাকা বললেন, 'আরে এসো ডেভিড, বোসো সামনের চেয়ারে। ঐ একাউন্টটার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমিতো জানো।

ডেভিড জানালো, 'কিন্তু ও ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা থাকতে পারে না। সব শেষ হয়ে গেছে।'

—'ঠিকই বলেছ তুমি।' ওর কাকা বলে উঠলেন, 'আমিও তাই বলতে চাইছি।' ওর কাকা সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন। কিছুই উপকার হলো না ডেভিডের। এক সময় ও ফিরে এলো আবার নিজের অফিসে। আসতেই আবার সেক্রেটারী মনে করিয়ে দিলো যে, আজ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোর্টে যাবার কথা আছে।

হ্যাঁ, তাহলে আজই। ডেভিড ভাবলো। ব্যাপারটা ও একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। ওর অবাক লাগলো এই ভেবে যে, লিণ্ডা বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে কোর্টে যেতে পারে।

অবশ্য অনেকদিন আগেই ওর সলিসিটর ওকে লিখিত ভাবে তারিখটা জানিয়ে দিয়েছিল। ডেভিডের মহিলা সেক্রেটারী তখন ডেস্কের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ডেভিড ওকে দেখে মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে মনে করিয়ে দেবার, জন্যে ধন্যবাদ, মিস ফিল্ড।'

প্রসংসা শুনে মুখটা সামান্য লাল হলো ওর। বললো, 'আমি দুঃখিত মিঃ কুপার, আমি ভেবেছিলাম······।'

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ বলে উঠলো ও, 'আপনি কফি খাবেন?'

—'তাহলেতো খুবই ভাল হয়।' ডেভিড জবাব দিলো।

বেশ খানিকক্ষণ অফিসে কাটিয়ে ডেভিড গেল কোর্টে। কোর্টে গিজগিজ করছে মানুষ। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে লম্বা প্যাসেজ আর সিঁড়ি। লিণ্ডার সলিসিটর লিণ্ডার হাতটা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। যেতে যেতে সলিসিটর জানালো ওকে, আশা করা যায় লাঞ্চের আগেই আপনার কেসের শুনানী আরম্ভ হবে।'

লিণ্ডা ভীতস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কত সময় নেবে?'

—'বেশী সময় নেবোনা। সবই তো সোজা ব্যাপার।' সলিসিটর জানালো ওকে। অবশেষে ওরা পৌঁছোলো একটা বড় গোছের বারান্দায়। দেয়ালের ধারে কয়েক সারি বেঞ্চি পাতা আছে। লিণ্ডা অনুমান করলো, এখানেই হয়ত অপেক্ষা করতে হবে। জায়গাটা জুড়ে অনেক মানুষের ভিড়। কিছু লোক মাথায় সাদা উইগ আর কালো গাউন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিণ্ডার সলিসিটর এক ভদ্র-লোককে ডাকলো। লোকটি কাছে বলে উঠলো, 'এই আপনার মক্কেল, মিঃ ব্রাউন।'

মিঃ ব্রাউন বেশ লম্বা। লিণ্ডার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ লিণ্ডার কেমন অসুস্থ মনে হলো নিজেকে। সব ব্যাপারগুলোই ভয়ংকর লাগছিল ওর। লিণ্ডার মনে হচ্ছিল, ওর পেটটা ফুলছে। ভাবলো একবার মেয়েদের বিশ্রামকক্ষে গেলে হয়তো সুস্থবোধ করবে। সলিসিটর বলে উঠলো 'চলুন, ভেতরে বসা যাক। আপনার কেসের আগে আরো কয়েকটা কেস আছে।'

লিণ্ডা বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক। মাথাটা নাড়লো একবার। সলিসিটারের সঙ্গে ও একটা ঘরে এলো। ঘরটা দেখামাত্রই একটা হোঁচট খেলো ও। সাধারণ আদালত কক্ষ সম্পর্কে ওর যে রকম ধারণা ছিল, ঘরটা মোটেই সেরকম নয়। বেশ ছোটই। দুধারে সবসমেত ছ'সারি বেঞ্চ পাতা আছে। বেশ কয়েকজন বসেও ছিল সেখানে। প্ল্যাটফর্মের ওপরে একটা উঁচু ডেস্কে

বসেছিলেন বিচারক। একদিকে একটা ঘেরা ডায়াস সাক্ষীর কাঠগোড়া। লিণ্ডা মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছিল। একেই আদালত কক্ষ বলে। বিব্রত আতঙ্কিত চোখে ও সবাই-এর দিকে তাকালো। বিচারকের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখলো ও। তখন আদালতের কাজ পুরোদমে চলছিল। একটা লোক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করছিলেন এক উকিল ভদ্রলোক।

এইভাবে বেশ কয়েকটা কেসের কাজ শেষ হলো। এবারে লিণ্ডার পালা। কোনো রকমে ও সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওর মনে হচ্ছিল, সারা শরীরটা যেন কাঁপছে। পা দুটো যেন বেশী কাঁপছে। ওর উকিল ওকে কিছু প্রশ্ন করলেন। বিচারের কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চললো এভাবে। অবশেষে বিচারক লিণ্ডার বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করলেন। সেই সঙ্গে তিনি বাচ্চা দুটোর খোরপোষের ব্যাপারেও লিণ্ডার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন।

ব্যাস, কাজ এখানেই শেষ। কাঠগড়ায় তখন লিণ্ডা দাঁড়িয়েছিল। মনের মধ্যে একটা কিসের ঘোর। সলিসিটার এগিয়ে এসে ওকে অভিনন্দন জানালো।

* * *

গিলেস এলো একটু দেরী করেই। বরাবর ও একটু দেরী করে আসে। সঙ্গে একটা ক্যামেরা। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল ওকে। ক্লডিয়াকে বললো গিলেস, 'ক্লডিয়া আমাকে কড়া এককাপ কফি খাওয়াও। ওঃ, নিউফরেস্টে আজ সকালটা আমাকে দৌড়াদৌড়ি করে কাটাতে হয়েছে।'

কথাটা শেষ করে ধপাস করে ও একটা চেয়ারে বসে পড়লো। হাই তুললো একবার। ম্যাগাজিনের ছবিটা কিরকম হবে সে ব্যাপারে ক্লডিয়ার সঙ্গে গিলেস কথা বলছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। রিসিভার ধরেই ক্লডিয়া বুঝতে পারলো ফোনটা ওর এজেণ্টের। ও প্রান্তের কথায় খুশীই হলো ক্লডিয়া। ইউনিট সপ্তাহের শেষে

ফিরে আসছে। খুশী মেজাজে ফোনটা রেখে গিলেসকে বললো ক্লডিয়া, 'চলো কাজটা এবারে সেরে নেওয়া যাক!'

গিলেস বিভিন্ন রকম ভংগীমায় ক্লডিয়ার বেশ কয়েকটা ছবি নিলো। সব ছবিগুলোই ওর নগ্ন দেহের। বেশীর ভাগ ছবিতেই ক্লডিয়ার সুডৌল দুই স্তন প্রকটভাবে উন্মুক্ত। নানা ভংগীমায় ছবি তোলার কাজ শেষ হবার পরে গিলেস আরাম করে বসলো। খানিক বাদে ক্লডিয়ার আরো কিছু ছবি নিলো গিলেস। তবে এখানে নয় স্নানের ঘরে। স্নানরতা অবস্থায় ওর বিভিন্ন ছবি। সেখান থেকে শোবারঘরে এসে শুয়ে থাকা অবস্থায় ওর বিভিন্ন ভঙ্গীমার কয়েকটা ছবি নেওয়া হলো।

ছবি তোলার শেষে গিলেস ক্লডিয়াকে সোহাগ করে কয়েকটা চুমু খেল। আদর করলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর শুধু ক্লডিয়ার দেহের প্রশংসা আর প্রশংসা। গিলেস যেন আর থামতে চাইছিল না।

ডেভিড ক্লডিয়াকে ফোন করলো ঠিক পাঁচটা নাগাদ। ডেভিড মনে মনে ভাবছিল ওকে মিঃ টেলর আর অন্যান্যদের কাছে নিয়ে যাবে কিনা। শেষপর্যন্ত ও বিরত থাকাটাই ভাল মনে করলো।

কারণ ও যদি আবার মিঃ টেলরের দিকে বেশী মনযোগ দেয় তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই ভেস্তে যাবে। ডেভিড জিজ্ঞেস করলো, ডার্লিং তুমি এখন করছোটা কি?

জবাবে খিল খিল করে হেসে উঠলো ক্লডিয়া, 'এই শুচ্ছি।'

'আরো একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেতো পারতে?'

এই ভাবে নানারকম কথাবার্তার পরে একসময় ডেভিড ফোনটা রেখে দিলো। ক্লডিয়াকে এখনও তেমন আপন ভাবতে পারেনা ও। কোথায় যেন একটা অবিশ্বাস লুকিয়ে আছে। ওর স্বাধীনচেতা মানসিকতাই কেমন অস্বস্তিকর।

ক্লডিয়ার ওপরে ডেভিড এখনো রীতিমতো দুর্ব্বল। আর ভয়টাও ঠিক সেই কারণে। ডেভিড মনে মনে ভাবলো মিঃ

টেলরের ওখানে গিয়ে ওকে একটা মেয়ে জুটিয়ে দিয়ে এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। পোশাক পরার জন্যে প্রাইভেট বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকলো ডেভিড। দাড়ি কামানোটাও প্রয়োজন।

এর আগে খুব অল্প সময়ের জন্যেই মিঃ টেলরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ডেভিডের। লোকটা মাঝবয়েসী। দেহটা ভারিক্কি গড়নের। পাতলা চুল এমন ভাবে আঁচড়ানো থাকে যে, পাতলা ভাবটা বোঝা যায়না। তখন রীতিমতো একঘেঁয়ে লেগেছিল লোকটাকে।

হোটেলের বারে মিঃ টেলরের সঙ্গে দেখা হলো ডেভিডের। টেবিলে বসে বীয়ার খাচ্ছিল। কিন্তু ডেভিড আসাতে ঝুকলো স্কচের দিকে। ওর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ডেভিড। কিন্তু মিঃ টেলরের মতে সেই বেশী আকর্ষণীয় যে, নোংরা গন্ধ সহ্য করতে পারে আর প্রচুর পরিমাণে মদ গিলতে পারে। যখন ওরা রেস্তোরাঁয় গেল ডেভিড তখনও ঠিক আছে কিন্তু বার্ট টেলর তখন রীতিমতো মাতাল।

নানা প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করছিল ওরা। ডেভিড এক-বার চেষ্টা করলো ওর ব্যবসার প্রসঙ্গটা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে। কিন্তু টেলর ওদিক দিয়েই গেলনা। ঘুরে ফিরে বারবার যৌন আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছিল ও। রেস্তোরাঁতে পান ভোজন শেষ করে ওরা তুজনে গেল নাইট ক্লাবে। সেখানে মুখোমুখি একটা টেবিলে বসল ওরা। কয়েকমিনিট বাদেই তুজন এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। একজন বেশ লম্বা। চুলগুলো লালচে। শরীরে ফিতেহীন সবুজ রঙের একটা ভেলভেটের পোশাক। তিরিশের মতো বয়েস। আর একজন তুলনায় খাটো। লোকাট পোশাকের জন্যে তুই স্তনের ওপরের অংশটা পরিষ্কার। বয়েস খুব অল্পই মেয়েটির। তুজনেই ডেভিডের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ডেভিড বিরক্তবোধ করছিল। ক্লডিয়াকে এখনো ফোন করা হয়নি। ফোনে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো ডেভিড। কিন্তু অর্কেষ্ট্রার শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছিলনা ফোনের ওপ্রান্ত থেকে। তবে তখনও

ফোনে ক্লডিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। অন্য একজন লোক ফোনটা ধরেছিল। অপেক্ষা করতে লাগলো ডেভিড। অবশেষে ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো ক্লডিয়ার কণ্ঠস্বর।

'আরে ডার্লিং তুমি কোথায়? আমার এখানে চমৎকার সময় কাটছে।'

ক্লডিয়ার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ডেভিডের কানে। ডেভিড জিজ্ঞেস করলো, 'ফোনে একটু আগে যে লোকটা কথা বললো ও কে?'

—'বলতে পারবোনা। তবে, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। অপেক্ষা করছি।' বলেই ডেভিডকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিলো ক্লডিয়া। বুথেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড। মনে মনে ভাবলো ও, মিঃ টেলরের কাছ থেকে এবার ছাড়া পেতে হবে। বিলটা মেটাতে গিয়ে দেখলো ডেভিড, তখনও মিঃ টেলর শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে। টেবিলের কাছে গিয়ে, বার্টের কাঁধে হাত দিয়ে ডেভিড বললো, ঠিক আছে, চালিয়ে যাও। বিলের পেমেণ্ট আমিই করবো।'

সেই লালচে চুলের মেয়েটা তখন এসে টেলরের সামনে বসেছে। ডেভিডই আগে থেকে ওকে এব্যাপারে রাজী করিয়েছে। মদ্যপান আর নারীসঙ্গে ব্যস্ত টেলরের কাছ থেকে বিদায় নিলো ডেভিড। এখন ক্লডিয়ার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

* * *

কোর্টের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ফটোগ্রাফাররা। সবাই অপেক্ষা করছিল লিণ্ডা কুপারের জন্যে। লিণ্ডার প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলার নাম ক্লডিয়া পার্কার। সেজন্যেই ব্যাপারটা একটা জোরালো খবর। উত্তেজনাপূর্ন কেস। চিত্রসাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে লিণ্ডার সলিসিটর কোনরকমে ওকে ট্যাকসির মধ্যে তুলে দিলো। এখন এখান থেকেই চলে যাওয়াটাই ভাল।

ভিড় কেটে ট্যাক্সি ক্রমশঃ এগোতে আরম্ভ করলো। ট্যাক্সি

ড্রাইভার খানিকটা যাবার পরে ওকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে ও। লিণ্ডা সিদ্ধান্ত নিলো এই মুহূর্তে ও স্টেশনে যাবেনা। এখন সামান্য মদ খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটও খায়নি অনেকক্ষণ হলো। ড্রাইভারকে বললো, 'ডর্চস্টার।'

বারে এসে দেখলো ভীষণ ভিড়। বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মানুষ। ওরই মধ্যে লিণ্ডা একটা টেবিল খুঁজে নিলো। বসে মদের অর্ডার দিলো ও। খানিকটা অন্যমনস্ক লাগছিল ওকে।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে এল ওর, 'আরে লিণ্ডা কুপার না?' লিণ্ডা তাকালো সামনের দিকে। বললো, 'আরে মিঃ জে গ্রসম্যান, কি খবর?'

গ্রসম্যানের মুখে হাসি। বললো, 'আমি এইমাত্র ইজরায়েল থেকে ফিরেছি। তোমার কি খবর?'

—'চমৎকার আছি।' লিণ্ডা মৃদু হেসে বললো।

—'ডেভিড কেমন আছে?' গ্রসম্যান জিজ্ঞেস করলো আবার।

লিণ্ডা বলে উঠলো আমি ওর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবোনা। সবেমাত্র ঘণ্টাখানেক হলো ওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে।

লিণ্ডার কথায় জে সামান্য বিস্মিত হলো। বললো, 'তাই নাকি, তুমি এটা করেছো? এটা কি সেই রাতের ঘটনার জের?'

লিণ্ডা জবাবে মাথা নাড়লো। বললো, 'হ্যাঁ। এখনো সেই মাগীটার সঙ্গেই ও আছে। যাই হোক লরি কেমন আছে?'

—'লরি এখন খুবই সুখী।' জে বলে উঠলো, 'ও এখন একজন ধনী লোককে বিয়ে করেছে। সে প্রতি সপ্তাহে ওকে দুটো করে পোষাক দেয়। অতএব ও সুখেই আছে বলা যায়।'

লিণ্ডা বলে উঠলো, 'তাহলে তোমারও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

গ্রসম্যান বললো, 'হ্যাঁ, আমি আবার বিবাহ বিচ্ছেদ করেছি। স্টেটসে এখন ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়িই করা যায়।'

কিছুটা থেমে আবার বললো জে, 'লরি নেভাদায় গিয়েছিল। ওখানে ছিল মাস ছয়েক। তারপর ওখানেই লোকটাকে বিয়ে

করলো। তবে আমি খুব ভাগ্যবান। কারণ আমার আয়ের ওপরে ও কোন ভাগ বসায়নি। এর আগে আমি আরো তুজন কে বিয়ে করেছিলাম। তাদের খরচ এখনো বহন করে যেতে হচ্ছে।'

কথা শেষে মৃত্যু হাসলো জে গ্রসম্যান। বললো, 'এখানে তোমার সঙ্গে কারো দেখা হয়েছে?'

লিণ্ডা মাথা নাড়লো। জে-কে ও মোটামুটি পছন্দ করে। জে বলে উঠলো, 'একটু অপেক্ষা করো তুমি। আমি আসছি। অবশ্য সব ব্যবস্থা করেই আসবো।'

জে গ্রসম্যান চলে যেতে লিণ্ডা দ্রুত মেকআপের জিনিসপত্র গুলো বের করলো। অয়েনাতে মুখটা দেখলো একবার। ঠোঁটে সামান্য একটু লিপস্টিক ঘষে নিলো। মনে মনে চাইছিল, ওকে আর একটু ঝকমকে দেখতে হোক। কিন্তু কোর্টে আসার জন্য একটু অন্য ধরনের পোশাক পরে এসেছিল ও। জে গ্রসম্যান ওর কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় পুরুষ।

হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে এল পলের মুখটা। সামান্য পরেই জে ফিরে এলো। বললো, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন বলো, কোথায় যাবে?'

অবশেষে ঠিক হলে এখানেই ওরা থাকবে। ওরা রেস্তোরাঁয় গেল। জে গ্রসম্যানের সঙ্গ লিণ্ডার রীতিমতো ভালই লাগছিল।

সামনে কফির কাপ। তারই ওপর দিয়ে জে লিণ্ডার হাতটা চেপে ধরেছিল। বলে উঠলো ও, 'আমার এমন নারীর সঙ্গ খুব ভাল লাগে যার শুধু দেহটাই নেই। বুদ্ধিটাও আছে। আমি তোমাকে পছন্দ করি লিণ্ডা। তুমি সত্যই চমৎকার।

লিণ্ডা হাসলো। জে ওকে ঠিক এভাবে ভাবুক ও তা চায়না। শব্দগুলো আসলে মায়াবী। ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর জানালো, 'ওঃ এখন প্রায় তিনটে। আমাকে এবার ছুটতে হবে।'

চীৎকার করে বয়কে ডাকলো জে। বিলটা এবার পেমেন্ট করা দরকার। সব মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

খানিকটা যাবার পরে জে লিণ্ডাকে একটা চুমু খেয়ে বলে উঠলো 'লিণ্ডা এরকম আবার একসঙ্গে খাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি কখন ফিরবে ?'

—'তোমাক ধন্যবাদ জে। আমি ফিরবো সোমবার,' বলে উঠলো লিণ্ডা। পরস্পেরর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তু'জন পরস্পরের বিপরীতে মিশে গেল।

ফোনটা বেজে উঠলো হঠাৎ। শুয়েছিল ক্লডিয়া, উঠে গিয়ে ধরলো ফোনটা, কথা সারলো খুব সংক্ষেপেই। রিসিভারটা নামিয়ে সামান্য হাসলো ; তারপর গিলেসের সামনে গিয়ে উচ্ছ্বাসে বলে উঠলো, 'ডার্লিং, আমরা তুজনে আজ অনেকক্ষণ থাকতে পারবো। ওর বাড়ী ফিরতে আজ দেরী হবে।'

গিলেস মৃতু হেসে বলে উঠরো, 'আমরা এখন কিসের জন্য অপেক্ষা করছি। বরং একটা পার্টি দেওয়া যাক। ফোন করো লিকার স্টোরে।'

যখন পুরোদমে পার্টি চলছে ডেভিড আবার ফোন করলো। ক্লডিয়া ভীষন ভাবে অবাক হলো এবার। ওখানে যারা ছিল তাদের প্রায় কাউকেই চেনেনা ও। বাজনা খুব জোরে বাজছিল। নীচের তলার বাসিন্দা তিনবার এসে অভিযোগ করে গেছে। গিলেস ক্লডিয়াকে বললো, 'এই মুহূর্তে যদি ডেভিড আসে কি করবে তুমি ?

—'হয় ও পার্টিতে যোগ দেবে আর নয়তো বেরিয়ে যাবে।' ক্লডিয়া মৃতু হেসে জবাব দিলো। তারপর শার্লের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক পুরুষ পেছন জড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়াকে। লোকটা স্প্যানিশ। গদগদ ভাষায় ক্লডিয়াকে বললো লোকটা, 'তুমি দারুণ সুন্দরী। তোমাকে চাই আমি।'

শার্লে ক্লডিয়ার অবস্থা দেখে তখন ওখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই লোকার সঙ্গে ক্লডিয়া রীতিমতো ধস্তাধস্তি করছিল।

এর আগে কোনদিন লোকটাকে দেখেনি ক্লডিয়া। ছাড়াতে পারছিলনা নিজেকে। লোকটা আবার বললো, 'তুমি চমৎকার।' ক্লডিয়া চীৎকার করে উঠলো, 'আমাকে একা থাকতে দাও।'

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে লোকটা এবার কি বললো ক্লডিয়া বুঝতে পারলোনা। ততক্ষণে লোকটা ক্লডিয়াকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে একটা চুমু খেলো আবেগভরে। ক্লডিয়া আতংকে আর বিরক্তিতে আবার চীৎকার করে উঠলে, 'তোমার মুখে দুর্গন্ধ।' এই কথায় লোকটা ওকে আরও শক্ত করে চেপে ধরলো। আবার চুমু খেলো সশব্দে। আর ঠিক তখনই দেখা গেল, ডেভিড এদিকে আসছে।

দৃশ্যটা দেখেই ডেভিড বিস্মিত। বুঝিবা কিছুটা আহতও। ক্লডিয়া ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে ডেভিডকে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ডেভিড সেই লোকটার নাকে সজোরে ঘুঁসি মারলো। লোকটা তৎক্ষণাৎ ছিটকে পড়লো মেঝেতে। নাক দিয়ে অবিরল ধারায় বেরিয়ে এলো রক্তস্রোত। ক্লডিয়া ততক্ষণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ডেভিড এবারে এগিয়ে এল ক্লডিয়ার দিকে। তারপর সজোরে একটা থাপ্পড় মারলো ওর গালে, 'শয়তানী কোথাকার। কি হচ্ছিল এসব?'

এতো কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে সেদিকে কারোরই নজর নেই। সবাই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। উদ্দাম বাজনার তালে তালে নেচে যাচ্ছিল সব। ডেভিড আবার চীৎকার করে উঠলো, 'বের করে দাও হারামজাদাকে।'

ততক্ষণে ক্লডিয়ার চোখে জল এসে গেছে। মনের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল ওর। হঠাৎ তীব্র রোষে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'তুমিও বদমাইস। আমার গায়ে হাত দাও কোন সাহসে?'

—'বেশ করেছি।' ডেভিড ফুঁসে উঠলো, 'যা ভাল মনে করেছি তাই করেছি। তোমাকে আমার অনুগত থাকতে হবে।'

—'তুমি নরকে যাও, 'বলে ক্লডিয়া সেই পড়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা তুলে ধরলো। ডেভিড তখন ক্ষিপ্ত প্রায়। চীৎকার করে উঠলো ও, 'তোমাকে আমি এখনো সাবধান করে দিচ্ছি ক্লডিয়া। আমাকে তুমি ক্রমশঃ দূরে ঠেলে দিচ্ছো।'

এদিকে ক্লডিয়ার তখন ওসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। লোকটার রক্ত মুছে দিচ্ছিল ও। ডেভিড চুপচাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বেশ খানিকক্ষণ। শেষে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলো, ঠিক আছে।'

বলে ও দাঁড়ালোনা। গিয়ে ঢুকলো শোবার ঘরে। সেখানে তখন গিলেস অন্য এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত। কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে ডেভিড একটা স্যুটকেশ বের করলো। সেটা খুলে ওর মধ্যে থেকে ক্লডিয়ার পোশাকগুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের সব পোশাক গুলো ভরে নিলো। ভীষণ গম্ভীর লাগছিল ওকে। সবকিছু ঠিকঠাক করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। হাতে তখন তিনটে স্যুটকেশ।

ডেভিডকে দেখা মাত্র ক্লডিয়া ছুটে এলো। কোনরকম বললো, 'ডার্লিং বিদায়···।' ক্লডিয়ার পোশাকের ওপরের দিকটা খোলা, স্তনযুগল প্রায় উন্মুক্ত। নীচের পোশাক, এলোমেলো অবস্থায়। ডেভিড রেগে বলে উঠলো। 'তোমাকে এখন চমৎকার একটা মাতাল বেশ্যার মতো লাগছে।'

ক্লডিয়া সক্রোধে জবাব দিলো, 'তুমি আর কোনদিন এখানে এসোনা।' থেমে-আবার বললো, 'একঘেঁয়ে যত্ত সব।'

ততক্ষণে গিলেস এসে ক্লডিয়ার বুকে হাত দিয়ে আদর করতে আরম্ভ করেছে। ক্লডিয়ার ভংগীটা অশ্লীল লাগলো ডেভিডের। ডেভিড আর দাঁড়ালোনা। মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হবেনা। ও দ্রুত বেরিয়ে গেল সেই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে।

ডেভিড আর ক্লডিয়ার কাছে ফিরলোনা। কোনো ফোনও করেনি তারপর থেকে। ডেভিড নিজে থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো উৎসাহই দেখালো না। ক্লডিয়া এমনিতে যেরকমই হোক, ওর ওপর নির্ভর করতো ভীষণ ভাবে। ডেভিডের প্রেমকে ও বেশ সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিল। কারণ ডেভিড তারই জন্যে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। ওর সমস্ত খরচ ডেভিডই মিটিয়ে দিতো। নতুন নতুন অনেক জমকালো পোশাকও ডেভিড কিনে দিয়েছিল ক্লডিয়াকে। কোনোরকম সমস্যাই ছিল না ওর।

ক্লডিয়া ভাবলো, যদি আগের মতো আবার গোপন কাজে ফিরে যায় তাহলে কেমন হয়। স্বাধীন ভাবে তাহলে রোজগার করতে পারবে। ঠিক তখনই কনরাড লী এর মুখটা মনে পড়লো ওর। ওর ছবিতে কাজ করতে পারাটাই এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। বলা যায় না। চিত্রতারকা হিসেবে খ্যাতিও পেয়ে যেতে পারে।

তখন অর্থ রোজগারে আর কোনোরকম সমস্যাই থাকবেনা। হঠাৎ ও ভাবলো, কনরাডকে ফোন করলে কেমন হয়। ভাবামাত্রই ও কনরাডের আগের হোটেলে ফোন করলো। কিন্তু কনরাডকে সেখানে পাওয়া গেলনা। শেষ পর্যন্ত ফোন করলো স্টুডিওতে। কিন্তু সেখানেও তেমন সুবিধে হলোনা। সেক্রেটারী মহিলা সঠিক ভাবে বলতে চাইলোনা যে, মিঃ লী এখন কোথায় আছেন। তবে ক্লডিয়াকে আশ্বাস দিলো যে, তার কথা সময়মতো মিঃ কনরাডকে জানাবেন।

ব্যাপারটা কেমন ভালো লাগলোনা ক্লডিয়ার, আসলে ক্লডিয়া চাইছিল লীকে ব্যক্তিগত ভাবে পেতে। গিলেসের কথা মনে পড়লো ওর। লিণ্ডাই খোঁজ দিতে পারবে ওর। এখন ও 'ইন' নামের

একটা পত্রিকায় কাজ করছে। ভাবামাত্রই স্টুডিওতে ফোন করলো ও। কিন্তু সেখানে কাউকেই পাওয়া গেলনা।

বলাবাহুল্য ব্যাপারটাতে রীতিমতো হতাশ হলো ক্লডিয়া। দরজার সামনের বাক্সে অনেকগুলো বিল জমা হয়ে আছে। ডেভিড সবকিছু দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ক্লডিয়া মনে মনে ভাবলো, একবার চিত্রতারকা হতে পারলে তখন বুড়ো ডেভিডকে দেখে নেওয়া যাবে।

* * *

লিণ্ডা ওর বাবা-মায়ের কাছেই ছিল। ওর বাচ্চাগুলোও-বাবা-মায়ের আশ্রয়ে রয়েছে। বলাই বাহুল্য, ওর প্রত্যাশার চেয়েও ভালভাবে ছেলে মেয়েগুলো বেড়ে উঠছে, খুবই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। একরকম আরাম দায়কই বলা যেতে পারে। এখন আবার লণ্ডনে যাবার অর্থ, নতুন ভাবে জীবনটাকে শুরু করা। অবশ্য ওর মায়ের ইচ্ছে, এখানেই যেন স্থায়ীভাবে ও থাকে। সে কথা জানিয়েও দিয়েছে। বাড়ীটা বিক্রি করারও পরার্মশ দিয়েছে। এখানে থাকার জন্যে ঘরের অভাব হবেনা।

লিণ্ডার কিন্তু প্রস্তাবটা ভাল লাগেনি। বলা যায়, প্রত্যাখানই করেছেও। বাবা-মায়ের কাছে থাকাটা ওর কাছে একটা অস্থায়ী ব্যাপার। বেশীদিন এখানে থাকার অর্থ বিরাট ভুল করা। জীবনটাকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলা। এখানকার সমস্ত কাজই ওর মা করে। এমন কি লিণ্ডার ছেলেমেয়ে দুজনের দেখাশোনাও ওর মা একাই করে। সব কিছু ব্যাপারের দায়িত্ব যেন ওর মায়েরই হাতে। এই সংসারের মধ্যে লিণ্ডা যেন ওর মায়ের নিছকই একটা বড় মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা শনিবারের বিকেলে ডেভিড এসে হাজির। বিচ্ছেদের পর এই প্রথম ওদের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ। ডেভিডের অভিব্যক্তিতে কেমন নরম ভাব, বললো লিণ্ডাকে, 'আমি তোমাকে ফোন করতে চেষ্টা করে ছিলাম। কিন্তু তোমাকে পাইনি। তারপর ভাবলাম, তুমি এখানেই থাকতে পারো। সেই ভেবেই চলে এসেছি।'

লিণ্ডার মুখের ভাব একেবারে নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা গলায় বললো। 'তোমার এখানে আমার আগে ফোন করা উচিত ছিল। হঠাৎ এখানে এলে কেন তুমি?' লিণ্ডার নিস্পৃহভাবে বিব্রত বোধ করলো ডেভিড। বললো, 'আমি শুধু আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে এসেছি।

কথাটা বলে সামান্য থামলো ডেভিড। ওকে ভীষণ রোগা লাগছিল। কিছুটা ক্লান্তও বুঝিবা। ধীর কণ্ঠে বললো 'আমি ক্লডিয়াকে ছেড়ে দিয়েছি।'

নিস্পৃহ ভাবে আবার বলে উঠলো লিণ্ডা 'ও'।

খুবই সংক্ষিপ্ত উচ্চারন, ভাবলেশহীন মুখ, কঠোর। ডেভিড অপরাধীর মতো মৃদু হেসে বললো, 'তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে, লিণ্ডা।'

সত্যিই লিণ্ডাকে সুন্দর লাগছিল। সংক্ষেপে বললো, 'বাঃ বেশ ভাল কথা বলেছো।' বলেই প্রসঙ্গ পালটে বলে উঠলো। 'ছেলে-মেয়েরা বাগানে আছে। ওদের বরং ভেতরে ডাকছি।'

ডেভিড এবারে লিণ্ডার কাঁধে হাত রাখলো। বললো আবার, 'আমি একটু আগে জানালাম যে, ক্লডিয়াকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

বেশ বিরক্ত ভাবেই ডেভিডের হাতটা সেখান থেকে সরিয়ে দিলো লিণ্ডা। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডেভিড সারাটা বিকেলই বাগানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটালো। লিণ্ডার বাবার সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বললো। জেন আর স্টিফেনকে নিয়ে মত্ত রইলো সারাটা সময়। ডেভিড যেন পরিচিত পুরোনো আর আকর্ষণীয় মেজাজ ফিরে পেয়েছিল আবার। কিন্তু লিণ্ডা ব্যাপারটা একেবারেই চাইছিলনা? ও বারবার মনে মনে কামনা করছিল, ডেভিড যেন চলে যায় এখান থেকে। শেষ পর্যন্ত ডেভিড ওদের কাছ থেকে ছ'টা নাগাদ বিদায় নিলো। লিণ্ডার বাবা অবশ্য ডেভিডকে খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। মাও খেয়ে যেতে বললো। কিন্তু লিণ্ডা রীতিমতো বিরক্ত হচ্ছিল ব্যাপারটাতে। ইতিমধ্যেই ওরা ডেভিডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে ছিল। ডেভিড চলে

যাবার পরে ওর মা বললো, 'লিণ্ডা ডেভিড তোমাকে ফিরে পেতে চায় বলেই মনে হলো। ও তোমাকে আবার ওর কাছে ফিরে যাবার কথা বলছিল।' লিণ্ডার বাবাও বললো একবার, 'ঘুমোতে যাবার আগে স্টিফেন ওর বাবার কথা বলছিল। বাচ্চাটার বাপের ওপর খুবই টান।'

এরকম কথাবার্তা হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। যাবার সময়ে লিণ্ডার মা আবার বলে উঠলো, 'বেচারী ডেভিডকে কেমন যেন অসুখী লাগছিল আমার।'

সমস্ত ব্যাপারটা লিণ্ডার কাছে একটু বেশীই। মা-বাবা ওর হয়তো ভালই চায়। কিন্তু ওরাতো সব জানেনা। সেজন্যে ব্যাপারটা ওরা বুঝতেও পারছেনা কিন্তু আর নয়। যথেষ্ট হয়েছে।

পরেরদিন সকালেই-মা-বাবাকে লিণ্ডা জানালো যে, ও লণ্ডনে যাবে। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে যাবে সঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই ওরা বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। বাচ্চাদুটোকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। অনেকদিন ছিল একই সঙ্গে, বিদায়ের সময়ে ওরা যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়েছিল। ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে লিণ্ডা ট্রেনে করে রওনা হলো লণ্ডনের উদ্দেশ্যে।

নিজের বাড়ীতে পোঁছে বেশ খুশীই হলো লিণ্ডা। বাচ্চা দুটোও বাড়ি ফিরে রীতিমতো হৈচৈ আরম্ভ করে দিলো। নিজেদের খেলার জিনিষগুলো টেনেটুনে বের করলো। অনেকদিন ওরা এখানে খেলেনি।

লিণ্ডা খুশীই হোলো, আবার নতুনভাবে জীবনটা আরম্ভ করবে ও।

ক্লডিয়া নিজের জন্যে কিছু পোশাক কিনতে বেরিয়েছিল। কেনা-কাটা শেষ হবার পরে গেলো হেয়ারড্রেসারের কাছে। সেখানে রূপচর্চার ব্যাপারটা ঠিকঠাক করার পরে ও গিলেসের দেওয়া একটা ফোন নাম্বারে ডায়াল করলো। বলা-বাহুল্য, ফোনটা ছিল কনরড লীএর। কিছুক্ষণ বাদে ও প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যালো।'

—'মিঃ লী?' ক্লডিয়া বলে উঠলো।

—'হ্যাঁ।' কনরাডের কণ্ঠস্বর রীতিমতো গম্ভীর। ক্লডিয়া বললো, 'স্টার' ম্যাগাজিন আমাকে ডেকেছে। আপনিতো জানেন, স্টারের এবারের কভারে আপনার ছবিই থাকছে। এখন যদি আপনি কটা ছোটখাটো প্রশ্নের জবাব দেন তাহলে খুবই ভাল হয়।'

ওপ্রান্তে কনরাডের কণ্ঠস্বর রীতিমতো বন্ধুত্বসুলভ। বলে উঠলেন তিনি, 'আমার ছবি থাকছে? তাই নাকি। তাহলে নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো।'

—'ধন্যবাদ আপনাকে।' ক্লডিয়া বলে উঠলো। সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'মিঃ লী, আপনি যদি আপনার ঠিকানাটা জানান তাহলে আজি খুবই খুশী হবো। আমি আপনার ওখানে তাহলে যেতে পারি। কয়েক মিনিট হয়তো লাগবে।'

কনরাড এবারে কিছুটা অবাক হলেন। বললেন, 'তাহলে এখন আর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই?'

—'ওহো নানা, আমি তা বলিনি মিঃলী। আসলে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা হলে খুবই ভাল হয়। তাইনা!'

ক্লাডিয়ার কথার জবাবে জানালেন কনরাড, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। ঠিকানা দিচ্ছি।'

ঠিকানা নিয়ে আরো কিছু কথাবার্তা বলে ক্লডিয়া ফোনটা নামিয়ে রাখলো। রীতিমতে, সাজগোজ করেছিল ও। আরনায় একবার নিজেকে দেখে নিলো। চমৎকার আকর্ষণীয় লাগছে নিজেকে। অনেক পুরুষই এতে মুগ্ধ হবে। এবার কনরাড লীএর কাছে যাওয়া দরকার। বেলটা বাজালো একবার। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এসে হাজির হলো, ওকে গাড়ী ডেকে নিচে আসতে বললো ও।

বেলগ্রাডিয়ার একটা বাড়ীতে কনরাড লীএর আবাস। বেল টিপতে এক দরোয়ান দরজাটা খুলে দিলো। ভেতরে নিয়ে গেল সঙ্গে করে, কনরাড লী ফোন পাবার মিনিট পনেরো ধরে ওর জন্যে

অপেক্ষা করছিলেন। চোখদুটো গম্ভীর। পুরু ঠোঁটদুটির মাঝখানে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। পরনে সবুজ সিল্কের একটা জ্যাকেট। আঁটোসাটো হয়ে শরীরে টেনে বসেছে সেটা। ক্লডিয়া মৃদু হেসে বলে উঠলো। 'এলাম তাহলে।' ক্লডিয়ার হাসিতে যেন প্রচ্ছন্ন ইশারা। কনরাডের সেরকমই মনে হলো।

ব্যাপারটা বুঝে কনরাড কেমন যেন স্থির হয়ে গেলেন। মুখের অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেলোনা যে কনরাড ক্লডিয়াকে চেনেন। সিগারেটা ঠোঁট থেকে সরালেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি 'স্টার' ম্যাগাজিন থেকে আসছো?' ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে কি একজন মহিলা সাংবাদিকের মতো মনে হচ্ছে?' কনরাড এবারে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। মনে হলো যেন স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আমি যে পার্টি দিয়েছিলাম, তাতে কি তুমি ছিলে?' ক্লডিয়ার সারা দেহটার একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপরই বলে উঠলেন, 'আচ্ছা' কিন্তু এখানে কি?'

—'আসলে আপনিতো ব্যস্ত মানুষ, ধরা যায় না আপনাকে, কিন্তু আমার কাছে অনেক খবর আছে।'

—'কি রকম খবর?'

কনরাডের প্রশ্নে কটাক্ষ করে বললো ক্লডিয়া 'সেটা ভেবেছি আবার আমরা একসঙ্গে হলে বলবো। আপনার মনে আছে, আমরা দুজনে শেষবার কবে আনন্দ করেছি? ভুলে গেছেন নিশ্চয়ই?'

কনরাডের চোখদুটো তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্লডিয়াকে বললেন তিনি, 'শোনো আমার এখানে অনেক অতিথি আছে। তুমি এখানে থাকো। দেখি আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

বলে ক্লডিয়ার সারা দেহটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে কনরাড লী চলে গেলেন, ক্লডিয়া মৃদু হাসলো একবার। বুঝলো, নারীদেহের কি মারাত্মক ক্ষমতা। একটা রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে গেল ক্লডিয়ার মুখে।

পনের

ক্লডিয়ার কাছ থেকে চলে আসার পরেই ডেভিড ভীষণ হতাশ বোধ করছিল। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ডেভিড ওখানে থাকতে চেয়েছিল। কারণ সেটা একেবারেই অসম্ভব। ডেভিড এখনো রীতিমতো শরীরে মনে ক্লান্ত। কামনার উগ্রতার জন্যে ডেভিডের নিজস্ব একটা গর্ব্ব ছিল। যাই হোক, এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে ডেভিড এখন মোটামুটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই মুহূর্তে একমাত্র হোটেলে থাকা ছাড়া ওর আর অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু হোটলে থাকার মতো জঘন্য ব্যাপার আর নেই।

কাজে যোগ দেবার পরে ওর লিণ্ডার কথাই বার বার মনে পড়ছিল। এখন লিণ্ডার কাছে ফিরে যাওয়াটা কি উচিত! বার বার মনে পড়তে লাগলো ছেলে আর মেয়েটার কথা, ওদের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ওর বিবেচনা করা দরকার! ওরা দুজনেই ওদের বাবাকে কাছে পেতে চায় তীব্রভাবে। ও ওর আগের বাড়ীতে ফোন করলো। বাড়ীর পরিচারিকা জানলো, লিণ্ডা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে গেছে। শোনামাত্র সামান্য খুশী হলো ডেভিড। সমস্ত ব্যাপারটা ভুলতে লিণ্ডার কিছুটা সময় লাগবে। নারী হিসেবে ও ভীষণ সংবেদন-শীল বলা যায়।

রবিবারে খুব তাড়াতাড়িই ঘুম ভাঙলো ডেভিডের। করার ছিলনা কিছুই। অগত্যা অফিসেই আসতে হোলো ওকে। কাজ করাটাই ভালো। প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ছাড়াও অনেক দরকারী কাগজপত্র দেখার ছিল। সেক্রেটারী মিস ফিণ্ডকে একবার ফোন করলো ও। ওপ্রান্ত থেকে থেকে জবাব আসতেই জিজ্ঞেস করলো ওকে, রবিবারে ও কাজ করতে রাজী কিনা। সেক্রেটারী

মেয়েটি রাজী হয়ে জানালো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ও অফিসে আসছে।

ডেভিড কাজে ডুবে গেল এরপর। কেটে গেল ঘণ্টাখানেক। ইতিমধ্যে মিস ফিণ্ডও পৌঁছে গেছে। অতঃপর অফিসের কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো ওরা। কাজ করতে করতে কখন যে দিনের আলো ম্লান হয়েছে ডেভিড একেবারেই খেয়াল করেনি। যখন ওর সম্বিত ফিরলো তখন বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। বেশ খিদেও পেয়েছে। এক্ষুনি কিছু খাওয়া দরকার। মিস ফিণ্ডেরও খিদে পেয়েছিল।

শেষপর্যন্ত দু'জনে খাবার ব্যাপারটা এখানে সারলো। ডেভিডের মদ খাওয়ার মাত্রাটা একটু বেড়ে গেছিল। মিস ফিণ্ড অবশ্য এতোটা খায়নি। ওদের দুজনের চোখের সামনেই দামী একটা টিভি। তাতে 'বিউটিমেড' বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান চলছিল। ডেভিড চোখ রাখলো সেদিকে, হঠাৎ পর্দায় ক্লডিয়া ভেসে উঠলো। স্নান করছে খুশীমনে। ওকে এভাবে দেখামাত্রই ডেভিডের কামনার আগুন আবার যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। মিস লিণ্ড একটু উচ্ছ্বাসিত হয়েই এগিয়ে এলো ডেভিডের পাশে। বললো, স্যার বিজ্ঞাপনটা আমাদেরই। ডেভিড একবার দেখলো ফিণ্ডকে। তারপরেই ওর একটা হাত নেমে এলো ফিণ্ডের ঠিক উরুর ওপরে। ফিণ্ডের নরম দেহটা কেঁপে উঠলো একবার। ততক্ষণে ওকে আবেগে জড়িয়ে ধরেছে ডেভিড। ফিণ্ডের মুখটাকে টেনে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো ও। এরপরে চুম্বন। ততক্ষণে টিভির পর্দার থেকে ক্লডিয়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার ডেভিডের উত্তেজনাও যেন শেষ হয়ে গেল তখন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে, ফিণ্ড রীতিমতো উত্তেজনায় কাঁপছিল। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শরীরের পোশাকটা খুলে ফেললো ফিণ্ড। একেবারে নগ্ন অবস্থায় এসে বসলো ডেভিডের পাশে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো, 'ডার্লিং এই মুহুর্তটার জন্যে আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।'

সারা দেহটা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে ফিণ্ডের। আর যেন

দেরী সই ছিলনা। কিন্তু ডেভিড এখন কি করবে? একজন দক্ষ সেক্রেটারীকে ও মোটেই হারাতে চায়না। ওর নরম অনুভূতিতে আঘাত করার! কিছুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই। ফিণ্ড এবারে রীতিমতো অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, মৃদু ঘরে বললো একবার, 'ডার্লিং, আমাকে তুমি নাও। আমার একেবারেই ভয় করছে না।'

ডেভিড কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো একবার। তারপরেই ওর একটা হাত চলে গেলো ফিণ্ডের নরম বুকে? কিন্তু ফিণ্ডের স্তন মোটেই আনন্দকারক নয়। ডেভিড কেমন নিরাশ হলো এবার। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো ফিণ্ড, আকুতি ঝরানো স্বরে বললো, 'আমি জানি, আমার অসম্পূর্ণতার কথা, কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি, আমার শরীরে এখন আগুন জ্বলছে।'

ডেভিড মনে মনে ভাবলো, 'হে ঈশ্বর, একি অবস্থায় ফেললে তুমি আমাকে।' ফিণ্ডের অধৈর্য্য ক্রমশঃ সীমারেখা ছাড়াচ্ছিল। নিজে থেকেই ও ডেভিডের মাথাটা নিজের মুখের মধ্যে নামিয়ে আনলো।

ডেভিড মনে মনে ভাবলো, এরা চটা সত্যিই খুব বিশ্রী। ফিণ্ডের জিভটা ততক্ষণে ডেভিডের মুখে। ডেভিড ক্রমশঃ আবার উত্তপ্ত হতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণ পরে ডেভিডের শরীরে আর কোনো পোশাক ছিলনা মুখটা ওর নামতে নামতে ফিণ্ডের শরীরের নীচের দিকে এগোচ্ছিল। ক্রমশঃ সময় নিজের নিয়মে বয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে ডেভিড নিজেকে একেবারে নিঃশেষে করে নিশ্চুপ হয়ে গেল। ফিণ্ডের কামনার রেশ তখনও শেষ হয়নি। ডেভিডকে তখনও আঁকড়ে ধরেছিল ও। তারপর হঠাৎই সমস্ত শরীর জুড়ে তীব্র একটা কাঁপুনি আসার পরই একেবারে শান্ত হয়ে গেল ফিণ্ড।

বেশ খানিকটা সময় ওরা দুজনেই শুয়ে রইলো। একসময় উঠলো ডেভিড। বাথরুমে গেল। খাণিকক্ষণ পরে ফিরে যখন এলো তখন ফিণ্ড তার নিজের পোশাক পড়ে নিয়েছে। ডেভিডের দিকে ফিণ্ড তাকাতে পারছিলনা। কিসের যেন একটা লজ্জা আর অস্বস্তি। একটা

ডিস নিয়ে নিজের মনেই পরিস্কার করতে লাগলো ও। খানিকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে।

অবশেষে কফি খেয়ে রাস্তায় পা রাখলো ডেভিড। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো ও। মনে মনে ভাবলো, এবার মিস ফিগুকে আর রাখা চলবেনা। তাহলে প্রতিদিনই এরকম ধরনের ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে। এতে পরিণতি যে তখন কোথায় গিয়ে পোঁছোবে কে জানে। এখন একটা ভাল সেক্রেটারীর প্রয়োজন। ঠিক তখনই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা মুখ। সে মুখ লিণ্ডার। ডেভিড মনে মনে আবার যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। লিণ্ডার সুডৌল নরম দুটি স্তন আর উষ্ণ ঠোঁট-এর কথা মনে হতেই অস্থির হয়ে উঠলো ও। বাড়ীর দিকে পা রাখলো ডেভিড।

লিণ্ডাকে বসার ঘরে নিয়ে এলো মনিকা, বললো ওকে, 'আজরাতে এখানে সব মজার লোকেরা আসবে। কোনো বিবাহিত দম্পতি থাকবেনা। জ্যাক আর আমি দুজনে মিলেই ব্যাপারটা ঠিক করেছি। চলো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো ওদের।'

ঘরের মধ্যে কিছু নারী পুরুষ। কেউ দাঁড়িয়ে আবার কেউ কেউ বসে। প্রত্যেকেই কথাবার্তায় মত্ত। সংখ্যায় অন্ততঃ দশ বারো জন হবে। মনিকার ভাইকে দেখামাত্রই চিনতে পারলো লিণ্ডা। সঙ্গে ছোটো খাটো চেহারার একটা মহিলা। মণিকা লিণ্ডাকে মৃদুস্বরে বলে উঠলো, 'ও হলো প্রিন্সেস লরেঞ্জ অ্যালভারো। সঙ্গে রডনে।'

কিছুক্ষণ কাটলো এভাবে। ততক্ষণে আরো কিছু লোকজন এসে হাজির হয়েছে। লিণ্ডা ঘরের এককোনে এক ডাক্তারের সঙ্গে গল্প গুজব করছিল। ডাক্তার ভদ্রলোক ওকে এক রোগীর কথা বলছিলেন। বেশ খানিকক্ষন পরে খিদে পেয়ে গেল লিণ্ডার। সে কথা বলেও ফেললো ডাক্তারকে। ডাক্তার ভদ্রলোক শুনে মৃদু হেসে বললেন, তোমার নিয়শ্চই আমার কথা একঘেঁয়ে লাগছে। চল বরং আমরা খাই।'

এর পর ওরা তুজনে চললো অন্য আর একটা ঘরে। ঘরের মধ্যে জে গ্রসম্যানও ছিল। ওর সঙ্গে আকস্মিক ভাবেই ধাক্কা লাগলো লিণ্ডার। জে তুটো প্লেট হাতে ধরে নিয়ে আসছিল। ভাগ্য ভাল, প্লেটগুলো হাত থেকে ছিটকে পড়লোনা। লিণ্ডাকে দেখে অবশ্য জে খুশী হলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে তুমি ?

লিণ্ডা মৃত্থ হেসে জবাব দিলো, 'আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেশের বাড়ীতে ছিলাম।'

কথাটা শুনে মৃত্থ হাসলো জে, এদিকে ডাক্তার ভদ্রলোক লিণ্ডার একটা হাত ততক্ষণে শক্ত করে টেনে ধরেছেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, চলো, লাইনে গিয়ে দাঁড়াই তাড়াতাড়ি। তানা হলে··· ।'

লিণ্ডার বুকটা সামান্য কাঁপছিল। জে গ্রসম্যান চলে গেছে। অবশ্য আবার কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে ও বলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে লিণ্ডা খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। পেছনে ডাক্তার। ঘরটায় বসার জায়গা ছিলনা। হঠাৎ লিণ্ডার চোখে পড়লো সোনালী চুলওয়ালা এক মহিলার সঙ্গে জে গ্রসম্যান একটা সোফায় বসে আছে। গ্রসম্যান হেসে লিণ্ডাকে বলে উঠলো, 'তুমি আমার এখানে বসতে পারো লিণ্ডা।'

ঠিক তখনই লিণ্ডা ডাক্তারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জে গ্রসম্যানের দিকে এগিয়ে গেল, ও সামনে যাওয়ামাত্রই উঠে দাঁড়ালো জে গ্রসম্যান, সেখানেই বসে পড়লো লিণ্ডা। সেই মহিলা একবার তাকালো লিণ্ডার দিকে। অনেকটা নিস্পৃহভাবে। জে মহিলাটির পরিচয় করিয়ে দিলো, 'লিণ্ডা, এ হচ্ছে সুশান।'

সুসানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো জে, 'এ হচ্ছে লিণ্ডা কুপার।' পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃত্থ হেসে সম্বোধন করলো ওরা। ওদিকে ডাক্তার ভদ্রলোক খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছিলেন। জে গ্রসম্যান কিছুটা দূরে চলে গেছে। তার মধ্যে সুশানও উঠে পড়েছে। লিণ্ডাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার বন্ধুও এখানে বসতে চাইছেন।'

বলে মৃদু হেসে ওখান থেকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও দ্রুত এসে বসে পড়লেন সেখানে। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল-লিণ্ডার সঙ্গে ডাক্তারের। একসময় তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাকে আমার গাড়ীতেই বাড়ী পৌঁছে দেবো।'

লিণ্ডা মৃদু হেসে বললো, 'আমার গাড়ী আছে।'

—"তাহলেও আমার তোমার পেছনে পেছনে যাবো। তোমার নিরাপত্তার ভার আমার।' ডাক্তারের কথায় হেসে উঠলো লিণ্ডা। কিন্তু মনে মনে ভাবছিল চীৎকার করে ওঠে। লোকটাকে ভীষণ একঘেঁয়ে লাগছিল ওর। লিণ্ডা উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও উঠে দাঁড়ালেন। লিণ্ডা বললো, 'আজকে ক্ষমা করো। আমি একটু আসছি।' বলে লিণ্ডা এগোতে লাগলো। মনিকাকে না জানিয়েই ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, পরে একসময় ব্যাপারটা খুলে বলে মনিকার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

ক্রমশঃ নেমে এলো রাতের অন্ধকার। বাড়িতে একা লিণ্ডা। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছিল ওর। হঠাৎ একবার খেয়াল হলো, পল্‌কে ফোন করলে কেমন হয়। ডেভিডকে মনে পড়লো একবার। ওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদটা জীবনের একটা বড় ভুল? লিণ্ডা নিজের মনেই প্রশ্নটা করলো। এখন কিন্তু ও ব্যবহারটা বদলেছে। তবে কি ওকে আর একটা সুযোগ দেবে? পরক্ষণেই আবার ভাবলো না না এটা ঠিক হবে না। ডেভিডকে আবার আমল দিলে একটা মিথ্যেকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এটা না করাই উচিত। নানারকম চিন্তা ভাবনা ওর মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল বারবার। তারপরেই ওর দু'চোখ জুড়ে নেমে এলো ঘুম।

হঠাৎ ফোনের আওয়াজে লিণ্ডার ঘুমটা ভেঙে গেল। রিসিভারটা কানে দিতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো জে গ্রসম্যানের কণ্ঠস্বর। 'কি ব্যাপার লিণ্ডা? হঠাৎ অমন করে না জানিয়ে চলে এলে কেন?'

সামান্য থেমে জে আবার জানালো, 'শোনো লিণ্ডা, কাল রাতে আমরা একসঙ্গে খাবো। কোনো অজুহাত শুনবো না কিন্তু।'

—'ঠিক আছে।' বিষণ্ণ কণ্ঠে অনেকটা দুর্বলভাবে জবাব দিলো লিশুা।

শেষপর্যন্ত কনরাড লী ফিরে এলেন। ঘণ্টা দেড়েকের মতো একটা দরকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ক্লডিয়া এক-ভাবে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উলটে উলটে বিরক্ত হয়ে গেছে।

কনরাড একটু বেশী পরিমাণেই মদ্যপান করেছিলেন। ক্লডিয়া তাকালো ওর দিকে। এগিয়ে গেলেন তিনি ক্লডিয়ার দিকে। পাতলা পোশাক ভেদ করে ওর উদ্ধত যৌবন কনরাডের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। ক্লডিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তার একটা হাত ওর পাতলা পোশাকের ভেতরে নরম শরীরের উপর ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। ক্লডিয়া ফিসফিস করে বললো, 'আমরা ওপরে যাবো না।' কনরাড উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ক্লডিয়া, তোমার দেহের আবরণ আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

ক্লডিয়া সামান্য ইতস্ততঃ করলো। কিন্তু না, ওকে কাজ পেতেই হবে। ধীরে ধীরে নিজের দেহ থেকে পোশাক খুলে ফেললো ক্লডিয়া। ওর নগ্ন শরীরের সৌন্দর্যে কনরাড লী-এর চোখদুটো বিস্ফারিত। তীব্রভাবে ক্লডিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। ওর দেহের বিভিন্ন স্থানে কামড়াতে লাগলেন। যন্ত্রনায় ক্লডিয়া চীৎকার করে উঠলো। একসময় ঠেলে ও কনরাড লীকে সরিয়ে দিলো। মেঝেতে পড়ে কনরাড একবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। ক্লডিয়া তখন নিজের পেটের কাছটা হাত দিয়ে ঘসছিল। ভীষণ জ্বালা করছিল জায়গাটা। তা সত্বেও ক্লডিয়ার মুখে মৃদু হাসির আভাস। মনে মনে ভাবলো, কনরাডের সঙ্গে এরকম খেলাই খেলা যাক। ইতিমধ্যে কনরাড লী অসংযত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেছেন। ক্লডিয়াও নগ্ন অবস্থায় অনুসরণ করলো ওকে। খানিকটা গিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। অবশেষে পৌঁছালো শোবার ঘরে। ঘরটা রীতিমতো

অন্ধকার। ক্লডিয়ার কোনো কিছুই নজরে আসছিল না। কনরাড লী একবার বলে উঠলেন, 'বিছানায় চলো ক্লডিয়া।'

অন্ধকারেই কোনোরকম বিছানার ওপরে উঠে এলো ক্লডিয়া। কনরাড লী ততক্ষণে বিছানার পাশের সুইচে হাত দিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। অন্ধকারকে মুছে দিয়ে সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে গেল। বিছানার মাথার দিকে একটা বড় গোছের আয়না। কনরাড লী ক্লডিয়াকে দেখলেন একবার। তারপর ওর পাশে গিয়ে শুলেন। তারপর পোশাক খুলতে আরম্ভ করলেন।

ক্লডিয়ার শরীরের সঙ্গে মিশে গেল কনরাডের শরীর। ক্লডিয়ার বারবার মনে হচ্ছিল লোকটা ভীষণ নিষ্ঠুর। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল ওর। সব কিছুই ক্লডিয়া মেনে নিচ্ছিল একটাই কথা ভেবে তা হচ্ছে, ও ভবিষ্যতে বিখ্যাত তারকা হবে। কনরাড লী-এর নতুন আবিষ্কার হিসেবে চিহ্নিত হবে।

একসময় নিজের কামনার আগুন মিটিয়ে শান্ত হলেন কনরাড লী। নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলেন দীর্ঘসময় ধরে। ক্লডিয়াও নিঃশেষ। একভাবে শুয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে উঠে বসলেন কনরাড লী। বললেন ক্লডিয়াকে, 'তুমি কিন্তু উঠো না। যেভাবে শুয়ে আছো, ওভাবেই থাকো।'

কথাটা বলেই সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সামনের আয়নাটা যেন দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। ঠিক মাঝখানে একটা সিলিং। তার মাঝখানটায় কয়েকটা মুখ। আতঙ্কে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ক্লডিয়া।

কনরাড লী মৃদু হেসে বললেন, 'ভয় নেই ক্লডিয়া, ওরা আমার বন্ধু।' তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এবার কে আসবে চলে এসো।'

পরিষ্কার দেখা গেল একটা মহিলার বীভৎস মুখ। অনেকটা যেন অশরীরীর মতো। বললো চীৎকার করে, 'আমার ব্যাপারটা। এর সঙ্গে এবার আমার পালা। এসব জানে ও?'

হঠাৎ এক পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'না না, এরপরে আমি। আমাকে সবকিছু করতে দাও।'

—'হায় ঈশ্বর!' ক্লডিয়া আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো বিছানা থেকে।

কনরাড লী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, তুমি ছবিতে কাজ করতে চাও না?' নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো ক্লডিয়া। ওর মনে হচ্ছিল এখন এখান থেকে চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এখান থেকে এখন যদি ও চলে যায়, তাহলে সোনালী পর্দায় ওর মুখ আর কোনোদিন দেখা যাবে না। কনরাডকে বললো, 'ঠিক আছে, যা করবার আপনি করুন....।'

মৃদু হাসলেন কনরাড লী। তারপর তাকালেন সামনের দিকে।

ষোলো

সপ্তাহের প্রথম দিকটা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে দিলো ডেভিড। মনের মধ্যে তেমন একটা জ্বালা বোধ হচ্ছিল না ওর। সাধারণ কাজকর্মগুলো মিস ফিগুই সব করে দিল ঠিকমতো। সবদিক থেকেই ও উপযুক্ত সেক্রেটারী। দুজনের মধ্যে কেউই গত রবিবারে ঘটনাটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো না। যেন সেরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ডেভিডের কাছে ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

ধীর গতিতে সপ্তাহের একটা দিন কেটে যেতে লাগলো। ঠিক মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করলো। বাচ্চারা সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া করছিল। পরিচারিকা অ্যানা ডেভিডকে জানালো যে, 'মিসেস কুপার খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে।'

ডেভিড একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল যে বাচ্চাদের দেখবার জন্য

যদি ও ওখানে যায় তবে লিণ্ডা কিছু মনে করবে না। উপরন্তু ওকে খাওয়ার নিমন্ত্রণও করতে পারে।

একরকম সেই ভেবেই ডেভিড ওখানে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলটা টিপলো ও। দরজা খুলে যেতেই সবচেয়ে আগে যাকে দেখলো, সে হচ্ছে স্বয়ং লিণ্ডা। ওকে দেখামাত্র রেগে গেল ও। গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো, 'বাচ্চারাতো এখন স্নান করছে।'

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো ডেভিড। বললো, 'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি।'

লিণ্ডা আবার বলে উঠলো, 'ডেভিড আমাদের মধ্যে চুক্তিই হয়েছে যে, তুমি সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে ওদের দেখতে আসবে।'

—'একটু যদি অদল বদল হয় ক্ষতিটা কি?' ডেভিড বলে উঠলো। সামান্য থেমে লিণ্ডার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আবার বললো, 'তুমি কি এজন্যে আমার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইবে? আমিতো আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখাই করতে চাই এখন।'

এবার লিণ্ডা সরে দাঁড়ালো। মুখটা ভীষণ গম্ভীর। বিরক্ত বুঝিবা কিছুটা। কিন্তু বাচ্চাদুটির কথা ভেবে ঝগড়া করতে চাইছিল না ও। শান্তস্বরে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো। কিন্তু দ্বিতীয়বার যেন এরকম আর কোরো না।'

ডেভিড এবার একটু রেগে গেল। গম্ভীরস্বরে বললো, 'তার মানে? তুমি কি বলতে চাও আমার ছেলেমেয়েকে দেখতে আমি আসবো না?

লিণ্ডা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'না ডেভিড, আমি শুধু বলতে চাইছি, চুক্তিমতো যেরকম দেখা করার সময় আছে, সেই সময়েই আসবে তুমি।'

—'তুমি সত্যিই আমাকে অবাক করলে লিণ্ডা।'

ডেভিড অনেকটা ক্ষুন্ন মনে বলে উঠলো, 'আমি একেবারে ভাবতে পারিনি যে, তুমি জেনি আর স্টিফেনকে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে।'

এবারে লিণ্ডার চোখে জল নেমে এলো। বললো, 'আমি মোটেই তা করিনি। শুধু বলেছি তোমাকে সময়টা ঠিক রাখতে।'

ম্লান চোখে ডেভিড তাকালো লিণ্ডার দিকে। তারপর বললো, 'সেজন্যেই তুমি নিরপরাধ বাচ্চা দুটোকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইছোনা।'

—'ডেভিড, দোহাই তোমার। আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা কোরো না তুমি।'

—'তা আমি করিনি। তোমারই পুনবাবৃত্তি করছি আমি।'

ডেভিডের হাতে যে ফুলের গোছাটা ধরা ছিল সেটা একেবারেই খেয়াল ছিল না ওর। মনে পড়তেই লিণ্ডার দিকে এগিয়ে দিলো ওটা। বললো, এটা নাও তুমি। কিংবা প্রত্যাখানও করতে পারো আমারই মতো।'

লিণ্ডা ওটা নিয়ে বলে উঠলো, 'আমি দেখছি বাচ্চাদের স্নান করা হয়েছে কিনা।' নীচের থেকে বাচ্চাদুটোর চীৎকার চেচাঁমেচি ওর কানে ভেসে এলো। লিণ্ডা চলে গেছে। ডেভিড একাই দাঁড়িয়েছিল। ভাবলো, সত্যিই এই অসময়ে দেখা করাটা সবাইএর কাছেই বেশ বিরক্তিকর।

কিছুক্ষণ কাটলো। ডেভিডকে দেখামাত্রই স্টিফেন আর জেনি চীৎকার করে উঠলো আনন্দে। সবাই মিলে বসলো বসার ঘরে। লিণ্ডা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। গ্রস-ম্যানকে ফোন করলো একবার। কিন্তু ফোনে জে কে পাওয়া গেলনা।

ঘণ্টাখানেক পরে বসার ঘরে আবার বাচ্চাদের কাছে ফিরে এলো লিণ্ডা। অনেকটা জোর করেই হেসে বাচ্চাদের বললো লিণ্ডা, 'এবার তোমরা ওঠো। শোবার সময় হয়ে গেছে। কাল আবার তোমাদের স্কুল আছে।'

স্টিফেন আর জেনি দুজনেই তাদের মায়ের দিকে তাকালো। ডেভিড একবার মিনতি করে জানালো, 'আর মিনিট দশেক··· ।

বাচ্চা তুটোও বলে উঠলো, 'মা' আর দশ মিনিট ... '

লিণ্ডা স্বাভাবিক ভাবেই বললো, 'ঠিক আছে, দেরী কোরো না।'

বলে ঘড়ির দিকে তাকালো ও। এখন সাড়ে সাতটা। ঠিক আটটায় জেরী আসার কথা আছে।

লিণ্ডা মোটেই চাইছিলনা যে, ডেভিড আর জে গ্রসম্যানের মধ্যে দেখা হয়ে যাক। মিনিট কুড়ি কাটবার পর জে আর স্টিফেন শুতে চলে গেল। লিণ্ডা একা। ডেভিড মৃত্থ হেসে বললো, 'আমি কি একটু ড্রিংক করতে পারি?'

এবারে লিণ্ডা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। বাইরে যাবার অধিকার ওর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ডেভিডের কথা ভেবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো ও।

স্কচ খেতে খেতে বললো ডেভিড, 'তুমিতো জান লিণ্ডা, স্টিফেন খুবই মেধাবী। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনার প্রয়োজন।

লিণ্ডাও স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন নয়। আমি এখন একটু বাইরে বেরোচ্ছি।'

ডেভিড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'সত্যিই তোমার জীবনটা চমৎকারই কাটছে।'

—'তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।' লিণ্ডা জবাব দিলো। ডেভিড আবার বলে উঠলো, 'বলছিলাম, কোনো ঝামেলা নেই। সুন্দর একটা বাড়ী। আমিতো তোমার বিলের সমস্ত টাকাই মিটিয়ে দেবো। তুমি এখন তোমার ইচ্ছে মতো সবকিছুই করতে পারছো।'

লিণ্ডা একথায় রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলো। বলে উঠলো, ঠিক আছে, আমি এখন বেরোবো, তুমি এসো।'

উঠে পড়লো ডেভিড। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই লিণ্ডাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, অতো উত্তেজিত হয়োনা। তোমার স্বাধীনতায় আমি মোটেই বাধা দেবোনা।'

বলেই দরজার বাইরে পা রাখলো ডেভিড। লিণ্ডা তখনই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। গাড়ীতে গিয়ে উঠলো ডেভিড। মনে মনে ভাবলো, লিণ্ডাও ঠিক ক্লডিয়ার মতো। পুরুষদের ফাঁদে ফেলে পকেট ফাঁকা করাতেই ওদের প্রতিভা। স্টার্ট দিলো গাড়ীতে।

কয়েকমিনিট মাত্র আসতে দেরী হলো জে গ্রসম্যানের। এসে দেখলো লিণ্ডা কাঁদছে। ঐ অবস্থাতেই বললো, 'আমি যেতে পারবো না।'

জে গ্রসম্যান ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো, 'ওকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা না করতে দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু ডেভিড কি এভাবেই তোমাকে ভাবাতে চায় নাকি! ছেলেমেয়েরা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল লক্ষ্য তুমি।'

—'তুমি কি সেরকমই ভাবছো?' জে-র কথার পরে বলে উঠলো লিণ্ডা। জে উত্তর দিলো, 'নিশ্চয়ই। শোনো তুমি। এসব ব্যাপারে আমি রীতিমতো অভিজ্ঞ। তুমি একজন সুন্দরী মহিলা। আমি··· ।'

সামান্য থামলো জে। তারপর আবার বললো, 'আমি তোমাকে বাজী রেখে বলতে পারি, ডেভিড আবার তোমাকে ফিরে পেতে চাইছে।'

লিণ্ডা বললো, 'আমি জানি না জে। তবে আমি ওকে এখন আর একেবারেই ভালবাসি না। তবে ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। আমারতো বাচ্চা দুটো আছে, বাড়ীও আছে। কিন্তু ওর কি আছে?'

—'বুঝতে পারছি, এইভাবেই ও তোমাকে ভাবাতে চায়।'

থামলো জে গ্রসম্যান। আবার বললো, 'এসব যাক। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা বেরোবো।'

অগত্যা লিণ্ডাকে বেরোতেই হলো। দুজনে বেরলো ওরা। একটা রেস্তোরাতে খাওয়া দাওয়া সারলো ওরা। তারপর আবার জে গ্রসম্যানই ওকে গাড়ীতে করে বাড়ীতে পৌঁছে দিলো। যাবার

আগে জে বললো একবার, 'কাল আমি আবার তোমার কাছে আসবো। আমাদের প্রথম কাজ হলো আইনজীবির কাছে যাওয়া। মনে আছে নিশ্চয়ই।'

লিণ্ডার বাড়ীতে ফিরে শুয়ে পড়া ছাড়া আর অন্য কাজ ছিল না। মনে মনে ভাবলো একবার, জে গ্রসম্যান সত্যিই খুব ভাল লোক। ওর ওপরে নির্ভর করা যায়।

ক্লডিয়া ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। চোখের সামনে অসংখ্য মানুষ। অসংখ্য বিচিত্র ধরনের দৃশ্য! সারা শরীরটায় একটা অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছিল। মুখে একটা বিশ্রী ধরনের ক্ষত। দেহটা ঢাকা, আতঙ্কে শিউরে উঠছিল মাঝে মাঝে। ঘরের মধ্যে ব্লু-ফিল্ম চলছিল। খানিকটা দেখার পরেই চোখ বুজে ফেলো ও। সেই চোখ বোজা অবস্থাকেই ও সেই আগের ঘটে যাওয়া বিশ্রী হাতগুলোর স্পর্শ অনুভব করলো আবার। রীতিমতো ওর দেহটাকে নিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। যৌন স্বেচ্ছাচার। সারা দেহটা জুড়ে যন্ত্রনা।

সেই ঘটনার পর থেকে ও ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতে পারেনি। এমন কি কোন টেলিফোনও ধরেনি। একভাবে বিছানার ওপরে চুপচাপ শুয়ে থেকেছে। ওর যত্ন নেবার ব্যাপারেও তেমন কেউ এগিয়ে আসেনি। কেউ ডাকেওনি ওকে। এখানে যদি ও মরেও যায় তাহলে হয়ত মাসখানেকের আগে কেউ জানতে পারবে না। ওর তথাকথিত সেই সমস্ত বন্ধুরা এখন কোথায় গেছে কে জানে। ক্লডিয়ার সারা দেহটা এখন রীতিমতো ফ্যাকাশে। পোশাক পরে মাঝে রাস্তায় যখন বেরিয়েছে অবশেষে, রাস্তার লোকেরা অবাক চোখেই তাকিয়ে থেকেছে ওর দিকে। গিলেসের ওখানে গিয়েছিল ও। পাওয়া যায়নি। 'ম্যাজরকা'তে চলে গেছে ও। অগত্যা হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছে ওকে। তারপরই ঘরে ফিরে চুলগুলো ছোট করে কেটে ফেলেছে।

পরেরদিন ঘুম ভাঙতে সামান্য ভালো বোধ করলো ও। টিনে

জমানো কিছু খাবার ছিল। তাই খেলো ও। শেষে আয়নায় নিজেকে দেখে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। আবেগের বশে চুলগুলোর এ কি অবস্থা করেছে ও। বেশীক্ষণ নিজেকে দেখতে পারলো না। সোজা চলে এলো দরজার সামনে। খবরের কাগজ আর কিছু পত্রিকা পড়েছিল। সেগুলি নিয়ে আবার ফিরে এলো। বেশ খানিকক্ষণ ধরে পড়লো ও। এরপর এজেন্টকে ডাকলো ও। তখনই ও মনে মনে ভাবলো, কনরাডলী বিয়ে করতে চলেছে। অথচ ও বিন্দুমাত্র খবরটা জানে না। খবরের কাগজ পড়ে শেষে ওকে জানতে হলো এই খবরটা। যাকে বিয়ে করতে চলেছে তার নাম, শার্লে শেলডন। ব্যাপারটা ঠিকমতো বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর।

কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। বুথে গিয়ে জেরেমিকে ও ফোন করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপ্রান্ত থেকে জেরেমির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

বোকার মতো ও জিজ্ঞেস করলো জেরেমিকে, 'তুমি কি শার্লের বিয়েতে যাচ্ছো?'

—'হ্যাঁ, তুমিও যেও অবশ্যই।' ওপ্রান্তে জেরেমি জবাব দিলো। ক্লডিয়া আবার বললো, 'তাহলেতো আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি।'

জেরেমি জবাব দিলো, 'তাহলেতো ভালই হয়। তোমাকে আমি নিয়ে যাবো।'

যাবার সময়টা ঠিক করে ফোনটা নামিয়ে রাখলো ক্লডিয়া। তারপর সারা বিকেলটা সাজগোজ করতে ব্যস্ত রইলো। ওর সেই আগেকার আকর্ষণীয় জেল্লাটা যেন আবার ফিরে এসেছে। ঠিক এসে পৌঁছালো জেরেমি। মোহময়ী পোশাকে ক্লডিয়াকে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। দু'চোখে তারই মুগ্ধতার আভাস।

একটা সাদামাটা গাড়ীতে চড়ে জেরেমি আর ক্লডিয়া গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। অত্যন্ত বিশ্রীভাবে লাফাচ্ছিল গাড়ীটা। নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি পৌঁছানো মাত্র ক্লডিয়ার সারা শরীর জুড়ে একটা বিশ্রী ধরনের অসুস্থতা নেমে এলো।

* * *

গাড়ীতে বসেই সিগারেট খাচ্ছিল ডেভিড। লিণ্ডার বাড়ী থেকে কিছুটা দূরেই অপেক্ষা করছিল ও। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো, একটা লোক লিণ্ডার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। বেশ খানিকটা দূরে থাকার জন্যে লোকটাকে চিনতে পারলো না ডেভিড। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে এলো ও। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা বাড়ীর একেবারে ভেতরে পৌঁছে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কি লিণ্ডা ওর নিজের অধিকারটাকেই কাজে লাগাচ্ছে। ডেভিডের মনের মধ্যে সেইরকমই ভাবনা এলো। তবে লোকটার নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ আছে। সব নারীই কি এইরকম জঘন্য? অপেক্ষা করাটা ওদের স্বভাবে নেই। এইতো মাত্র কয়েকসপ্তাহ হলো ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। তাহলে? ডেভিড ভেতরে ভেতরে একটু অসহিষ্ণু বোধ করছিল। তাহলে কি লোকটাকে বসার ঘরে বসিয়েছে ও। কোনো কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটছে না তো? মনে মনে ভীষণ রেগে যাচ্ছিল ডেভিড। ওর মনে হচ্ছিল, বাড়ীর ভেতরে ঢুকে লোকটাকে আচ্ছা করে পিটুনি দিয়ে আসে। বিশেষ করে ওর চোখের সামনে যখন ব্যাপারটা ঘটছে। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত, লিণ্ডা এখন কিছুতেই ওকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। প্রকৃতপক্ষে যেভাবে ও চলছে এখন, তাতে ও ফিরুক সে ব্যাপারটা লিণ্ডা একেবারেই চাইছে না।

ঠিক দুটো গাড়ীর মাঝখানে ডেভিড নিজের গাড়ীটাকে অদ্ভুতভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু। স্কুটারে করে একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টর যাচ্ছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে ডেভিডকে পাকড়াও করলেন। সবকিছু দেখাতে হলো ওকে। গাড়ীর লাইসেন্সতো বটেই এমন কি ইনসিওরেন্সের কাগজপত্রগুলোও বাদ গেল না। যখন ইনস্‌পেক্টর ডেভিডের সমস্ত কিছু পরীক্ষা করছিলেন ঠিক তখনই লিণ্ডা সেই লোকটার সঙ্গে গাড়ীতে করে ওর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডেভিড হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। ভীষণ খিদে

পেয়েছিল ওর। কিন্তু তা সত্বেও মেজাজটা ওর কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। মনের ভেতরে তখন একরাশ ঘৃণা। কোথাও একটা যেন যাবার কথা আছে। মনে পড়লো আকস্মিকভাবে। অগত্যা কোনো উপায় না পেয়ে কার্লোর উদ্দেশ্যেই গাড়ী চালাতে আরম্ভ করলো ও। 'কার্লো'তে এসে ও স্কচের অর্ডার দিলো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো একবার। শেষবারের মতো ক্লডিয়াকে নিয়ে এখানে কাটিয়ে গেছে। ঐ সময়টায় ও অনেক কিছুই করেছে। তখন এতোসব ভাবনা চিন্তা ছিল না। তখন যদি ও সামান্য ভাবনা-চিন্তাও করত তাহলে আজ নিজের স্ত্রী লিণ্ডাকে নিয়ে বাড়ীতেই কাটাতে পারতো।

মাঝে মাঝে একজন মহিলা ওর দিকে তাকাচ্ছিল। এবারে ডেভিড ওর দিকে সরাসরি তাকালো। মহিলার মাথায় একরাশ সোনালী চুল। গায়ে একটা মিঙ্ক কোট। ডেভিডের মনে হলো, মহিলার মুখটা যেন কোথায় দেখেছে। মহিলাটির পাশে আরো তুজন লোক বসেছিল। পরস্পর গভীর কথাবার্তায় মগ্ন। হঠাৎই ডেভিড মহিলা-টিকে চিনতে পারলো। হ্যাঁ, ওর নাম লরি গ্রসম্যান। স্কচের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ও লরির টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

অতঃপর লরিও চিনলো ডেভিডকে। পাশের লোক তুজন কথা থামিয়ে ওদের দিকে তখন দেখছিল। ঐ তুজন ব্যক্তির মধ্যে একজন এখন লরির স্বামী। ডেভিড কিছুটা অবাক হলো। তাহলে এখন জে গ্রসম্যানের কি পরিণতি হয়েছে?

লরির বর্তমান স্বামী মার্ভিন ওকে বসতে বললো। ড্রিংকসের অফারও দিলো। তারপরেই আবার পাশের লোকটার সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে গেল।

এদিকে লরি দেহ থেকে মিঙ্ক কোটটা খুলে ফেলেছে। শরীর জুড়ে তখন কালো লেস দেওয়া একটা সংক্ষিপ্ত পোশাক। স্তনদ্বয় উন্মুখপ্রায়। কোনো ব্রাসিয়ার ছিল না। ডেভিড লক্ষ্য করলো লরির স্তনযুগল ছোট্ট কিন্তু একেবারে নিখুঁত গড়নের, লরি বলে

উঠলো, জে-কে আমি সরিয়ে দিয়েছি আমার জীবন থেকে। জঘণ্য চরিত্রের।

খানিকটা থেমে পোশাকটা সামান্য ঠিক করতে করতে আবার বলে উঠলো ও, 'মার্ভিন জানে, একটা মেয়েকে কিভাবে ভালবাসতে হয়।'

কথা বলতে বলতে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ডেভিডকে দেখছিল লরি। নারীদের কাছে ডেভিড বরাবরই আকর্ষণীয়। এর জন্যে নিজের মনের মধ্যে একটা গর্ব বোধ করলো ও। জানালো ডেভিড, 'তুমি জানো তো, লিণ্ডার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে?'

—'আমি জানি।' লরি জবাব দিলো। ডেভিড কিছুটা অবাক হলো যেন। লরি আবার বললো, 'আমি এক বান্ধবীর মুখে শুনেছি, আমার প্রাক্তন স্বামী তোমার প্রাক্তন স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে আসছে। ব্যাপারটা কি ঠিক?'

ডেভিড সামান্য অবাক হয়ে বললো, 'জে গ্রসম্যান লিণ্ডাকে··· ?'

অসমাপ্ত রয়ে গেল কথা। বিশ্বাস হচ্ছিল না ডেভিডের। লরি বললো, 'আমি যা বলছি, সেটাই ঠিক।'

বলেই লরি ওর দিকে সামান্য একটু এগিয়ে এলো। টেবিলের তলা দিয়ে ডেভিডের পায়ের ওপরে চাপ দিলো নিজের পায়ে। ওর হাত ততক্ষণে লরির উরুতে। লরির স্বামী মার্ভিন তখনও ব্যবসায়িক কথাবার্তায় মশগুল।

জিজ্ঞেস করলো ডেভিড, 'এখানে কতদিন তুমি আছো'?

—'সামান্য কটা দিন।' লরি মৃদু হেসে জানালো।

কটা দিনই যথেষ্ট ডেভিডের কাছে। জে গ্রসম্যান যদি সত্যিই ভাগিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে ও লরিকে ধরবে। এজন্যে লরিও প্রস্তুত। ইচ্ছেতো আছেই, কাছেও সক্ষমতার ঘাটতি নেই। টেবিলের তলা দিয়ে ডেভিডের হাতটা ক্রমশঃ লরির উরু বেয়ে ওপর দিকে উঠছিল। ক্রমশঃ আরো। লরি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?'

মাথা নাড়ালো ডেভিড, লরি আবার বললো, 'ঠিক আবে, তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকো। মার্ভিন কিছু মনে করবেনা।'

একটু থেমে লরি আবার জানালো, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ও শুধু ব্যবসার কথাই বলে যাবে।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে টেবিল প্রস্তুত, এদিকে লরির স্বামী ম্যর্ভিন ব্যবসাসংক্রান্ত কথাতেই মশগুল, কোনো দিকেই ওর খেয়াল নেই। খেতে খেতেও ব্যবসার কথা চলছিল ওর। এর পরই বাজনা বাজতে আরম্ভ করলো পুরোদমে। ডেভিড লরিকে নাচের আমন্ত্রণ জানালো। দুজনেই ওরা উঠে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো। জোড়ায় জোড়ায় আরো অনেক নারীপুরুষ নেচে চলেছে। ক্রমশঃ একসময় ঘনিষ্ঠ হলো ওরা। ডেভিড ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। লরি একসময় বললো, মার্ভিন হয়তো তোমার সঙ্গে এবার জুয়া খেলতে যেতে চাইবে।'

সামান্য থামলো লরি। তারপর আবার বললো, 'আমি অবশ্য ক্লান্ত। ওর সঙ্গে যাবোনা। তুমি আমাকে বরং হোটেলে পৌঁছে দেবে। ওখানে আমাদের একটা আলাদা ঘর আছে। মার্ভিন আমাদের বিরক্ত করতে আসবেনা।'

বলে মৃদু হাসলো লরি, ডেভিড ওকে আরো জোরে চেপে ধরলো। লরিও ক্রমশঃ চেপে ধরতে থাকলো ডেভিডকে। বাজনা দ্রুতলয়ে বাজছিল তখন।

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মতোই জে গ্রসম্যান বৃহস্পতি আর শুক্রবার ফোন করলো লিণ্ডাকে। লিণ্ডার সারা শরীর আর মন সুখের আবেগে ভরপুর। জে'র সংস্পর্শে ও আরো প্রাণোচ্ছল আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শনিবারে ও একটা বিশেষ ধরনের পোশাক পড়বে বলে ঠিক করলো। সেই মতো বিভিন্ন দোকানে ঘুরে বেড়ালো ও। কিন্তু কোনো দোকানেই ওর সেই বিশেষ ধরনের পোশাক পাওয়া গেলনা। যেগুলো দেখলো সেগুলোও ওর রীতিমতো পুরোনো মনে হচ্ছিল।

অগত্যা মোটামুটি একটা পছন্দসই পোশাক কিনলো ও, তারপর বাড়ী ফিরে এসে স্টিফেন আর জেনিকে নিয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলো।

ক্রমশঃ বয়ে যেতে লাগলো সময়। জের কথা ভেবে লিণ্ডা নিজেকে আকর্ষণীয় করে সাজলো। এরপর শুধু প্রতীক্ষা। জে গ্রসম্যান আসবে। অবশেষে এলোও জে। নির্দিষ্ট সময়েই। লিণ্ডাকে দেখা মাত্রই মুগ্ধ চোখে বলে উঠলো ও, 'অপূর্ব্ব লাগছে তোমাকে। যদি তুমি কিছু না মনে করো তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আমরা একটা পার্টিতে যোগ দিতে পারি। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ব্যাপার।'

পার্টিটা ছিল বেলগ্রেভিয়াতে। একটা অপূর্ব্ব ধরনের ভিক্টো-রিয়ান আমলের বাড়ী সেখানে। দরজার সামনে প্রহরী। লিণ্ডাকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো জে গ্রসম্যান। বিলাস বহুল কক্ষ। লিণ্ডা চারিদিকে তাকাচ্ছিল। কিছু পরিচিত মুখ এখানেও হাজির। তবে একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ হলো লিণ্ডা যে, জায়গাটা সুন্দরী মহিলাদের ভিড়ে ভর্ত্তি।

জে গ্রসম্যান সবাইকেই চেনে। স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন জায়-গাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও, হাসিমুখে কথা বলতে লাগলো প্রত্যেকের সঙ্গে। লিণ্ডা জে'র পেছন পেছন ঘুরতে লাগলো। কিছুটা বিভ্রান্ত লাগছিল ওকে। কেউই ওকে আমল দিচ্ছিল না। হঠাৎ লিণ্ডার নজরে পড়লো সোনালী চুলের এক মহিলাকে। লিণ্ডা চিনতে পারলো ওকে। নাম সুশান স্ট্যাণ্ডিস। সুশান এসেই জে কে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'তুমি তো ভীষণ নিষ্ঠুর। আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই তুমি চলে এসেছো এখানে।'

কথাটা পরিষ্কার ভাবেই লিণ্ডার কানে এলো। ওদিকে জে গ্রসম্যান খুব স্বাভাবিক ভাবে মৃদু হেসে সুশানকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। লিণ্ডা খানিকটা এগিয়ে গেছিল। কেউই তেমন ভাবে নজর দিচ্ছিল না ওর দিকে। ওর প্রতি কারো তেমন উৎসাহ নেই। আসলে এই পার্টীতে যারা যোগ দিয়েছে তারা প্রত্যেকেই রীতিমতো হোমরা

তোমরা। যদি কোন মহিলা সুন্দরী না হয় তাহলে কেউ এখানে তাকে পাত্তা দেয়না। লিণ্ডা সামনেই একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। এতক্ষণ পরে লিণ্ডা নিজেকে কিছুটা বোকা মনে করলো। জেও ওর প্রতি তেমন মনোযোগ দিচ্ছিলনা। জে গ্রসম্যান রীতিমতো বড়দরের একজন পরিচালক।

বেশ খানিকক্ষণ পরে লিণ্ডার কাছে এসে হাজির হলো জে, মনে মনে ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও লিণ্ডা নিজের মনোভাব গোপন রেখে হাসিমুখেই ওকে অভ্যর্থনা করলো, ওকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলো জে গ্রসম্যান। এখানে ওর কাজ ফুরিয়ে গেছে। সোজা চলে গেল চেসলায় একটা ফরাসী রেস্তোঁরাতে। একটা টেবিলে খাবার নিয়ে ওরা বসলো মুখোমুখি। লিণ্ডা কিন্তু বরাবরই কিছুটা গম্ভীর ছিল। খেতে খেতে হঠাৎ জে একসময় ওকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার লিণ্ডা, তোমার কি হয়েছে?

—'কিছুনা' সংক্ষেপে উত্তর দিলো লিণ্ডা। ততক্ষণে ওর চোখে জল এসে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জে প্রসঙ্গ পালটেছে। বলে উঠলো ও, 'কাল আমরা বাচ্চাদের নিয়ে বেরোবো।'

লিণ্ডা নিরুত্তর। বললো, 'ঠিক আছে।'

পরক্ষণেই বলে উঠলো, 'কিছু মনে কোরোনা, আমি এখন বাড়ী যাই। মাথায় ভীষণ যন্ত্রনা হচ্ছে।'

লিণ্ডার কথায় জে গ্রসম্যান রীতিমতো অবাক হলো। কিন্তু কোনোরকম প্রশ্ন করলোনা ওকে। যাওয়ার শেষে বিলের টাকা মিটিয়ে দিলো জে, লিণ্ডা উঠে পড়লো এবার। পরেরদিন বারোটায় জে ওর বাড়ীতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো। বাচ্চাদের নিয়ে ওরা দুজন বেরোবে। লিণ্ডা জের কাছে বিদায় নিয়ে অতঃপর একাই বাড়ীতে ফিরে চললো। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছিল নিজেকে ওর।

বিয়ের আসরে প্রচণ্ড ভীড়। যত লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানেই। ক্লডিয়া জেরেমিকে বারের কাছে যাবার প্রস্তাব দিলো একবার। ওখানেই মদ খাওয়া যাবে।

জেরেমি বললো, 'ক্লডিয়া, আগে বরং ওদের খুঁজে বের করা যাক।'

ক্লডিয়া জেদ ধরে রইলো, 'আগে মদ খাওয়া যাক।'

বারের দিকে এগোলো ওরা। সেখানে গিয়ে দুজনেই মদ নিলো। চললো এবার মদ খাওয়ার পালা। হঠাৎ রবিন নামের একজন পুরুষ জেরেমির হাতটা এসে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'এই মহিলা কে?'

জেরেমি ক্লডিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো ওকে, 'এর নাম ক্লডিয়া পার্কার।' ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এর নাম, রবিন হ্যামফ্রেস।'

নিকোটিনের ছোপে ভর্তি দাঁত। সেই দাগ ভর্তি দাঁত বের করে হাসলো রবিন। ক্লডিয়াও মৃদু হাসলো ওর দিকে তাকিয়ে। ঠিক সেই সময়ে আরো একজন এসে হাজির হলো ওদের সামনে। নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো, 'আমার নাম পিটার গিবনস।'

ইতিমধ্যে জেরেমি ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আমি বরং বলি কি ক্লডিয়া, আমরা সবাই মিলে নবদম্পতিকে খুঁজে বের করি। তারপরে বরং আনন্দ করা যাবে।'

—'যা বলবে, প্রিয়তম।' ক্লডিয়া হেসে চোখ মারলো সামনের দুজন পুরুষকে। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে আবার পরে দেখা হবে।'

ক্লডিয়া জেরেমিকে নিয়ে এগোলো। দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। ক্লডিয়ার চলে যাওয়াটা দেখতে লাগলো নিস্পলক চোখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লডিয়ার নজরে পড়লো শার্লেকে। দেখামাত্রই ওর দিকে এগিয়ে গেল ও। হেসে উঠলো, 'এই যে বুড়ি শার্লে।'

শার্লে হেসে উঠলো। হাতে মদের গ্লাস। জেরেমিও হেসে উঠলো শার্লেকে দেখে। হাসি থামলে শার্লে বলে উঠলো, 'ক্লডিয়া ডার্লিং, তোমাদের দুজনকে দেখে আমার দারুণ খুশী লাগছে।'

সামান্য কাঁপা গলায় বলে উঠলো ক্লডিয়া, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

উজ্জ্বল চোখে জবাব দিলে শার্লে, 'আশেপাশেই কোথাও হয়তো আছে। উঃ ক্লডিয়া তোমার চুলটা ভীষণ সুন্দর। ওরকম চুলের গোছা যদি আমার থাকতো।' এই সময়ে জেরেমি কি যেন একটা বলে উঠলো। দুজনের কেউই ব্যাপারটা বুঝতেও পারলোনা। ভ্রুক্ষেপ ও করলোনা।

শার্লের মুখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ক্লডিয়া। ওর পেটের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রনা হচ্ছিল। শার্লে জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'তুমি নাকি কনরাডের ছবিতে নামতে চেয়েছিলে?'

ক্লডিয়া কোনোরকম জবাব দেবার আগেই অন্য অতিথিরা এসে শার্লেকে ঘিরে ফেলল। চলে গেল শার্লে। ক্লডিয়াকে যাবার সময়েও কিছু বললনা।

ক্লডিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বলে যাচ্ছিল। জেরেমি ওর হাতটা ধরলো। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লডিয়া হাতটা ছিনিয়ে নিল। জেরেমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার ক্লডিয়া?'

—'কিছুনা।' কোনোরকমে জবাব দিলো ক্লডিয়া।

জেরেমির কাছে আরো একটু মদ চাইলো ক্লডিয়া। হৃদয়ের ভেতরটা যেন ওর প্রচণ্ডভাবে জ্বলছে।

খানিকক্ষণ বাদেই দেখা মিললো কনরাড লীর। উনি তখন এক বয়স্ক দম্পতির সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত। বারে বারেই হেসে উঠছিলেন তিনি। একরকম হঠাৎই কনরাডের নজর পড়লো ক্লডিয়ার ওপরে। দেখামাত্রই মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেন তিনি। নিস্পৃহ মনোভাব। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো ক্লডিয়া। আর অপেক্ষা না করে জেরেমিকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে থেকে বেরিয়ে এলো ও। চোখদুটো জ্বলছিল ওর।

বাইরে এসেই একেবারে পালটে গেল ক্লডিয়া। যেন ভীষণ হাসি খুশী। কিছুই হয়নি এমনি ভাব। বললো জেরেমিকে, 'ব্যাপারটা খুবই মজার হলো কি বলো?'

জেরেমি ক্লডিয়ার এ' ধরনের আচরণে হতবাক, চোখমুখ লাল

হয়ে গেছিল ওর। মনে মনে ভাবলো, বিয়ের আসরে ফিরে যায় ও। ক্ষমা চেয়ে নেয় ওদের কাছে। কিন্তু ক্লডিয়ার মনোভাব দেখে যেতে আর ইচ্ছে করলো না ওর। ফিসফিস করে বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

অতঃপর বাড়ীতে ফিরে এলো ওরা দুজনে। ফিরে ক্লডিয়া মদের গ্লাস আর বোতল নিয়ে বসলো। পুরোদমে রেকর্ডটা দিলো চালিয়ে। জেরেমি রীতিমতো আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। ক্লডিয়া হাতে গ্লাস নিয়ে সারাটা ঘর জুড়ে নাচছিল। ম্লান আলো ঘরের মধ্যে। একটা একটা করে পোশাক খুলতে লাগলো ক্লডিয়া। জেরেমি আড়ষ্ট। চুপচাপ বসে আছে। ওকে ভ্রুক্ষেপই করলোনা ক্লডিয়া। নাচতে নাচতে একেবারে নগ্ন হয়ে গেল ও। নিজেই নিজের স্তনদুটো চেপে ধরলো। তারপরেই হঠাৎ এগিয়ে এলো জেরেমির দিকে। জেরেমিকে উঠিয়ে ওর পোশাকগুলোও খুলতে আরম্ভ করলো ক্লডিয়া। মৃদু আপত্তি জানালো। ক্লডিয়া চীৎকার করে উঠলো, 'তুমি কি এতোই বোকা জেরেমি?'

জেরেমি উঠে দাঁড়ালো ঠিকভাবে। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। ওকে মনে হচ্ছিল একটা ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতো। ক্লডিয়াও ওর পেছন পেছন খানিকটা নেমে এলো। কিন্তু ধরতে পারলোনা। এই প্রথম একজন পুরুষ ক্লডিয়াকে প্রত্যাখান করলো।

ঘরের মধ্যে ফিরে এলো ক্লডিয়া। তারপর নগ্ন অবস্থাতেই খিল খিল করে হাসতে লাগলো একভাবে। চোখদুটো জলে ভরে উঠলো ওর। মনে মনে ভাবলো, এই জীবন নিয়ে ও কি করবে? কোথায় যাবে?

ওতো বেশী কিছু হতে চায়নি। ওর আশা ছিল একজন সফল চিত্রতারকা হবার। এটাতো খুব বেশী একটা চাওয়ার পর্যায়ে পড়েনা। গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এলো ওর। দৌড়ে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারের আওয়াজটা আরো বাড়িয়ে দিলো ও। সজোরে

বেজে চলতে লাগলো বাজনা। উত্তেজিত হয়ে উঠলো ক্লডিয়া। দু'হাত দিয়ে নিজেই নিজের দেহটাকে দলে পিষে ফেলতে লাগলো। বেশ খানিকক্ষণ এরকম্ অশান্ত আচরণ করার পরে ক্লান্তি নেমে এলো ওর সারা শরীরে। মেঝেতেই শুয়ে পড়লো ক্লডিয়া। তারপর দু'চোখ জুড়ে নেমে এলো ঘুম।

লরি গ্রাসম্যান যা বলেছিল, ঠিকই তাই হলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরে মার্ভিন জানালো যে, ওরা জুয়া খেলতে যাবে। চারজন এসে দাঁড়ালো রেস্তোঁরার সামনে। মার্ভিন লরিকে সঙ্গে যেতে বললো। কিন্তু লরি বললো ও ভীষণ ক্লান্ত, ও বাড়ী যেতে চায়, ঠিক তখনই ডেভিড ওকে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলো। মার্ভিন ব্যাপারটাতে আপত্তিতো করলোই না, বরং খুশীই হলো রীতিমতো। বলে উঠলো মার্ভিন, 'ঠিক আছে তাই হবে।'

বলে লরিকে একটা চুমু খেলো। করমর্দন করলো ডেভিডের সঙ্গে তারপর বন্ধুটার সঙ্গে চলে গেল ওখান থেকে।

চলে যাবার পরে লরি মৃদু হেসে বললো, 'কি তোমাকে বলেছিলাম না ডেভিড।' হেঁটে হেঁটে ওরা গাড়ীটার কাছে এলো। লরি ডেভিডের কানে ফিস ফিস করে বলে উঠলো, 'তুমি খুবই লম্বা? আমার লম্বা লোককে ভীষণ পছন্দ।' দ্রুত গাড়ী চালিয়ে হোটেলে ফিরে এল ডেভিড। লবি দিয়ে এগোতে লাগলো দুজনে। ওর 'সাদা মিঙ্ক কোট অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। হঠাৎ পরিচিত এক অভিনেতার সঙ্গে দেখা হলো ওর। মৃদু হাসলো উভয়েই। ভদ্রলোক ডেভিডকে বেশ জরীপ করলো বলে মনে হলো।

ছ'তলায় লরির ঘর। প্রচুর বিলাস বহুল। লরি একটা চেয়ারে ওর কোটটা খুলে রাখলো। ডেভিডকে বললো, এখন একটু মদ খাবে ও, ডেভিড একটা বোতল নিয়ে এলো, দুটো গ্লাসে মদ ঢাললো ও। এটাইতো জীবন, উপভোগ করা ছাড়া এই জীবনে আর কিই বা করার আছে। বিলাস বাহুল ঘর। হাতে মদের গ্লাস; পাশে সুন্দরী নারী। একটা পুরুষের এর চেয়ে আর বেশী কি প্রয়োজন?

লরি সামনে এগিয়ে এলো। খোলামেলা পোশাক। ডেভিড লরির হাতে একটা গ্লাস তুলে দিলো। সেটা নিয়ে একটা সোফায় গিয়ে বসে লরি চুমুক দিলো তাতে। দেহটা এলিয়ে দিলো সোফাতে। স্কার্টটা সামান্য উঠে গেছে। দুধের মতো সাদা উরুদ্বয় প্রকট। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লরি। কটাক্ষ করলো একবার। তারপর হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'এসো ডার্লিং।'

ডেভিড এগিয়ে গেল ওর দিকে। লরি একবার বলে উঠলো, 'তুমিও আমার মতো একটা ঢিলেঢালা পোশাক পরে নাওনা।'

ডেভিড ঝুঁকে পড়ে লরিকে একটা চুমু খেলো। ওর ঠোঁটের লিপষ্টিক লেগে গেল ডেভিডের ঠোঁটে। কেমন একটা অদ্ভুত স্বাদ। তারপরই বাথরুমে গিয়ে সিল্কের একটা খোলামেলা পোশাক পরে এলো ও, পোশাকটা লরির স্বামী মার্ভিনের।

পোশাকটা পরা অবস্থায় সামনের আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ডেভিড। চল্লিশ হলেও চেহারা এখনও অটুট। লরি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ডেভিড এগিয়ে গেল। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওকে। পোশাকের ভিতর দিয়ে একটা হাত রাখলো লরির স্তনে। লরির স্তন দুটো খুবই ছোট, কিছুটা শক্তও বুঝিবা। চেহারাটা সত্যিই উত্তেজক। লিণ্ডার মতো নরম আর উষ্ণ নয়। ক্লডিয়ার মতো অস্থির নয়। অনেকটা সাদা সাপের মত মসৃণ।

লরির পোশাকটা প্রায় খুলে দিলো ও। পা দুটো ওর অস্বাভাবিক লম্বা গোছের। উরুসন্ধিস্থলে যৌবনের আভাস।

ডেভিড তেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছিল না। ওর হাত লরির পা বেয়ে ক্রমশঃ বিপজ্জনক সীমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো তীব্র উত্তেজনা লরির সারা দেহটা জুড়ে। লরির হাতটা তখন ডেভিডের নিম্নাঙ্গে। তখনও তেমন একটা উত্তেজিত হয়নি ডেভিড। বুঝতে পেরে লরি নিজেই আদর করতে আরম্ভ করতে আরম্ভ করলো ডেভিডকে। তারপর বলে উঠলো একসময়, 'ডার্লিং এবার আমাকে নাও তুমি।'

কিন্তু ডেভিডের প্রতিক্রিয়া একেবারেই হচ্ছিল না। যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো। এরকম ব্যাপার ওর এর আগে কখনো ঘটেনি। মনে মনে ভয় পেয়ে গেল ডেভিড। ও উত্তেজনা বোধ করছে না কেন? লরির আহ্বানে সাড়া দিতে অক্ষম হচ্ছে কেন? নানাধরনের অশ্লীল ছবির কথা মনে করতে লাগলো ডেভিড। যৌনমিলনের ছবিটা মনে করার চেষ্টা করলো। ফিওের সঙ্গে যৌনমিলনের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল ডেভিডের।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ডেভিড শরীরে উত্তেজনা বোধ করতে লাগলো। পুরুষাঙ্গের উত্তেজিত ভাব চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। লরির সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় অবশেষে রত হলো ডেভিড। লরি তখন রীতিমতো উত্তেজনার শিখরে। মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোতে লাগলো ওর। কিন্তু মাঝপথেই ডেভিড আবার হাল ছেড়ে দিলো। রেগে গেল লরি। জ্বলন্ত চোখে বলে উঠলো লরি, 'কি ব্যাপার থামলে কেন তুমি? আমার তৃপ্তি হয়নি এখনো। এরকম হলে আমার স্বামীই বা কি দোষ করেছে।'

ডেভিড ততক্ষণে ওকে ছেড়ে উঠে পড়েছে। বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'আমি দুঃখিত লরি।' লরি বলে উঠলো চিৎকার করে, 'তোমার লজ্জা করছে না।

লরির উন্মুক্ত স্তন যেন ডেভিডকে অভিশাপ দেবে এখনই। চিবিয়ে চিবিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে ও বলে উঠলো ডেভিডকে, 'তুমি এখনই বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি একজন সত্যিকারের পুরুষকে খুঁজে নেবো।'

অপমানিত ডেভিড মুখ নীচু করে বাথরুমে চলে গেল। পোশাক পড়ে নিলো। ঘরে আসতেই দেখলো লরি কাকে যেন ফোন করছে। ডেভিড চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হোটেল ছেড়ে একেবারে রাস্তার ওপরে।

সত্যি ও লজ্জিত। কি ভয়ংকর জিনিষ ঘটে গেল। কিন্তু এমনটা হলো কেন? ওর এই অক্ষমতার জন্যে কি লরিই দায়ী?

লরির তিরস্কারগুলো ওর মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দিচ্ছিল বারবার। সব নারীরাই কি তবে সমান! পুরুষকে অক্ষম করে দিয়েই ওদের আনন্দ।

হঠাৎ ও সারা শরীরে একটা উত্তেজনা বোধ করলো আবার। এই রাতেই আবার ও চেষ্টা করবে। তবে লরির সঙ্গে নয়। মিস ফিণ্ডের কথা মনে পড়লো। ঠিক আছে ওকে দিয়েই পরীক্ষাটা করবে ও। ফিণ্ডের ফ্ল্যাটটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো ওর। বাড়ীতে ও এখন নিশ্চয়ই আছে। সামান্য মদ খেয়ে ও মিস ফিণ্ডের বাড়ীর দিকে রওনা দিলো।

বাড়ীটা মোটামুটি মনেই ছিল। দরজায় গিয়ে টোকা দিলো। স্বয়ং ফিণ্ডই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। অসময়ে ডেভিডকে দেখে খানিকটা অবাক হলো ও।

ডেভিড একরকম হন্তদন্ত হয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঘরের মধ্যে ওর সঙ্গে ফিণ্ডও ঢুকলো। ডেভিডকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলো ও। মৃদু হাসলো ডেভিড। ধীরে ধীরে নিজের পোশাকগুলো খুলে একেবারে নগ্ন হয়ে গেল ও। ফিণ্ডকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলো। তারপরে বললো ওকে, 'ফিণ্ড, তোমার শরীরের পোশাকগুলো খুলে ফেল। আমি আর থাকতে পারছি না।'

ফিণ্ড মৃদু হাসলো। তারপর পোশাকগুলো খুলে ফেলে মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়লো। ডেভিড ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপরে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এবার আর কোনোরকম গোলমাল হোল না। কোনো দোষ ছিল না ওর।

সতের

পরেরদিন সকালে লিণ্ডা আর জে-কে একেবারেই ফোন করলো না। দেখা করার ব্যাপারটাও বাতিল করে দিলো। তার বদলে সারাদিনই নিজের ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে কাটালো। ঘরেই রয়ে গেল সন্ধ্যে

বেলা। ভাবলো একটু রান্না করবে। বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ জে-কে মনে পড়লো আবার। আর ঠিক তখনই ওর মনে হলো ওর সঙ্গে ও সম্পর্ক ভাঙতে পারবে না। কিছুতেই না। লিণ্ডা ওকে ভীষণ পছন্দ করে এখন। ছেলেমেয়েরাও তাই। বিশেষ করে জেনি। জেও ওদের পেয়ে খুবই খুশী।

এরপরে রবিবারটা কাটানো একরকম রুটিনের মতো হয়ে গেল। জে'র একটা অদ্ভুত স্বভাব। প্রতিবারই বাচ্চাদুটোকে কিছু না কিছু একটা চমক দেবে। এতে হলো কি, বাচ্চাদুটোও প্রতি রবিবারই ওর সঙ্গে বেরোনোর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। ডেভিডের কথা মনে হলো ওর। কবে সেই শেষবারের মতো দেখা করতে এসেছিল। তারপর থেকে আর কোনো পাত্তা নেই। ডেভিডের ওপরে লিণ্ডার এমনিতেই রাগ রয়েছে। এই ব্যাপারটায় সেই রাগটা আরো বেড়ে গেল বলা যায়। লিণ্ডার মানসিক অবস্থা এখন মোটামুটি ভালই। নিঃসঙ্গ ভাবটা অনেক কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের ভেতরে কোথায় যেন কাঁটা খচ খচ করে ওঠে। বাচ্চাদুটোর প্রতি ডেভিড একেবারেই উদাসীন। অন্ততঃ লিণ্ডার তাই মনে হয়। এটা ও একেবারেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ছেলেমেয়েদুটো মাঝে মধ্যেই বলে ওঠে বাবা কোথায় কিংবা কবে আসবে।

সেদিন জেনি বললো হঠাৎ, 'মা' বাবা কি আমাদের ভালবাসেনা?' লিণ্ডা খানিকটা থমকে গেল। পরক্ষনেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠে জবাব দিলো, নিশ্চয়ই ভালবাসে।'

—'তবে আসছেনা কেন,' জেনি আবার প্রশ্ন করলো, মৃদু হেসে জবাব দিলো লিণ্ডা, 'এখন নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত। সে জন্যেই আসছেনা।'

জেনি খানিকটা ভাবলো। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা। আমি কাকা জে কে খুব ভালবাসি। ও মোটেই ব্যস্ত নয়। তাই না মা।'

এইভাবেই ডেভিডের শূন্য জায়গাটা পূরন করতে এগিয়ে এলো জে গ্রসম্যান। ওদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা

ক্রমশঃ বাড়তে আরম্ভ করলো। এইভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটা সপ্তাহ। তারপর একদিন লিণ্ডা হঠাৎ অনুভব করলো জে গ্রসম্যানকে ও ভালবাসে, এই মানসিক বন্ধনের ব্যাপারটা একরকম হঠাৎই টের পেলো ও। এরপর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই লিণ্ডা আর জে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলো। দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘোরা শেষও হয়ে গেল একটা সময়। এরপরে লিণ্ডা একটা অন্যতর উপলব্ধিতে পোঁছোলো। তার ভিত্তিতেই ঠিক করলো ও যে, এরকমভাবে আর চলতে পারেনা। বেশীদিন এটাকে চলতে দিতে পারে না ও।

ঠিক করলো, ব্যাপারটা নিয়ে ও তুলবে। কিন্তু সুযোগ না এলেতো হবে না। জে মুর্তিমান ভদ্রতার প্রতিমূর্তি, এতোদিন ওর সঙ্গে আলাপ। একবারের জন্যেও কিন্তু ওকে তেমন ভাবে স্পর্শ করেনি ও। মৃদুভাবে চুম্বন ছাড়া ওদের মধ্যে কোনরকম শারীরিক সংস্পর্শ ঘটেনি।

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এসে গেল। একটা স্টুডিওতে গেছিল ওরা। লিণ্ডা দাঁড়িয়ে একটা ছবির সহকারী পরিচালক বব জেফরির সঙ্গে কথা বলছিল। পাশেই দাঁড়িয়েছিল জে। হঠাৎ ওদের দিকে চমৎকার পোশাকে সজ্জিতা মিস স্ট্যাণ্ডিশ এগিয়ে এলো। বেশ মোহময়ী লাগছিল ওকে। এসেই জে'র দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'জে ডার্লিং, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

জে কিছুটা অবাক হয়ে মুখের হাসি বজায় রেখে বলে উঠলো, 'কি কথা সুসান?'

'—একটু ব্যক্তিগত।'

এরপরেই জে সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে এগিয়ে গেল। লিণ্ডা তখন ববের সঙ্গে কথা বলছিল। বেশীক্ষণ হয়নি, জে আবার ফিরে এলো ওদের কাছে।

পার্টি শেষ হলো একসময়ে। বাড়ীর পথে গাড়ীর মধ্যে বসেছিল জে আর লিণ্ডা। সামনে ড্রাইভার। জে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,

তোমাকে যেন কেমন লাগছে ?' কণ্ঠস্বরে রসিকতার আভাস। লিণ্ডা ঘাড় নেড়ে ওর কথা সমর্থন করলো, 'হুঁ'।

—'ব্যাপারটা কি বলোতো ?' জে আবার জিজ্ঞেস করলো। লিণ্ডা নিস্পৃহ স্বরে বললো, 'এখন নয়, বাড়ীতে বলবো, চলো।'

জে খানিকটা অবাক হলো এবার। এর আগে ও যতদিন রাতে পৌঁছে দিয়েছে বাড়ীতে আমন্ত্রন জানায়নি। কিন্তু আজ হঠাৎ ?

বাড়ীতে পৌঁছে বসার ঘরে জেকে বসালো লিণ্ডা, তারপর চলে গেল নিজে রান্নাঘরে। লিণ্ডা ভীষণ চিন্তিত। এই উপযুক্ত সময় বলবার, কিন্তু বলাটাও ভীষণ শক্ত মনে হলো ওর কাছে। কিভাবে ও নিজেকে প্রকাশ করবে ওর কাছে? চা আর বিস্কুট প্লেটে নিয়ে এসে লিণ্ডা রাখলো ওর সামনে, বসলো নিজে।

জেই প্রথম কথা বললো, 'আমি সপ্তা দুয়েকের জন্য লস-এঞ্জেলসে যাচ্ছি।'

—'ওঃ', একটু নিশ্চতভাবেই জবাব দিলো লিণ্ডা। এরপর জে কিছুটা ইতস্তত করে বলে উঠলো, 'আমার সঙ্গে যদি যাও তুমি কেমন হয় ?'

—'তোমার সঙ্গে।' হঠাৎ মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত রাগ এলো লিণ্ডার। জবাব দিলো আবার, 'অসম্ভব, আমিতো ছেলেমেয়ে দুটোকে ছাড়তে পারিনা।'

—'ঠিক আছে ওদেরও নিয়ে যাবো, ওদের ওখানে ভালই লাগবে।'

—'কিন্তু স্কুল ছাড়ানোটা এখন ঠিক হবেনা।' লিণ্ডা জবাব দিলো। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক। এবারে জে উঠে দাঁড়ালো। কিছুটা বিব্রত লাগছিল ওকে, লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে বললো, 'লিণ্ডা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। ভালবাসি তোমাকে। আমার দেখা এযাবৎ সব মহিলার চেয়ে তুমি আলাদা, আমি জানি, তুমি খুবই কষ্ট পেয়েছ।' কিছুটা দম নিয়ে আবার বললো জে, 'আমিতো বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি। ব্যাপারটা আরো আগেই বলা উচিত ছিল আমার।

তুমি আগে একজন পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছো। পুরুষ মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণাও হয়ত এতে বদলে গেছে। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।'

আবার থামলো জে। তারপর লিণ্ডার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো তোমাকে সুখী করবার। আমি নিজে খুব একটা স্বচ্ছ অংশ্য নই। অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। বেশ কিছু মহিলার ওপরে দুর্বলও হয়েছি আমি। কিন্তু।'

'কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আমার। ভবিষ্যত জীবন আমরা ভালভাবেই কাটাতে পারবো।'

লিণ্ডার মনের মধ্যে তখন অন্য এক অনুভূতি। ফিসফিস করে বলে উঠলো ও। 'হ্যাঁ, জে, পারবো আমরা।'

জে এবার ওকে কাছে টেনে একটা চুমু খেলো আবেগভরে। তারপর বললো, 'আর দেরী করে লাভ নেই ডার্লিং, বেশীদিন অপেক্ষা করা আমার সইবেনা। আগামী কালই যদি হয় ভাল।'

লিণ্ডার দু'চোখের কোনে তখন জল চিকচিক করছে, সংক্ষেপে তীব্র আবেগে বললো লিণ্ডা, 'জে, আমিও তোমাকে ভালবাসি।'

জে এবার ওর চুলে হাত বোলাতে লাগলো। তারপর কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দিলো লিণ্ডাকে। বললো, 'যাও এখন শুতে যাও। কাল সকালে এসে আমি সব ব্যবস্থা করবো। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

লিণ্ডা মাথা নাড়লো। ফিসফিস করে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি।'

শার্লে-আর কনরাডের বিয়ে হয়ে যাবার পরে বেশ কটা দিন শুধু মদে চুর হয়ে কাটিয়ে দিলো ক্লডিয়া। একদিনেই পুরো একটা স্কচের বোতল একেবারে ফাঁকা তাতেও মনটা কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলনা ওর। মাঝে মাঝে আবার ঘুমের বড়িও খেতে হচ্ছিল ওকে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই ছেড়ে দিলো বলা যায়। এমনকি

পোশাক নিজেকে সাজিয়ে রাখার ইচ্ছেটাও মন থেকে উধাও হয়ে গেল ওর। ঘরের মধ্যেই নগ্ন অবস্থায় এদিক ওদিক চলাফেরা করছিল। একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে একভাবে শুয়ে থাকতো, ফোন একনাগড়ে বেজে গেলেও উঠতো না ও। এভাবেই বেশ কটা দিন কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ সদর দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠলো। ভাবলো দরজা খুলবেনা। কিন্তু সেটা বেজে যেতে লাগলো একটানা। বাধ্য হয়েই ক্লডিয়াকে দরজা খুলতে হলো। খুলেই দেখলো, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গিলেস, গিলেস ক্লডিয়াকে দেখামাত্রই চমকে উঠলো, পরনে সংক্ষিপ্ততম একটা পোশাক, অনেকটা এলোমেলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা। গিলেসতো রীতিমতো অবাক। একি হয়েছে ক্লডিয়ার।

গিলেস বললো 'কি ব্যাপার? এরকম অবস্থা কেন?'

—'এমনিই।' নিস্পৃহস্বরে জবাব দিলো ক্লডিয়া। মৃদুভাবে একবার হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে হাসিতে সাফল্যের চেয়ে বিদ্রূপটাই বেশী। ঘরের মধ্যে ঢুকলো গিলেস। প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর একরকম জোর করেই ক্লডিয়াকে ও ভাল পোশাক পরালো। তারপর নিজেই তৈরী করে কফি খাওয়ালো ওকে। বেশ খানিকক্ষণ পরে ক্লডিয়ার নির্লিপ্ত দুঃখী ভাবটা কেটে গিয়ে একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে উঠলো। কথাবার্তায় আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কিছুটা। গিলেস এবার পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি করে বলোতো ক্লডিয়া তোমার কি হয়েছে?'

ক্লডিয়া তাকালো গিলেসের দিকে। তারপর বলে উঠলো, 'আমার খুব খারাপ লাগছে গিলেস।'

—'সেতো বুঝতেই পারছি তোমাকে দেখে।' জবাব দিলো গিলেস। হঠাৎ ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করলো গিলেসকে, 'আজ কি বার গিলেস?'

গিলেস এবার অবাক হলো। বললো, 'তুমি সত্যিই এখন আর নিজের মধ্যে নেই। আজ কি বার সেটাও ভুলে গেছ। আজকে সোমবার।'

গিলেস ওর আপাদ মস্তক একভাবে দেখতে লাগলো। ঘরের চারদিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো একবার। সমস্ত কিছু একেবারে এলোমেলো। চারদিকে স্কচের বোতল পড়ে আছে। এদিক ওদিক ভাঙা রেকর্ড ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আসবাবপত্রগুলো ওলটপালটা ছড়ানো ছিটানো এক বিশৃংখল অবস্থা সারা ঘরটা জুড়ে। গিলেস অস্ফূটস্বরে একবার বলে উঠলো, 'হে ঈশ্বর।'

বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরে গিলেস বুঝতে পারল ক্লডিয়া এবার মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তখন পকেট থেকে একটা ম্যাগাজিন ও ক্লডিয়ার হাতে তুলে দিলো। একটা ইংরাজী দামী ম্যাগাজিন সেটা। প্রথম পাতাটা খুলতেই পাতা জোড়া একটা রঙীন ছবি ওর চোখে পড়লো। ছবিটা ক্লডিয়ারই। সাদা দুধের মতো পরিষ্কার বিছানায় ক্লডিয়া শুয়ে আছে। কালো রঙের ঢিলেঢালা পোশাক ওর দেহে। স্তনদ্বয়ের সামনের দিক অনেকটা উন্মুক্ত। দু'চোখে একটা মদিরতার আবেশ, ঠোঁটদুটো কিছুটা ফাঁক। এর-পরের পাতাতেও ওর ছবি। তার পরের পাতাতেও। প্রত্যেকটাই বিভিন্ন ভংগীমার ছবি। সবশেষে ওর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'সৌন্দর্য-ময়ী মডেল এবং অভিনেত্রী ক্লডিয়া পার্কার তার বিভিন্ন অপরূপ ভংগীমায় তোলা ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তারই কয়েকটা আমরা আপনাদের জন্যে এখানে পরিবেশন করলাম।'

ছবিগুলো উলটে পালটে ভালভাবে দেখলো ক্লডিয়া। গিলেস ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। মাঝখানে হাঠাৎ একবার বলে উঠলো, ও' তুমি সত্যিই অপূর্ব। দারুন।'

আবার বললো, 'ওরা আর একটা নতুন সিরিজ ছবি তুলতে চাইছে, প্রচুর অর্থ দেবে। ওদের বক্তব্য, আমরা নিউইয়র্কে গিয়ে কাজটা। করি।'

ক্লডিয়া তুমি এই ম্যাগাজিনের মালিক এডগার পুলের সঙ্গে দেখা করবে? এটা কিন্তু তোমার পক্ষে একটা সুযোগ।'

ক্লডিয়া ম্যাগাজিনটা উলটে পালটে দেখলো। এই মুহূর্তে ওর

চুলগুলো কেটে ফেলার জন্যে আপশোষ হচ্ছে। শান্তভাবে ক্লডিয়া বলে উঠলো, 'আমরা কখন যেতে পারি?'

এই মুহূর্তে ক্লডিয়ার দু চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গিলেস পকেট থেকে এবার একটা কাগজ বের করলো। তারপর বললো, 'ক্লডিয়া, তুমি চুলটা এরকম ছোট করে ফেললে কেন? বিশ্রী লাগছে দেখতে। অবশ্য কাজ করার সময়ে একটা উইগ পড়ে নিলেই চলবে।'

বলে কাগজটা বাড়িয়ে গিলেস ক্লডিয়াকে বললো, 'ঠিক তলার দিকটায় একটা সই করো।'

গিলেস জায়গাটা দেখিয়ে দিতে সেই জায়গাটায় সই করলো ক্লডিয়া। কাগজটা হাতে নিয়ে বলে উঠলো, 'সপ্তাহখানেকের জন্যে তোমার ব্যাপারে একটা 'হেলথ্ ফার্মের' সঙ্গে চুক্তি করছি। সত্যিই এটা এখন তোমার দরকার। দিন দশেক বাদে আমরা সম্ভবতঃ, যেতে পারবো। এভাবেই জানিয়ে দেবো ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে পাবার জন্যে ওরা ভীষণ উদ্‌গ্রীব, আসলে তোমাকে এবছরের 'মিস প্লে গাল' তৈরী করতে চায়। এতে আমরা খুব তাড়াতাড়িই প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যাবো। দারুন ব্যাপার হবে? তাই না?'

ক্লডিয়া গিলেসের দিকে তাকালো একবার। মুখে হাসি। যদিও সেই হাসির রূপ ম্লান। চোখ দুটো কিন্তু খুব উজ্জ্বল লাগছিল ক্লডিয়ার।

ডেভিড বলেছিল, অভিব্যক্তিতে বিষণ্ণতা, মিস ফিণ্ডার সঙ্গে সবশুদ্ধ কটা রাত কাটালো ও? পাঁচ না ছয়? অনেক ভেবেও ডেভিড মনে করতে পারলোনা। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে ওর অসুবিধে হলোনা যে, নিয়মিত অফিস পালানোটা ওর একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনকার রুটিনটা ওর মোটামুটি এরকম। প্রথমে অফিস পালানো তারপর গলায় একটু মদ ঢালা সবশেষে সিম ফিণ্ডের ফ্লাটের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেওয়া। মনে মনে ভাবলো ডেভিড, মেয়েটার শরীরের মধ্যে কি আছে! ওর ওপরে এতো উত্তেজিত হয়ে

পড়ছে কেন ক্রমশ, ওর যৌনতা কি এতোই দুর্ব্বার ?

এমনিতে ডেভিডের সামনে মিস ফিও সব সময়েই কেমন যেন কুকঁড়ে থাকে। একটা জড়োসড়ো ভাব। ডেভিড খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই ফিওকে পোশাক খুলে ফেলতে বলে। অনেকটা নির্দেশের সুরে। ডেভিড ভাল করে বোঝেনা যে, এতে ও বিরক্ত হচ্ছে কিনা, সম্ভবতঃ বিরক্ত হয় ফিও। তবুও ও ডেভিডের কথামতো পোশাক খোলে, নগ্ন শীর্ণ দেহটার দিকে ডেভিড তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। দুই স্তনের গঠন একেবারেই বিশ্রী। ডেভিডের স্পর্শেও সে স্তনের যেন কোনরকম সাড়া মেলেনা। উন্মুখ হয়ে ওঠেনা আরো গভীরতর ছোঁয়ার আশায়। সবটাই যেন কেমন।

ডেভিড এরপর ওর সঙ্গে সম্ভোগের খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। মিস ফিওের শীর্ণ হাতদুটো তখন ডেভিডের শরীরে তীব্র ভাবে চেপে বসে। একেবারে শেষপর্যন্ত ও আকঁড়ে ধরে থাকে ওকে যতক্ষণ না চরমশীর্ষে গিয়ে পৌঁছোয়। তীব্রতম সুখের শেষে ডেভিডের দেহ থেকে ওর আকঁড়ানো হাতদুটো খসে যায় অবশেষে। তারপর ডেভিড আর মিস ফিও দুজনেই এক আপন আপন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে থাকে।

পরের দিন ডেভিড আবার অফিসে আসে। অফিসে কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে দুজনের কেউই কথা বলেনা। ডেভিড কাজে ব্যস্ত থাকে। মিস ফিওও তার কাজ করে যায়। ক্রমশঃ এটা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল ডেভিডের। ব্যাপারটা এবারে ভাঙতে চাইলো ডেভিড।

'গিনি' নামের একটা মেয়ে বিজ্ঞাপনে কাজ করছিল। মেয়েটার শরীরের গঠন বেশ উগ্র, পোশাকও তাই। হঠাৎ একদিন ডেভিড ওকে ওর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। রেস্তোঁরায় বসে দুজনে অনেক খেলো। তার সঙ্গে প্রচুর মদও। ডেভিড আর গিনির প্রগলভ কথাবার্তায় অন্য টেবিলের নারীপুরুষও তাকাতে লাগলো বারবার ওদের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডেভিডের মনের মধ্যে একটা

গর্ব হলো। গিনি তখন ডেভিডের রসিকতায় বার বার প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠছিল। সেই হাসির ধমকে ওর সমস্ত শরীরটাও যেন কামনায় কেঁপে উঠছিল বারবার। ওর সুডৌল দুই স্তনের ওপরের দিকটায় অনেকবারই চোখদুটো আটকে যাচ্ছিল ডেভিডের। হঠাৎ ডেভিডের চোখে পড়লো গিনির স্তনের বাদামী বৃন্ত, পাগল হয়ে উঠলো ডেভিড। এবারে ওকে হোটেলে নিয়ে যেতে হবে, আর দেরী করলোনা ডেভিড।

গিনিকে নিয়ে সোজা একটা হোটেলে-এসে উঠলো ডেভিড। ঘরে ঢুকেই ও গিনিকে ধীরে একটা চুমু খেলো। তীব্র কামনায় ডেভিডের দেহটা তখন থরথর করে কাঁপছিল। ডেভিড পোশাক খুলতে বললো গিনিকে। গিনি প্রথমটায় মৃদু আপত্তি জানালো একবার। কিন্তু ডেভিডের জেদে সে আপত্তি ভেসে গেল ওর। ধীরে ধীরে পোশাক খুলতে আরম্ভ করলো গিনি। পরনে তখন শুধু গোলাপী রাংয়ের প্যান্টি। গিনির স্তনদুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়ো। ডেভিডের একবার মনে হলো গিনির ওদুটো সত্যিই স্তন কিনা। একতাল মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই মনে হলোনা ওর। ঠিক এই মুহূর্তে গিনিকে ওর খুব বিশ্রী লাগছিল।

শেষপর্যন্ত অনেক আশা নিয়েও ডেভিডের পক্ষে ওকে উপভোগ করা কোনোমতেই সম্ভব হয়ে উঠলোনা। কামনার অপূর্ণতায় ছটফট করতে লাগলো ডেভিড।

এর কদিন পরেই ডেভিড আবার মিস ফিণ্ডের ফ্ল্যাটে গেল। মিস ফিণ্ড প্রথমে খানিকটা অবাক হলেও তারপরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ডেভিডের আর দেরী সইছিলনা। এইভাবে মিস ফিণ্ডকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে আরম্ভ করলো। তারপর ওর পোশাক নিজেই খুলে দিল। ফিণ্ড কোনরকম আপত্তি করলো না।

সম্ভোগের শেষে নির্লিপ্ত শরীরে ডেভিড বিছানায় শুয়েছিল। তৎক্ষণে মিস ফিণ্ড আবার পোশাক পড়ে নিয়েছে। জিজ্ঞেস করলো ডেভিডকে ও, 'কি খাবেন? চা না কফি মিঃ কুপার?

ডেভিড শুয়ে শুয়েই ওকে লক্ষ্য করছিল। মিস ফিগুর দেহটা সত্যিই অপুষ্ট। এ দেহকে বুঝি আর উন্নত করা সম্ভব নয়। ডেভিড জবাব দিলো, 'দুটোই।' শুনে মৃদু হেসে এগোতে আরম্ভ করলো মিস ফিগু। কিন্তু ডেভিড আবার ডাকলো ওকে। এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। ডেভিড বললো, 'তুমি আমার সামনে বোসো।'

মিস ফিগু খানিকটা ইতস্বতঃ করে বসলো ওর সামনে। ডেভিড ওর হাতটা চেপে ধরে বলে উঠলো, 'তুমি আমাকে মিঃ কুপার বলে ডেকোনা। ডেভিড বলবে।' মুখটা নীচু করে জবাব দিলো মিস ফিগু, 'ঠিক আছে।'

এরপর উঠে দাঁড়ালো ডেভিড। ঠিক তখনই ওর মনে হলো, এটাই সম্ভবতঃ ওর এখানে আসার শেষ দিন। মৃদু হেসে বললো, 'শুধু কফি নিয়ে এসো।' মিস ফিগু সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ডেভিড অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

জে গ্রসম্যানের সঙ্গে কথা বলার পরে সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে। ঠিক ন'দিনের দিন হ্যাপস্টেড রেজিষ্টার অফিসে গিয়ে লিণ্ডা জের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এ ব্যাপারে কোনো গোলমালও হলো না। বিয়ের সময়ে লিণ্ডার বাবা আর মা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। ওরা খানিকটা বিস্মিত হলেও সুখীও হলেন শেষপর্যন্ত। বাবা-মা ছাড়াও লিণ্ডা আর জের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও উপস্থিত ছিল।

ওদের বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে টেলিগ্রামও এসেছিল অনেক। তার মধ্যে জের পনেরো বছরের মেয়ে ক্যারোলিনের একটা টেলিগ্রাম ছিল। তাতে লেখা, 'বাবা' তোমার চতুর্থ স্ত্রীর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইলো।' জে ওটা পড়ার পরে লিণ্ডার হাতে দিলো। ওর পড়া শেষে জে মৃদুহেসে বলে, উঠলো 'মেয়েটা খুব সরল আর পবিত্র।'

লিণ্ডা জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু এরকম কথা ও লিখলো কেন?'

—'বলতে পারবোনা।' জে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, বলে উঠলো, 'সত্যি বলতে কি এটার জন্যে আমিই দায়ী। আমিতো কোন সময়েই ওর

সঙ্গে থাকিনি। ওর মায়ের সঙ্গেই থাকে। ওতো আর বিয়ে করেনি।'

লিণ্ডা বলে উঠলো, 'তোমার মেয়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।'

—'ঠিক আছে, করবে।'

—'আর আমাদের যখন পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তখন ক্যারোলিনও আমদের কাছে এসে থাকতে পারে।' লিণ্ডা বললো মৃদু হেসে।

জে জানালো, 'সেটা বোধহয় সম্ভব নয়।'

—'কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

—'ঠিক আছে।' জবাব দিলো জে। বেশ খিদে পেয়েছিল জে'র। লিণ্ডাকে খাবার ব্যাপার তাড়াতাড়ি ঠিক করতে বললো। তাহলে সকাল সকাল শুয়ে পড়া যাবে।

জে হাসিমুখে বললো, 'তুমি খাবার ব্যাপারটা আমার হাতেই বরং আজ ছেড়ে দাও।'

লিণ্ডা হাসিমুখে সায় দিয়ে চলে গেল শোবার ঘরে। সামনেই এক জোড়া খাট। স্থিরভাবে তাকিয়ে দেখলো ওদিকে। এখন এটার ব্যবস্থা একেবারে অন্যরকম করা দরকার। জে নিশ্চয় ওকে আবার একবার হতাশায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে না। মনে মনে লিণ্ডা সেটাই ভাবছিল। এর আগে জে অনেক সুন্দরী মেয়ের কাছেই নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছে। হঠাৎ লরির কথা মনে পড়ে গেল ওর। এখনও পর্যন্ত জে আর লিণ্ডা পারস্পরিক যৌন সান্নিধ্যে আসেনি। এলে হয়তো কিছুটা ভাল হতো। কিন্তু জে নিজেই ব্যাপারটা চায়নি।

লিণ্ডা নীলচে রঙের একটা গাউন বের করলো। তার সংগে একটা রোব। ওগুলো নিয়ে সোজা চলে গেল বাথরুমে। দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করলো লিণ্ডা। শেষে পোশাক পড়ে নতুন ভাবে মেকআপে সাজালো নিজেকে। ঘন সোনালী চুলটা আঁচড়ে নিলো ভালকরে। লিণ্ডা খুব নিখুঁত না হলেও রীতিমতো আকর্ষণীয়া।

যথারীতি খাওয়ার পাট চুকলো। জে আর লিণ্ডা এবার প্রবেশ করলো শোবার ঘরে। এই প্রথম জে নিজের হাতে লিণ্ডার পোশাক খুললো। নিজের কাছে টেনে এনে আদর করতে লাগলো ওকে। চুমু খেতে লাগলো পাগলের মতো। কিন্তু তাতে একেবারেই তাড়াহুড়ো ছিল না। ধীরে ধীরে লিণ্ডা পৌঁছালো উত্তেজনার চরম শীর্ষে। এ অভিজ্ঞতা আগে ওর হয়নি। জে'কে পরিপূর্ণ করে আঁকড়ে ধরলো ও।

খানিকক্ষণ বাদে ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়েছিল। দুজনের মধ্যেই একটা শান্ত নির্লিপ্তি। জে বললো, 'এই প্রথম, আমি বিয়ের পরে কোনো নারীকে সম্পূর্ণ করে পেলাম। লরিকে তো আমি সাক্ষাৎ হবার পরের দিনেই ভোগ করেছিলাম।

লিণ্ডা ওর কাছে এগিয়ে এসে একটা চুমু খেলো ওকে। তারপর বললো, 'আমার ব্যাপারেও একবার চেষ্টা করে দেখলে পারতে?'

—'হয়ত তুমি তা প্রত্যাখ্যান করতে।' জে জবাব দিলো। লিণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হেসে বললো, 'প্রত্যাখ্যান নাওতো করতে পারতাম।'

জে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'আমিও একমত। তুমি করতে না। কিন্তু এও জানি তুমি বিরক্ত হতে। তখন তোমার চোখে আমি ছোট হয়ে যেতাম। কারণ অন্য মহিলাদের চেয়ে তুমি কিছুটা আলাদা।'

লিণ্ডা এখন পরম পরিতৃপ্ত। ফিসফিসিয়ে একবার বলে উঠলো ও, 'আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

—'আমি তা জানি লিণ্ডা।'

জে লিণ্ডার পিঠে হাত রাখলো। দুজনের মধ্যেই তখন একটা ভীষণ পরিতৃপ্তিবোধের আভাষ। মৃদু হাসলো লিণ্ডা।

হেলথ ফার্মটা খুব একটা খারাপ ছিল না। আমোদ প্রমোদ আর উপভোগের পক্ষে জায়গাটা খুবই চমৎকার। ক্লডিয়া শেষপর্যন্ত এক্সপার্টদের হাতেই নিজেকে সঁপে দিলো। কিছুদিনের মধ্যে ক্লডিয়া আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে পৌঁছালোও বটে। নিয়মিত ভাবে

ম্যাসাজ আর থেরাপি চলতো ওর ওপরে। বিলাসবহুল সুইমিং পুলে কাটতে লাগলো ওর অফুরন্ত সময়। মনে মনে ভাবতে লাগলো ও একজন নামী দামী তারকা হয়ে গেছে। সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওর মনটা চলে গেল দূরের আকাশে। তারকা হতে চাওয়াটা কি ওর পক্ষে খুব বেশী চাওয়া? ঠিক এইসময় ওর ভাবনায় ছেদ পড়লো। গিলেস এলো ওর সঙ্গে দেখা করতে। প্রথম দেখাতেই ক্লডিয়াকে দেখে অবাক হয়ে গেল ও, আগের সেই বিধ্বস্ত ক্লডিয়া আর নেই, এই ক্লডিয়ার দুচোখে দীপ্তি উদ্ভাসিত। গিলেস তাই বললো, 'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে আমরা আমাদের জন্যে ঠিক যে ধরনের মহিলা চাই ঠিক সেরকম।'

এরই মধ্যে বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে অসংখ্য চিঠি ওর কাছে এসেছিল। গিলেস চাইছিল, ক্লডিয়া ঠিকসময়ে যেন পৌঁছোয়। গিলেস আবার জানালো, 'শোনো ক্লডিয়া, ওরা রীতিমতো উতলা হয়ে উঠেছে। তুমি প্লেগার্ল' হলে ওরা ভীষণ খুশীই হবে।'

ক্লডিয়া ওর কথায় ভীষণ খুশী। এরকম একটা সুযোগ পাওয়ার জন্যেই ও দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফার্ম ছেড়ে দেবার জন্যে ও মানসিক ভাবে তৈরী হয়ে নিলো। প্রথমেই ও গেল গিলেসের সঙ্গে পর চের্লার স্টুডিও ফ্ল্যাটে। ক্লডিয়া খুব খুশী। গিলেস ওর সবকিছুর ভার নিচ্ছে। ওদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনোরকম যৌন টান ছিলনা। একই ঘরে স্বাভাবিক ভাবেই ওরা রাতে ঘুমোলো। পরস্পরের প্রতি কিছুমাত্র দেহগত আকর্ষণ বোধ করলোনা। পরের দিন সকালে গিলেস ক্লডিয়াকে নিয়ে দোকান করতে বেরোলো। প্রথমেই ও যেটা কিনলো সেটা হচ্ছে একটা পরচুলা। ওর নিজের চুল যতক্ষণ না বাড়ছে ততক্ষণ এটা ব্যবহার করতেই হবে। ওর সমস্ত কেনাকাটার খরচ গিলেসই বহন করলো।

এবারে যাবার পালা। গিলেস যাবার আগে ম্যাগাজিনের দপ্তরে একটা ফোন করলো। ওখান থেকে জানালো হলো যে, ইতিমধ্যেই

ওরা ওদের যাবার টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

ক্লডিয়া ভীষণ খুশী। নিউইয়র্ক ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ডেভিড এখন একেবারে নিঃসঙ্গ মিস্ হ্যারিয়েট ফিগুর ভূতটা ওর মাথা থেকে কিছুতেই নামছেনা। মিস ফিগু ওর কাছে এখন একটা তীব্রতম নেশার মতো। ডেভিড এই মুহূর্তে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে, অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে দৈহিক মিলন ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সারাটা রাত ও নিজের ঘরে একাই কাটালো। মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা। আয়নায় নিজেকে দেখলো একবার। চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিশ্রী দেখতে লাগছে ওকে। ওর মনে হলো ঐ মিস ফিগু ক্রমশঃ যেন ওর শক্তি ধীরে ধীরে ওর শরীর থেকে নিঙড়ে বের করে নিচ্ছে।

ঘরটা একেবারে অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠছে বারবার। মানসিক দিক থেকে রীতিমতো বিব্রত। ফিগুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে ওর জন্যে একটা আলাদা ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। একই ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে এক জায়গায় থাকা ডেভিডের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কোনো ভাবেই ডেভিড এতে রাজী নয়।

একমাত্র শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সময় ছাড়া মিস ফিগু পারতপক্ষে ডেভিডের সঙ্গে কথা বলতোনা। এমন কি এরপর থেকে ডেভিড ওকে গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়ে অফিস থেকে একটু দূরে নামিয়ে দিতো। গাড়ীতে থাকার সময়ও মিস ফিগু একটা কথাও বলতোনা। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মতো। ডেভিড অন্তর থেকে ওকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করতোনা। কিন্তু ওকে ছাড়াটাও ডেভিডের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। ডেভিড এখন মনের দিক থেকে একেবারে বিপর্যস্ত। ও নিজেকেই প্রশ্ন করলো, এর কি কোনোদিন শেষ

হবেনা? নারী নামক এরকম একটা জঘন্য জীবের প্রতি ওর অন্ধ কামনার শেষ কোথায়?

হঠাৎ ওর মনে পড়লো ওর নিজের ছেলে মেয়ের কথা। অনেকদিন হলো বাচ্চা দুটোকে ও দেখেনি। কিন্তু দেখতে যাবার কথা মনে হতেই ওর মধ্যে একটা কুণ্ঠার ভাব এলো। এই মুহূর্তে ওর জীবনটা একটা গোল চাকার মতো। একই ভাবে পাক খেয়ে চলেছে ক্রমাগতঃ অফিসের কাজ আর মিস ফিণ্ডর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার সময়টুকু ছাড়া বাদবাকী সময়টা ও ঘুমিয়ে কটায়। এরই মধ্যে ভীষণ রোগা হয়ে গেছে ও। চোখমুখ বিভ্রান্তের মতো। কিন্তু একটা তীব্রতম নেশার মতো মিস ফিণ্ড ওকে আরো বেশী করে যৌনতার মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমশঃ বাড়ছিল সেটা। এমন কি শেষপর্যন্ত অফিসেও সুযোগ পেলে ওকে নিয়ে আলাদা একটা ঘরে সম্ভোগে মেতে উঠতে লাগলো ডেভিড। এই নেশা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে তার কোনোরকম উপায়ই ও খুঁজে পাচ্ছিলনা। শেষমেষ মরিয়া হয়েই ঠিক করলো ও, যেমন করেই হোক এই উন্মাদনার একটা ইতি টানতে হবে।

নিউইয়ক এয়ারপোর্টে নামতেই ফটোগ্রাফাররা ক্লডিয়াকে ঘিরে ধরলো। ছবি তুলতে লাগলো ফটাফট। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বারবার ঝলসে উঠছিল। ভেসে আসতে লাগলো টুকরো টুকরো কথাবার্তা। অনেক ফটোগ্রাফারই বিভিন্ন ভংগীমায় ওর ছবি তুলতে আগ্রহী। ক্লডিয়াও রীতিমতো খুশী! মনে মনে গর্ব বোধ করেছিল ও। ছোট্ট একটা স্কার্ট পড়েছিল ক্লডিয়া। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটা কোট আর একটা সিল্কের সোয়েটার। অপুর্ব সুন্দরী আর মোহময়ী লাগছিল ওকে। ক্লড়িয়া প্রত্যেকের আশা পূর্ণ করলো।

গিলেস দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। চুক্তিটা সত্যিই ভাল হবার আশা আছে। ক্লডিয়া যা পাবে তার অর্দ্ধেক গিলেসের। সেই অর্দ্ধেক অংকটাও রীতিমতো প্রচুর। ওর মধ্যে অ্যামেরিকানরা যেন নতুন একটা যৌন প্রতীকের তাৎপর্য্য খুঁজে পেয়েছে। গিলেস

ওকে সবসময়েই নজরে রাখে। ক্লডিয়া যাতে বেশী মদে আসক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকেই ওর তীক্ষ্ণ নজর। বাজে লোকের খপ্পরে যাতে পড়ে না যায় সেদিকটাও দেখছিল গিলেস।

ফটোগ্রাফারদের অনেকগুলো আকর্ষণীয় ভংগীমা উপহার দিলো ক্লডিয়া, কোনো কোনোটাতো রীতিমতো উত্তেজনাকর। গিলেস তার মধ্যেই একবার বলে উঠলো, 'আর নয় অনেক হয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে ক্লডিয়া।'

ক্লডিয়া দৌড়ে এসে গিলেসের হাত ধরলো। অপূর্ব ভংগীমায় হেসে বলে উঠলো, 'চলো গিলেস।'

সমবেত মানুষের চোখ তখন ক্লডিয়ার দিকে।

এয়ারপোর্টের অন্য একটা প্রান্তে তখন লিণ্ডা আর জে বসেছিল। ভি, আই, পি লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিল ওরা। বেশ খানিকক্ষণ বাদে জে, হঠাৎ লিণ্ডার একটা হাত ধরে মুগ্ধ চোখে বলে উঠলো, 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে লিণ্ডা।'

প্রত্যুত্তরে লিণ্ডা একবার মৃদু হাসলো শুধু। সেইসময় এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারী এসে জানালো এবার প্লেন ছাড়বে, ওরা দুজনে উঠে দাঁড়ালো। ঠিক তখনই এক ফোটোগ্রাফার ওদের একটা ছবি তোলার অনুমতি চাইলো।

জে রাজী। মৃদু হেসে একটা হাত কাঁধে রাখলো ও। লিণ্ডা একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা আমাদের ছবি কেন নিতে চাইছে।'

—'সাধারনত স্টুডিও থেকেই এধরনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ছবি নেওয়া হলে ওরা উঠে গিয়ে প্লেনে বসলো। আরামদায়ক সীট। ইঞ্জিন শব্দে করতে আরম্ভ করলো, রানওয়ের ওপর দিয়ে শুরু হলো প্লেনের আকাশ যাত্রা। নীচের দিকে তাকালে ও।

এই মুহূর্তে লিণ্ডার মতো সুখী মানুষ বোধহয় খুবই কম আছে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বিশ্রী একটা মেজাজ নিয়ে ডেভিডের ঘুম ভাঙলো। মাথাটায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। মিস ফিণ্ডাকে খুঁজলো একবার। জানলা গুলো বন্ধ। মনে হলোনা কোনোদিন ও জানলা খোলে। শরীরের বিশ্রী অনুভূতি গুলোকে ডেভিড কোনোরকমে অতিক্রম করা চেষ্টা করলো।

তা সত্ত্বেও অবসাদ ভাবটা ওর যাচ্ছিলনা। কিছুক্ষণ পরে মিস ফিণ্ড ওকে কফি করে এনে দিলো। সঙ্গে সকালের খবরের কাগজটাও ছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে ও চোখ বোলাতে লাগলো কাগজে। সামনের পাতায় ক্লডিয়ার বিরাট একটা ছবি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেভিড সিগারেট ধরালো একটা। ক্লডিয়ার শরীরে রীতিমতো একটা যৌন আবেদন আছে। লাস্যময়ীভংগী। পোশাকের ভেতর দিয়ে স্তনদ্বয় প্রকট। সমুদ্রের ঢেউএর মতো চুল। মুখে হাসি। ছবির তলায় লেখা আছে, সুন্দরী অভিনেত্রী এবং মডেল ক্লডিয়া পার্কার আজ নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। ওখানে তিনি ছবি করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন। ওর সঙ্গে আছে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার এবং বিশেষজ্ঞ গিলেস টেলরও আছেন।'

খবরটা পড়া মাত্র ডেভিড ক্রোধে ফেটে পড়লো। ক্লডিয়া এখন রীতিমতো সুখী। আর ও নিজে! এখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। ডেভিডের ধারণা ছিল, ওকে ছেড়ে যাবার পর ক্লডিয়া শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি, কাগজের প্রথম পাতায় আজ ওর ছবি। বেশ্যা মাগীটা এখন অ্যামেরিকায় যাচ্ছে। ওর জন্যেই ওর বিবাহিত জীবনটা ভেঙে চুরমার গেছে। ডেভিডের দুর্ভাগ্যের জন্যে ওই শয়তানীটাই পুরোমাত্রায় দায়ী। মাথাটা গরম হয়ে উঠলো ডেভিডের। যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ যেন বাড়ছে। পরের পাতাটা ওলটালো ডেভিড। উলটেই আবার চমকে গেল। নিজের চোখকে ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলনা। ছোট্ট একটা ছবি। লিণ্ডার সঙ্গে আর একজন

পুরুষ। লোকটার মুখে, মৃদু হাসি। লিণ্ডার একটা হাত ধরে আছে ও। লিণ্ডার শান্ত মুখে সুখী হাসির ছাপ। এই ছবির তলাতেও লেখা, হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মিঃ জে গ্রসম্যান তার স্ত্রীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমার জন্যে জ্যামাইকার পক্ষে রওনা হয়েছেন। ওর পরিচালিত সর্ব্বশেষ ছবিটির কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে।'

এবার ডেভিড পাগল হয়ে গেল। মিসেস গ্রসম্যান লিণ্ডা বিবাহিতা? অসম্ভব ব্যাপার। এতবড়ো স্পর্ধা ওর। ছবিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও। নাঃ লিণ্ডার চোখেমুখে কোনোরকম অসুখী হবার চিহ্ন নেই। বরং আগের তুলনায় আরো বেশী আকর্ষণীয়। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডেভিডের। মাঝে লিণ্ডা অনেক বার ফোন করেছিল ওকে। ও একটারও জবাব দেয়নি।

ছেলে মেয়েদের মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করলো ডেভিড। অনেকদিন ওদের দেখেনি ও।

ডেভিডের একটা ব্যাপারে ভুল হয়েছিল। লিণ্ডাকে ও খুবই সহজলভ্যা বলে মনে করেছিল। ভেবেছিল কোনো না কোনো সময় লিণ্ডাই নিজে থেকে ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেবে। ব্যাপারটা যখন কিছুটা এগিয়েছিল তখনই ওর সামনে হাজির হয়েছিল এই মিস ফিণ্ড। হ্যারিয়েট। বিশ্রী আর কুশ্রী মেয়েটা। ওর সঙ্গে এখনও ও বীভংস নেশার মধ্যে ডুবে আছে। সমস্ত কিছু অবহেলা করার ফল ওকে ভুগতে হবে বৈকি।

ডেভিডের নিজেকে হঠাৎ একটা ফাঁদে আটকে পড়া একটা জীব বলে মনে হলো। এখন আর লিণ্ডা নেই ওর জীবনে। তাহলে ওকে বাঁচাবে কে এই নরক থেকে।' কে বাঁচাবে?

এখন আর সময় নেই। বাচ্চাদের সেই গানটা হঠাৎ মনে পড়লো ওর, 'ইঁদুর ছুটছে প্রাণপনে······ছুটছে······প্রাণপনে···।'

গানের শব্দগুলো যেন ওর কানের কাছে তীব্রভাবে একটানা বেজে চলেছে। লাফাচ্ছে চোখের সামনে।

বাথরুম থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। তার কিছুক্ষণ

পরেই হ্যারিয়েট ঘরে ঢুকলো। স্নান শেষ হয়েছে সবেমাত্র। ডেভিড একবার তাকালো ওর দিকে। গায়ে একটা ছোট্ট আবরণমাত্র। হ্যারিয়েটের মুখটা ফ্যাকাশে, চোখদুটো বিভ্রান্ত। ঢোক গেলে কোনোরকমে বলে উঠলো ও, 'ডেভিড, আমাদের বাচ্চা হবে।' ঠিক তখনই ডেভিড একটা অস্ফুট শব্দে করে ওর দিকে তাকালো। চোখ দুটোয় তীব্র আতংক বিরাজ করছে। মনে হলো ওর ওজন যেন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ডেভিড এখন অসহায়। অনেক অনেক দেরী হয়ে গেছে ওর। হ্যারিয়েট ফিগু পাথরের মূর্তির মতো ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল। ডেভিড ধীরে ধীরে বুঝতে পারলো, ওর পক্ষে পালানো আর একেবারেই সম্ভব নয়। ওর চারদিকের ফাঁদটা ক্রমশঃ যেন আরো ছোট হয়ে আসছে। দু'হাত কপালে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো ডেভিড কুপার। সকালের আলো মুছে গিয়ে ওর সামনে এখন শুধুই অন্ধকার।

———